।বশ্বামিত্রের দশরথ আনয়নে গমন—(১৩১) , বিবাহের দিন নিরূপণ (১৩৩)[২], অধিবাস (১৩৪)[৩], সুমন্ত মুনির স্ত্রী কৌশল্যা কর্তৃক রামাদির স্ত্রিয়াচার (১৩৪)[৪], রামসীতার বাসরঘব (১৩৭)[৫] রামসীতার অযোধ্যাযাত্রা ও পরশুরামের সহিত সংঘর্ষ (১৩৯)[৬]।

পুথিগুলির মধ্যে যে যে অংশে কাহিনীগত মিল রহিয়াছে, তাহা মিলাইতে গিয়া হতাশ হইতে হইয়াছে। পাঠের মিল খুব কমই আছে। খুটিনাটি বিষয়ে কাহিনীগত পার্থক্য যথাস্থানে কিছু কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। এগুলি কৌতুককর সন্দেহ নাই। পুরাণ-কাহিনীর বিবর্তনেব ইতিহাসে ইহাদের মূল্য অস্বীকার কবিবার উপায় নাই।

গলে বস্ত্র হাতে মালা কন জনকের ঝি।
বরমালা দিতে রাম বসে রয়েছি ॥ (১৭।৮০ক)

সুখের বিষয়, রাম এই বরমালা গ্রহণে অসম্মত হন।

১. ২৫৫।২০১ , ৪।৮৮ , ১৭।৮৫।

২. কার্তিকের তেসরা লগ্ন পৌর্ণমাসী তিথি।
শুভক্ষণ লগ্ন কৈল বিবাহের মতি ॥ (১৩।১৩৩খ)
অধ্যায়নের তিরিস দিনে ত্রিয়োদসি তিথি।
সুলগ্ন করিয়া হরিস হৈলা নরোপতি ॥ (৪।৯৩খ)
কার্তিকের তেইসোঁ পৌউস পুন্নমাসী তিথি।
শুভদিবস [ক]ইল বিবাহের তিথি ॥ (৪৮৩১।১৬)
কার্তিকের তেইসোঁ পুন্নমাসী তিথি।
শুভলগ্ন দিবস কইল বিভা হইব তথি ॥ (৩৮৫১।২)

৩. ২৫৫।২০৫।

৪. ৪।৯৬।

৫. ২৫৫।২৩০। ইহাতে বাসরঘরে যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ৪।১০১ (ইহাতে বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত)। ৪৮৩১।৩১ ; ৩৮৫১।১৬।

৬. ৪।১০২ ; ২৫৫।২৩৪ ; ৪৮৫১।৪৫।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংগীত

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংগীতাংশ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা হয়েছে কিন্তু এই গ্রন্থে প্রযুক্ত সংগীতাদির যথাযথ স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। বোধ করি এ যুগে সেটি সম্ভবও নয়, কেননা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো গীতরূপ বর্তমানে প্রচলিত নেই। প্রত্যক্ষ প্রয়োগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলে স'গীতের আকৃতি বা প্রকৃতির সম্যক্ বিচার সম্ভব নয়। অতএব এ বিষয়ে অনুমান ভিন্ন তর্কাতীত সিদ্ধান্তের অবকাশ নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কারক বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় গত যুদ্ধের সময় কয়েক বৎসর ব্যারাকপুরে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় তাঁর কাছ থেকে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বহু চিত্তাকর্ষক আলোচনা শোনবার সৌভাগ্য লেখকের হয়েছিল। রায় মহাশয় সংগীত সম্বন্ধে তেমন উৎসাহী ছিলেন না— তিনি শুধু এটুকু বিশ্বাস করতেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঝুমুর শ্রেণীর গান এবং এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এটি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত (ভূমিকা— ॥৴০)।

সেকালে সংগীতগুলিকে প্রবন্ধ অনুসারে ভাগ করা হত। দেশী সংগীতের এক-একটি বৃহৎ গোষ্ঠী এক-একটি প্রবন্ধ নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে প্রবন্ধের প্রয়োগ হয়েছে সেগুলি সাধারণত বিপ্রকীর্ণ জাতীয়। এই শাস্ত্রীয় "বিপ্রকীর্ণ" শব্দটি কেবল প্রকীর্ণ বা প্রকীর্ণক শব্দে প্রকাশ পেয়েছে। দেশের চতুর্দিকে ছোটখাট যে সব গীতরূপ দেখতে পাওয়া যেত তাদের বলা হত বিপ্রকীর্ণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব তৎপ্রণীত "সঙ্গীত-রত্নাকর"-এ ছত্রিশটি বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের উল্লেখ করেন। বলা বাহুল্য তিনি ভারতের সমগ্র আঞ্চলিক গীতগুলির উল্লেখ করেন নি। নতুন ধরনের যে সমস্ত গানের প্রচলন হত সে সবই বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রমণীয় গীতিনাট্য। এই বৃহৎ গ্রন্থটির মধ্যে কোথাও গতি এতটুকু শ্লথ হয় নি এবং একটির পর একটি ঘটনার বৈচিত্র্য দর্শক এবং শ্রোতার আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রাখত। গানের মধ্যে যাতে একঘেয়েমি না এসে পড়ে তার জন্য গ্রন্থকারের চেষ্টার ত্রুটি নেই। সুর, তাল এবং গায়নরীতি প্রতিটি পদের সঙ্গে পালটে গেছে। এ ছাড়া ছন্দোবৈচিত্র্যের অভাব নেই। এই ছন্দগুলি লক্ষ্য করলে অনেক সময় মনে হয় যে, নৃত্যের পরিকল্পনাও হয়তো এই গীতিনাট্যে ছিল। আর একটি লক্ষণীয় বিষয়— কোনো পদই বিশেষ দীর্ঘ নয় এবং কাব্য-সুষমায় এত সমৃদ্ধ যে স্বভাবতই এগুলি পুরোপুরি গীতধর্মী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে ঝুমুর শ্রেণীর গান সেটি বিশ্বাস করবার কারণ আছে। পুথি-সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় ভূমিকার (পৃঃ ॥৴০) পাদটীকায় লিখেছেন— "১৭-ঝুমুর মাত্রেই অশ্লীল বা ছোটলোকের গান নহে। সংগীতশাস্ত্রে উহার নির্দিষ্ট স্থান আছে।" এই উক্তি সমীচীন।

বস্তুত, ঝুমুর গান যে কত প্রাচীন তা বলা শক্ত। 'ঝোম্বড়া' নামক এক বৃহৎ গীতগোষ্ঠীর পরিচয় "সঙ্গীতরত্নাকরে" পাওয়া যায়। এটি সেকালকার সবচেয়ে বড় দেশী সংগীত শুদ্ধ "সূড়"-এর অন্তর্গত ছিল। অনুমান হয় যে, এই ঝোম্বড়াই বর্তমান ঝুমুরের আদিরূপ। অবশ্য এমন কোনো প্রত্যক্ষ সূত্র আজ আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় যা দিয়ে আমরা পূর্ববর্তী ঝোম্বড়ার সঙ্গে ক্রমবিবর্তন অনুসারে বর্তমান ঝুমুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারি, তথাপি ঝোম্বড়ার সঙ্গে ঝুমুরের নামগত এবং লক্ষণগত কিছু কিছু সাদৃশ্য রয়েছে এটা অস্বীকার করা যায় না। "সঙ্গীতদামোদরে" এবং "পঞ্চসার-সংহিতা"য় "ঝুমরী" নামক গীতকে 'সালগ' বা মিশ্র সূড়ের অন্তর্গত করা হয়েছে। এই ব্যাপারে মনে হয় যে, পূর্ব যুগের 'শুদ্ধ সূড়' পর্যায়ের ঝোম্বড়া পরবর্তীকালে 'মিশ্র সূড়' ঝুমরীতে পরিণত হয়েছিল। "ভক্তিরত্নাকর"-এও উক্ত গ্রন্থদ্বয় থেকে ঝুমরীর উল্লেখটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। রত্নাকর ঝোম্বড়ার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। শুদ্ধ ঝোম্বড়ায় পূর্ব যুগের উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ— এই চারটি কলিই যুক্ত ছিল। এই গীত সেকালকার বিখ্যাত দশটি তালের যে-কোনো একটিতে গাওয়া হত। এই দশটি তাল হচ্ছে—নিঃসারুক, কুড়ুক্ক, ত্রিপুট, প্রতিমণ্ঠ, দ্বিতীয়, গারুগী, রাস, যতি, লগ্ন, অড্ড এবং একতালী। এর অনেকগুলি প্রাচীন বাংলাতেও প্রচলিত ছিল। যতি, কুড়ুক্ক এবং একতালী—এই তালগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রযুক্ত হয়েছে। সম্ভবত এই গীতগোষ্ঠীতে প্রযুক্ত কোনো তালই অধুনাপ্রচলিত ঝোমরা তালে রূপান্তরিত হয়েছে। ঝোম্বড়া গানের মোট প্রকারভেদ হচ্ছে ৩৫১০। এ থেকেই বোঝা যায় এর প্রচলন কত ব্যাপক এবং বহুল ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের এই গীতিনাট্যে "চিত্র" এবং "বিচিত্র" নামক দুটি গীতরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দুটি এই ঝোম্বড়ারই অন্তর্গত ছিল। সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে এই যে, ঝোম্বড়া গানে বিবিধ অলংকারের প্রয়োগ হত—তার মধ্যে উপমা, রূপক এবং শ্লেষের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ঝুমুর গানেও অলংকার-গুলির প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এ ছাড়া নয়টি প্রচলিত রসেই এই গীত নানাভাবে বিনিযুক্ত হত। এই ঝোম্বড়া গান আবার গদ্য, পদ্য, গদ্য-পদ্য তিনটিকে অবলম্বন করেই রচিত হত। এই সব লক্ষণ থেকে অনুমান হয়, সেকালে ঝোম্বড়া গীত নানা অভিনয়াত্মক প্রবন্ধে বা বিষয়ে প্রযুক্ত হত। এই সব ধারাই পরবর্তী ঝুমুরে বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়েছে বলে মনে হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেকালকার গীতরূপগুলি পদের উপরে দেখান হয়েছে। যথা—

রামগিরি রাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

পাহাড়িআ রাগঃ ॥ একতালী ॥ প্রকীর্ণকং ॥ বিচিত্র লগনী ॥ দণ্ডকং ॥ ইত্যাদি।

এই উল্লেখ থেকে মনে হয় এই গীতিনাট্যে একাধিক প্রবন্ধসংগীতের মিশ্রণ হয়েছিল। একটি পদে চিত্রক, লগনী এবং দণ্ডক— এই তিনটি গীতরূপ প্রযুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে দণ্ডক সেকালের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ। দণ্ডকছন্দ থেকেই এই রূপটি প্রধানত এসেছে। পরে এর বহু প্রকারভেদ হয়েছিল। এই গানে মোটামুটি তিনটি কলি থাকত— উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব এবং

আভোগ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যখন অভিনীত হয় তখন বাংলায় এই প্রবন্ধ কি ভাবে প্রচলিত ছিল এবং এর প্রয়োগ কি ভাবে করা হয়েছে সেটি না শুনলে বোঝা সম্ভব নয়— অতএব এ বিষয়ে লিখে কিছু বোঝাবার চেষ্টা না করাই ভাল। লগনী বা লগ্নী আজও উত্তরভারতে একপ্রকার গীত হিসাবে বিশেষ প্রচলিত। প্রাচীন মিথিলাতেও লগনীর বহুল প্রচলন ছিল। সম্ভবত ক্রমাগত লগ্নক তালে গীত হওয়ার ফলে এটি লগ্নী নামক একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহু গীতরূপ প্রচলিত ছন্দ থেকে এসেছে, যেমন দণ্ডক, পদ্ধডী ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রেও লগ্নক তালে গীত একপ্রকার গান পরে লগ্নী নামক এক বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। লোচনের "রাগতরঙ্গিণী"তে বড বড সুরের সঙ্গে সেই সেই নামের ছন্দের উল্লেখও দেখা যায়। এ বিষয়ে ভূমিকায় বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের চিত্তাকর্ষক মন্তব্যটিও উদ্ধৃত করার মত—"পূর্বে জন্মবাসরে বিশেষত বিবাহকালীন বরবধূকে লইয়া নৃত্যোৎসবে এক প্রকার গীতবাদ্য অনুষ্ঠিত হইত। এই গীত এবং তদুচিত তালকেও লগ্নী বলিত। অনুষ্ঠানটি এক সময় সমগ্র উত্তরাপথে প্রচলিত ছিল, এখনও কোথাও কোথাও উহার নিদর্শন পাওয়া যায়।" খুব সম্ভব বিশেষ বিশেষ লগ্নে এই গীতের প্রচলন ছিল বলে এর একটি বিশেষ তাল এবং রূপ আপনা থেকেই গড়ে উঠেছিল এবং পরে এর নাম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল লগ্নী। অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় দু-একটি চমৎকার বাংলা লগ্নী রচনা করেছিলেন—তার মধ্যে "কে গো গাহিলে পথে" বা "কেন এলে মোর ঘরে" বিশেষ বিখ্যাত।

পূর্বে যে সব প্রবন্ধ গাওয়া হত সেগুলি মোটামুটি তিন রকম— সূডস্থ, আলিসংশ্রয় এবং বিপ্রকীর্ণ। সূড প্রবন্ধের অন্তর্গত রূপ ছিল আটটি—এলা, করণ, ঢেঙ্কি, বর্তনী, ঝোম্বডা, লম্ভ, রাসক এবং একতালী। সূড এবং আলিক্রম মিলিয়ে প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল বত্রিশটি, বাকি যে সমস্ত গীতরূপ নানা দেশে ছড়িয়ে ছিল সেগুলি ছিল বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্গত।

চিত্র এবং বিচিত্র— এই দুটি যে ঝোম্বড়া প্রবন্ধের অন্তর্গত এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঝোম্বড়া সূড প্রবন্ধের অন্তর্গত হওয়ায় প্রকীর্ণকের মধ্যে পড়ে না। এই কারণেই মনে হয় যখনই চিত্র বা বিচিত্র রীতির সঙ্গে লগনী রীতির মিশ্রণ হয়েছে তখনই প্রকীর্ণক থেকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা—"চিত্রক লগনী" বা "বিচিত্র লগনী", দুটি রূপ মিলিয়ে যেখানে সুর রচনা করা হয়েছে সেখানে "প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী" বা "প্রকীর্ণক বিচিত্র লগনী"—এই রকম আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দু-একটি আখ্যা আছে যা পূর্বে গীতরূপ হিসাবেও প্রচলিত ছিল, যেমন একতালী বা রূপক। তবে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংগীতে এগুলি গীতরূপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নি নিশ্চিত। কেননা এগুলি যে ভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে তাতে তালের সংজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। গীতগোবিন্দতেও এ দুটি তালরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিম্নোল্লিখিত রাগ এবং তালের প্রয়োগ হয়েছে—

রাগ—কোড়া, বরাড়ী, ধুহুষী, গুর্জরী, পাহাড়ী, দেশাগ, আহের,
রামগিরি, মালব, বেলাবলী, দেশবরাড়ী, ভাটিয়ালী,
কেদার, মল্লার, কহ্নু, ললিত, কোড়াদেশাগ, মালবশ্রী,
শৌরী (গৌরী), বসন্ত, মাহারঠা, কহ্নুগুর্জরী, বিভাষ, ভৈরবী,
শ্রী, বঙ্গাল, বিভাষকহ্নু, বঙ্গালবরাড়ী, পঠমঞ্জরী, সিন্ধোড়া,
কোড়াদেশ।

তাল— যতি, ক্রীড়া, একতালী, লঘুশেখর, রূপক, কুড়ুক্ক, আঠতালা।

জয়দেবের পরবর্তীকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সময়ের মধ্যে অনেক নতুন রাগ, নবতর গীতিনীতি বাংলা গানে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংগীতাংশ থেকে সেটা অনুমান করা যায়। পাহাড়ী রাগটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সব চেয়ে প্রিয় রাগ। জয়দেব এটি গীতগোবিন্দে ব্যবহার করেন নি। কিন্তু এ সব সুর জয়দেব প্রয়োগ করেন নি বলেই যে তাঁর সময় এগুলি প্রচলিত ছিল না এমন সিদ্ধান্ত করাটা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন, বঙ্গাল রাগটি সুপ্রাচীন অথচ জয়দেব এটি ব্যবহার করেন নি ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই রাগটি প্রযুক্ত হয়েছে। আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে, এক-একটি সুর এক-একটি জনপদের প্রিয়। অতএব বিশেষ বিশেষ জনপদে বিশেষ বিশেষ সুর বা গীতিরীতির প্রয়োগ ঘটা স্বাভাবিক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আর একটি বহুল ব্যবহৃত রাগ হচ্ছে—কোড়া। বহু সংস্কৃত গ্রন্থেই এই রাগের উল্লেখ আছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে এটির নাম "কোরড়া" ; "সঙ্গীতদর্পণ" বা "সঙ্গীত-পারিজাত"-এ "কুড়ায়িকা" , লোচনের "রাগতরঙ্গিণীতে" "কোডার", লোচন ন'টি সঙ্কীর্ণরাগের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি তীরভুক্তি দেশে প্রচলিত ছিল। এগুলি হচ্ছে—বিভাস, আহির, গোপীবল্লভ, শারঙ্গী, কোডার, ধনছী (ধনশ্রী), গৌড়মালব, রাজবিজয় এবং নাট। এর মধ্যে কোড়ার রাগের অনেকগুলি প্রকারভেদ আছে ; যথা—স্মরসন্দীপন কোডার, বিয়োগি কোডার, মোরাঙ্গিয়া কোডার, দণ্ডক কোডার এবং শুদ্ধ কোডার। দণ্ডক কোডার নিশ্চয়ই দণ্ডক প্রবন্ধে ব্যবহৃত হত। দণ্ডক প্রবন্ধ যে একদা খুবই জনপ্রিয় ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই তার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আর একটি বিচিত্র রাগ হচ্ছে—"কহ্নু"। প্রধান সংগীতশাস্ত্রাদিতে এই রাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কহ্নুগুর্জরী নামক একটি মিশ্র রাগের উল্লেখও এই গ্রন্থে রয়েছে। "কহ্নু" শব্দটি "ককুভ"-এর পরিবর্তিত রূপ কিনা বলা যায় না। "কৌ" নামক একটি রাগের উল্লেখ "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" বা মৈথিলীগ্রন্থ "বর্ণরত্নাকরে" পাওয়া যায়। চর্যায় "কহ্নু গুর্জরী" নামক একটি রাগের উল্লেখ আছে। এই "কহ্নু গুর্জরী" এবং "কহ্নুগুর্জরী" এক কিনা সেটাও যথাযথভাবে বলা সম্ভব নয়।

"শৌরী" নামক রাগটি "গৌরী"র স্থলে লিপিকার প্রমাদ কিনা সেটাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। শৌরী রাগ শবরীর অপভ্রংশও হতে পারে।

"মাহারঠা" রাগ গুর্জরীর অন্তর্ভুক্ত। "সঙ্গীতরত্নাকর"-এ এটি "মহারাষ্ট্রী গুর্জরী" নামে পরিচিত।

অপর রাগগুলি বিশেষ বিখ্যাত ; অতএব সেগুলির সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রযুক্ত তালগুলিও সেকালের বিশেষ বিখ্যাত তাল। এগুলি দেশী সংগীতে ব্যবহৃত দেশী তালের অন্তর্ভুক্ত। প্রধান সংগীতশাস্ত্রগুলিতে এসব তালের লক্ষণ এবং বর্ণনা আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নিয়ে বহু তর্ক আছে। কেউ কেউ এই গীতিনাট্যকে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করেন। সংগীতের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে ধারণা হয় এটি সেই যুগের রচনা যখন দেশে প্রাচীন প্রবন্ধগায়ন শিথিল হয়েছে, নব নব রীতির অভ্যুদয় হচ্ছে, কিন্তু মোগল যুগে (বিশেষ করে আকবরের সময়) যে নূতন গীতরূপের প্রচলন হয়েছে তার প্রতিষ্ঠা হয় নি। এই গ্রন্থের রচনাকাল যে ১৪০০ বা ১৪৫০-এর এধারে কিছুতেই হতে পারে না—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই মতটি সাংগীতিক বিচারেও সমর্থিত হয়।

ব্যবহৃত গ্রন্থের সূচী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
সঙ্গীতরত্নাকর। অ্যাডায়ার লাইব্রেরি, মাদ্রাজ
রাগতরঙ্গিণী। দ্বারভাঙ্গা সংস্করণ
বর্ণরত্নাকর। এসিয়াটিক সোসাইটি
শ্রীকৃষ্ণবিজয়। খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত
বৃহদ্ধর্মপুরাণ। বঙ্গবাসী সংস্করণ
বৌদ্ধগান ও দোহা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
ভক্তিরত্নাকর। বহরমপুর সংস্করণ
সঙ্গীতপারিজাত। কালীবর বেদান্তবাগীশ এবং সারদাপ্রসাদ ঘোষ।

বেথুন সোসাইটি

নবম প্রস্তাব

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বেথুন সোসাইটি চিন্তা ও কর্মের প্রেরণা দিয়া ভারতীয় সমাজের যে কতখানি হিতসাধন করিতেছিল তাহা আমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছি। ইহা ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মিলনক্ষেত্র। ঐ যুগে স্বদেশীয় ও বিদেশীয়দের মধ্যে যে জাতিবৈরিতার উদ্ভব হইতেছিল তাহার কুফল সোসাইটির কোন কোন সদস্য ইতিপূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি সোসাইটির মত একটি মিলনক্ষেত্র থাকায় ইহার কুফল হইতে আমরা কতকটা রেহাই পাইতেছিলাম সন্দেহ নাই। আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত অধিবাসীদের মধ্যে বেথুন সোসাইটি একটি সার্থক মিলনক্ষেত্র রচনার আয়োজন করিতে পারে এ বিষয়েও কোন কোন মনীষী তখন অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশবর্ষের প্রারম্ভে বেথুন সোসাইটির শাখা-সমিতিগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, কিন্তু এ বৎসরের কার্যবিবরণ হইতে ঐ সব শাখা-সমিতির কর্মপ্রয়াসের কোন উল্লেখ পাই না। তবে যথানিয়মে দুইটি মাসিক অধিবেশন হয় এবং তৎসমুদয়ে বিভিন্ন বক্তা সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পাঠ করেন, কেহ কেহ মৌখিক বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর যে সব আলোচনা হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও আমরা পাইয়াছি। ইহা পাঠে বুঝা যায়, সদস্যগণ বিবিধ সমাজ-কল্যাণকর বিষয়ে কত চিন্তা করিতেন। সোসাইটির যে ট্র্যানজ্যাক্‌শনস্‌ হইতে ইহার কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে সোসাইটিতে পঠিত প্রবন্ধসমূহের কোন-কোনটি পুরাপুরি মুদ্রিতও রহিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ হইতে সমসাময়িক চিন্তা ও নানা বিষয়ের তথ্যমূলক আলোচনাও পাইয়া থাকি। গত শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা-গবেষণা করিতে চাহেন, তাহাদের নিকট এ ধরণের ট্র্যানজ্যাক্‌শনস্‌ বিশেষ মূল্যবান।

দেখিতে দেখিতে সোসাইটি ষোড়শবর্ষে (১৮৬৮-৬৯) আসিয়া পৌছিল। এ বৎসরও বিচারপতি জন্‌ ব্যাড্‌ ফিয়ার সোসাইটির সভাপতি থাকিয়া বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ইহার কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। ঐ সময়ের সদস্যগণের মধ্যে তিনি বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে সমর্থ হন। একটি সভায় সভাপতির ঐকান্তিক প্রযত্নের কথা উল্লেখ করিয়া জনৈক সদস্য এই ইংরেজী প্রবাদটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন: "The willing horse gets the largest burden to carry"। বস্তুতঃ সভাপতি ফিয়ার সোসাইটি পরিচালনার দায় যেন নিজের দায় বলিয়াই এ সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোসাইটির প্রথম মাসিক বা সাধারণ অধিবেশন হইল ১৮৬৮, ১৯শে নবেম্বর তারিখে। এ দিনকার মূল বক্তা সভাপতি স্বয়ং। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল: The Periodic winds and Rains of the Calcutta Seasons: অর্থাৎ কলিকাতার বিভিন্ন ঋতুতে মাঝে

মাঝে যে ধরণের ঝড় বর্ষা হইয়া থাকে তৎসম্পর্কে। ফিয়ার মাত্র কয়েক বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আসিয়াছেন। ইহার মধ্যেই দেশের নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগী নিষ্ঠাবান ছাত্রের মত অনুধাবন ও অনুশীলন করিয়াছেন। দেশীয় সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁহার চিন্তা ও প্রযত্নের প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বেই সোসাইটির অধিবেশনকালে অন্যত্র পাইয়াছি। এই বক্তৃতার মধ্যেও তাঁহার ভারত-প্রীতির পরিচয় মিলিতেছে। ফিয়ারের বক্তৃতার বিষয় মূলতঃ বৈজ্ঞানিক। ব্যবহার-শাস্ত্র ছাড়াও বিজ্ঞান বিষয়েও যে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল তাহার পরিচয় পাই এই বক্তৃতার মধ্যে। ফিয়ার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথমে সাধারণ ভাবে আলোচনা করেন। কলিকাতা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার উপরে সূর্যরশ্মি খাঁড়াভাবে পড়িয়া থাকে। তাই আমরা এত উত্তাপ অনুভব করি। লণ্ডন শীতপ্রধান দেশে অবস্থিত, ইহার উপরে সূযকিরণ বরাবর বাঁকা হইয়া পড়ে, এজন্য উত্তাপ আমরা আদৌ টের পাই না। জল, জঙ্গল, বিল বা পতিত জমি এই সকল কাছাকাছি থাকায় কলিকাতার জলবায়ু এক আশ্চর্য রকমে বিভিন্ন ঋতুতে বদলাইয়া যায়। ঐ দশকে কলিকাতায় কয়েকটি ভীষণ ঝড় হয়। ঝড়ের প্রকোপ এখানে তখন যেরূপ অনুভূত হইয়াছল এমনটি দীর্ঘকালের মধ্যে দেখা যায় নাই। বক্তার এরূপ ভাষণের মূলে এই অভিজ্ঞতাও অনেকটা প্রেরণা দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ফিয়ার বক্তৃতার শেষে ভারতীয় যুবকগণকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রসর হইতে আবেদন জানান।

বক্তৃতার পর আলোচনায় যোগদান করেন ডাঃ ডব্লিউ রব্সন্। মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ, যদুনাথ ঘোষ, রেভাঃ ডঃ মারে মিচেল এবং হেনরী উড্রো। ডাঃ রব্সন্ প্রথমে বক্তার সাধুবাদ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, ভারতীয় যুবকদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাহারা ইতিহাস এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় পরাঙ্মুখ। ইতিহাস সম্বন্ধে হয়তো এই উক্তি কথঞ্চিৎ সত্য, কিন্তু নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, ভারতীয় যুবকেরা বিজ্ঞান শিক্ষায় আদৌ বিমুখ নহে। ইউরোপীয় ছাত্রদের মতই তাহারা সমান আগ্রহশীল এবং তৎপর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান তথা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই। ইহাকে ইচ্ছাধীন (optional) বিষয় বলিয়া গণ্য করায় ইহার অনুশীলন মোটেই আশানুরূপ হইতেছে না। অবশ্য বিলাতের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সেদিন মাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষক এবং যন্ত্রপাতি ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা চলিতে পারে না। এ দেশে একমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি ইচ্ছাধীন হওয়ায় অল্প মাত্র অধ্যয়নেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে।

যদুনাথ ঘোষ এবং ডঃ মারে মিচেল উভয়েই ডাঃ রব্সনের একটি উক্তির প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন যে, বাঙালী যুবকেরা ইতিহাস চর্চায় উদাসীন এ কথা যথার্থ নহে। ডঃ মিচেলের মতে দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন মানুষের উন্নতির পক্ষে একান্ত

প্রয়োজনীয়। কেননা দর্শন সকল বিদ্যার মূলে। ভারতবাসীদের দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অধিকতর আগ্রহ থাকায় ভাববিলাসী বলিয়া দুর্নাম করা হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে এই মন্তব্য কত অসার। তবে তিনিও এ কথার উপর বিশেষ জোর দিলেন যে, ভারতীয় ছাত্রদেব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানানুশীলনের সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া কর্তৃপক্ষের বিশেষ কর্তব্য।

সাময়িক সভাপতি হেনরী উড্রো এই দিনকার মূল বক্তা বিচারপতি ফিয়ারকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর কোন কোন আলোচকের ভ্রান্তিমূলক উক্তির প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি তিনি ইহার কাযকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রহিয়াছেন। যখন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পাঠ্য বিষয়াদি নির্ধারিত হয়, তখন তাঁহারা যোগ্য অধ্যাপক এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির (apparatus) অভাবহেতুই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ছাত্রগণের ঐচ্ছিক বিষয় বলিয়া নিধারিত করিতে বাধ্য হন। মূল বক্তা ফিয়ার উপসংহারে এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহারা সকলেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আরও একটি বিষয় সদস্যদের গোচরে আনেন। তিনি বলেন যে এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থার নিমিত্ত সম্প্রতি বড়লাটের নিকট একখানি স্মারকলিপি প্রেরণ করা হইয়াছে।

সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হইল পরবর্তী ১০ই ডিসেম্বর। এদিনকার সভার একটি বৈশিষ্ট্য বড়লাট সার্ জন লেয়ার্ড মেয়ার লরেন্সের (১২ই জানুয়ারি, ১৮৬৪—১২ জানুয়ারি, ১৮৬৯) উপস্থিতি। সার্ জন ভারতবর্ষের প্রথম আই. সি. এস.-বড়লাট। তিনি ভারতবাসীর প্রতি নানা বিষয়ে সহৃদয়তার প্রমাণ দিয়াছিলেন। এই বৎসরের প্রথম দিকে সপরিষদ বড়লাট বাংলা সরকারকে এই মর্মে একটি লিপি প্রেরণ করেন যে, সরকারী রাজকোষ হইতে নিছক উচ্চশিক্ষার খাতেই অর্থ ব্যয় হওয়ায় সরকারকে বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে হইতেছে। তাঁহারা এ অপবাদ ক্ষালন করিতে ইচ্ছুক অথচ রাজকোষে এমন উদ্বৃত্ত অর্থ নাই যাহা দ্বারা জনশিক্ষার জন্য কিছু মাত্রও ব্যয় করা যায়। তাঁহারা বাংলা সরকারকে অর্থাগমের উপায় সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার নির্দেশ দেন। ইহার পর হইতে প্রাথমিক তথা জনশিক্ষা সম্বন্ধে সভা সমিতিতে নানারূপ আলোচনার সূত্রপাত হয়। বেথুন সোসাইটির এই দ্বিতীয় অধিবেশনেও মূল আলোচনার বিষয় ছিল : বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education in Bengal)। এইরূপ বিষয়বস্তু দৃষ্টেই হয়তো বড়লাট এদিনকার সভায় উপস্থিত হইতে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকিবেন।

বক্তা রেভাঃ লালবিহারী দে ভাষণের আরম্ভেই ভারতসরকারের উক্ত অনুকূল মনোভাবের উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষীয় সভা (British Indian Association) বাংলা সরকারের নিকট হইতে মতামত প্রেরণের নির্দেশ পাইয়া যে সভার অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে এই মর্মে বলা হয় যে, উচ্চশিক্ষা অব্যাহত রাখিলে দেশমধ্যে জনসাধারণের শিক্ষারও সুরাহা হইবে। ঐ সময়ে দেশীয় প্রথায় পরিচালিত সর্বত্র যে সকল পাঠশালা ছিল তাহা

দ্বারা সাধারণ কৃষক, মজুর ও শ্রমিক শ্রেণীর সন্তানেরা প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছিল। উচ্চশিক্ষার সংকোচ সাধন করিয়া জনশিক্ষার বহুল প্রচলন ব্যবস্থার কোনো আবশ্যকতা নাই। বক্তা ভাষণে প্রথমেই এই সকল উক্তির প্রতিবাদ করেন। জনসাধারণের মধ্যে যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রচলিত আছে, বলা হয়, তাহা অতি নিকৃষ্ট ধরণের এবং ইহা হইতেও তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর সন্তানেরাই কতকটা সুযোগ সুবিধা পায়, সাধারণ চাষী, মজুর ও শিল্পিকদের ছেলেরা ইহার কাছ ঘেষিয়াও অনেক ক্ষেত্রে যাইতে পারে না। জনসাধারণকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া সামান্য সংখ্যক লোকের উচ্চশিক্ষা লাভে সমগ্র দেশের ও জাতির কল্যাণ কোনমতেই সাধিত হইতে পারে না।

বক্তা ইহার পর প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার-সাধন এবং ইহার পরিচালনা ও ব্যয়ভার-বহন উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখান যে, ঐ সময়ে সাধারণ ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অংশতও প্রবর্তন করিতে হইলে অন্যূন ষাট লক্ষ টাকার প্রয়োজন। মাথা পিছু প্রতি ছাত্রের জন্য এক আনা করিয়া বেতন ধরিলে আদায় হইতে পারে দশ লক্ষ টাকা। ভূমির উপরে 'এডুকেশন সেস্' বা শিক্ষাকর ধার্য করিয়া মোট সাত লক্ষ টাকা পাওয়া সম্ভব। বক্রী টাকা নানা খাতে সরকার হইতে প্রাপ্তির কথা তিনি উল্লেখ করেন। এই এডুকেশন সেস্ বা শিক্ষাকর লইয়াই ভারতবর্ষীয় সভায় কোন বক্তা বিশেষ আপত্তি তুলিয়াছিলেন। বক্তা দে মহাশয় বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিয়া এ দেশের অনুসরণীয় পাঠ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। তিনি প্রসঙ্গত বলেন যে, ব্রিটেন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে তখনও অনগ্রসর রহিয়াছে। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আর্থিক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিবার পর বক্তা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক (compulsory) করিবার কথাও উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বহুকাল পোষিত 'filtration theory'র ব্যর্থতা এখন সর্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। *শ্রেণী বিশেষের অথবা উচ্চস্তরের লোকেরা ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে নিম্ন শ্রেণী* বা স্তরের লোকেরাও উহাদের দ্বারা শিক্ষার আলোকে আলোকিত হইবে— পঞ্চাশ বৎসর পরেও কি এই ধারণার ব্যর্থতা নূতন করিয়া প্রত্যেককে বুঝাইয়া দিতে হইবে? প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ছেলেদের কেবলমাত্র লিখন পঠন এবং সামান্য অঙ্ক শিখাইয়াই শেষ করা উচিত নয়। বিবিধ শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষা, শিল্পকার্যে এবং কৃষিকর্মে যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কারিগরী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও তাহাদের কার্যকর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আলোচনা প্রসঙ্গে সোসাইটির সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বসু একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। প্রথমেই তিনি বড়লাটের উপস্থিতিতে তাঁহাদের অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রশস্তিবাদ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষের মানসিক শক্তি ও বৃত্তি-*সমূহের উন্মেষ সাধনই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইতিহাস বা ভূগোলে বর্ণিত*

রাজারাজড়ার নাম, যুদ্ধবিগ্রহ, বংশতালিকা, বিভিন্ন দেশ স্থান পাহাড় পর্বত নদ নদীর নাম ইত্যাদি মাত্রই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার অন্তর্ভূত হওয়া উচিত নয়। প্রাথমিক শিক্ষার ধরন-ধারণ এমন করিয়া করিতে হইবে যাহাতে সাধারণ লোকের মনে জ্ঞাতব্য এবং কার্যকর বিষয়ে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে কৌতূহল এবং সত্যিকার স্পৃহা জাগে, তবেই ইহা সার্থক হইতে পারে। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই-একটি কথার উল্লেখ করেন। ছুরি-কাঁচি শেফিল্ড হইতে আমদানী হয়। ছুরি-কাঁচি প্রসঙ্গে ছেলেদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিবে ইহা কোথা হইতে আসে, ইহা কিসের দ্বারা তৈরী হয়, কিরূপে তৈরী হয় প্রভৃতি। এইরূপ এক একটি দ্রব্য বা বস্তুকে উপলক্ষ্য কারয়া প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভূগোল, ভূতত্ত্ব, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে কিশোর মনকে যথাযথ শিক্ষিত করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে বর্তমান বুনিয়াদী শিক্ষার বীজ দেখিতে পাই। গোপালচন্দ্র দত্ত বড়লাটকে ধন্যবাদ দানের প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। তিনি মূল ভাষণ সম্বন্ধে বলেন যে, ভারতবর্ষীয় সভা প্রাথমিক শিক্ষা -বিষয়ক বিতর্কমূলক প্রস্তাব সম্পর্কে সম্প্রতি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, বক্তার এই দিনকার বক্তৃতায় প্রধানতঃ তাহারই প্রতিবাদ আমরা পাই। প্রতি-বাদের জবাবে ঐ সভাপক্ষীয়দের কি বলিবার আছে সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। তিনি অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। তিনি বলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে অধিক জ্ঞান দান সাধারণ শ্রেণীর সন্তানদের সম্ভব হইবে তখনই, যখন মাতৃভাষায় বিভিন্ন পুস্তক রচিত হইয়া তৎসমুদয় পরিবেশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইবে।

সভাপতি ফিয়ার রাত্রি অধিক হওয়ায় সভার কার্য সত্বর শেষ করেন। সমাপ্তি-বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে মূল বক্তা যাহা যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ একমত। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার ব্যয়ভার ঐ শ্রেণীর লোকেরাই বহনে সমর্থ। তথাকথিত নিম্নশ্রেণী তথা জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে সরকারের বিশেষ ভাবে অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ কৃষক শ্রমিক ও শিল্পিক শ্রেণীসমূহের মধ্যে শিক্ষার অভাবে সমাজের যে কতখানি অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হইতেছে তাহার বিষয়েও তিনি সকলকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করেন।

সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশন হইল ১৪ই জানুয়ারী। ১৮৬৯ দিবসে। এই দিনের প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ সি. আর. ফ্রান্সিস। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল: "To England and Back Under the Canvas," অর্থাৎ বিলাতে যাওয়া ও বিলাত হইতে ফিরিয়া আসা সম্পর্কে।

বর্তমানে বিলাত মনে হয় আমাদের একেবারে ঘরের কোণে। পূর্বযুগে কিন্তু এমনটি ছিল না, তখন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া বিলাত যাইতে হইত এবং সময় লাগিত অন্যূন ছয় মাস। বাঙালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় প্রথমে এই পথ ঘুরিয়া বিলাত গমন করেন। গত শতাব্দীর চতুর্থ দশক অবধি ইউরোপে যাইবার আর -একটি পথ ব্যবহৃত হইতে থাকে— ইহা মিশরের পথ। জলপথে পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত গিয়া মিশরের ভূমিতে

অবতরণ করিতে হইত। সেখান হইতে কায়রোর পথে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌছিয়া পুনরায় জাহাজে আরোহণ করিয়া বিলাত বা ইউরোপে লোকেরা গমন করিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পথে দুইবার বিলাত গিয়াছিলেন।

এদিনকার বক্তা যখন বক্তৃতা দেন তখন সুয়েজ খালের পথ সবেমাত্র খুলিয়া গিয়াছে। ভাষণের আরম্ভেই বক্তা এই দুইটি পথের কথা উল্লেখ করেন। যাঁহারা স্বাস্থ্যলাভের আশায় স্বদেশে যাতায়াত করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাওয়াই প্রশস্ত। অবশ্য কাজের তাড়া থাকিলে নূতন পথে যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। সমুদ্র যাত্রায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা জন্মে। মাঝে মাঝে আমাদিগকে কত ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রায় ঝড়ের মতই একপ্রকার বায়ু বরাবর বহিতে থাকে। কখনও কখনও আর এক প্রকারের বায়ু বহিতে দেখা যায় ইহার নাম মৌসুমী বায়ু। 'মৌসুমী' কথাটি আসিয়াছে মালয় শব্দ 'Mousin' (মৌসিন্) হইতে। বক্তার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা— সমুদ্রবক্ষে ভাসমান বিচিত্র রকমের জীবজন্তু, মৎস্য, সর্প ইত্যাদি দেখা। তিনি উপসংহারে একটি আশ্চর্য বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন উপসাগরের (বিস্‌কে উপসাগর) পথে যাইবার সময় দেখা যায় বিপরীত দিক্ হইতে দুইটি স্রোত বহিতেছে। উহার একটির জল উষ্ণ অন্যটির জল শীতল।

সোসাইটির চতুর্থ অধিবেশনে (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৯) বক্তৃতা দেন ইহার অন্যতম প্রধান সদস্য গোপালচন্দ্র দত্ত। বক্তৃতার বিষয় ছিল: "Educated Natives, their Duties and Responsibilities" অর্থাৎ শিক্ষিত ভারতবাসী, তাঁহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

ভাষণের প্রথমেই বক্তা বলেন যে, শিক্ষিত ভারতবাসী বলিতে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কথাই তিনি বলিতেছেন। ইংরেজ শাসনের অধীন হইয়া তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষা-সাহিত্যের চর্চায় তেমন রত না হইয়াও এরূপ একটি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতেছেন যাহার ফলে তাঁহাদের চিত্তোৎকর্ষ সম্ভব হইয়াছে, আধুনিক উন্নততর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গেও তাঁহারা ক্রমশঃ পরিচিত হইতেছেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে ইংরেজী শিক্ষার সুফল পুরাপুরি তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। প্রথমতঃ, বাল্যবিবাহ, যৌথ-পরিবার প্রভৃতি প্রথাগুলি আমাদের মানসিক শক্তির বিকাশে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থকরী হওয়ায় আমরা ইহার দ্বারা আশানুরূপ লাভবান হইতে পারিতেছি না। আমরা যাহা কিছু শিখি কর্মজীবনে অগ্রসর হইতে হইতে তাহা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। আমাদের জীবনের উপরে শিক্ষার শুভকর প্রভাব কচিৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

নব্যশিক্ষিত সমাজের পক্ষে জাতীর অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতি গভীর দায়িত্ব রহিয়াছে। কৃষক ও শিল্পিক শ্রেণীর উন্নতিকল্পে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বৃত্তিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগও জানিয়া লইতে হইবে। শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদের এবম্বিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তবেই স্বদেশের যথার্থ উন্নতি হওয়া সম্ভব। ইংরেজ আমলে তাঁহারা যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও

স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন তাহার ফলে স্বদেশবাসীর উন্নতি-প্রয়াসে বিশেষ কোন বাধা পরিলক্ষিত হয় না। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বাধাগুলি তিরোহিত হইবে। যে সকল প্রথা আমাদের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হইয়া আছে তাহাও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। জাতীর তখনই যথার্থ উন্নতি হইবে যখন ইহার অন্তর্ভুক্ত মানব-সাধারণের ব্যক্তিগত চারিত্রিক উৎকর্ষ, বিশুদ্ধ কর্মৈষণা এবং সকল কর্মে সততা প্রভৃতি গুণের অনুশীলন হইবে।

বক্তার ভাষণের পর আলোচনায় যোগদান করেন ওয়ালটার বুর্ক (Bourk W.), মণিলাল সাণ্ডাল, কালীমোহন দাস এবং সভাপতি স্বয়ং। বুর্ক বক্তার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত যে, ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবিবাহ ও যৌথ-পরিবার প্রথা রহিত হইবার সুযোগ ঘটিতেছে। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের সম্বন্ধে বক্তা যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা তিনি সমর্থন করিতে পারেন না। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা পূর্বার্জিত বিদ্যা এবং আগেকার জীবন যাপন প্রণালী ভুলিয়া যান—ইহার কোন ছাপ তাহাদের কর্মে প্রকটিত হয় না ইহা কিরূপে সম্ভব? অর্জিত বিদ্যার প্রভাব মানুষের জীবনে কোনও রকমে থাকিয়াই যায় এবং ইহা তাহার পরবর্তী কার্যকলাপকে কথঞ্চিৎ মাত্রও নিয়ন্ত্রিত করে। মণিলাল সাণ্ডাল বাংলার সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যে সুমার্জিত হইয়া প্রকর্ষ লাভ করিতেছে তাহার বিষয় উল্লেখ করেন। সোসাইটির অন্যতম প্রধান সদস্য কালীমোহন দাস বলেন যে, সমাজের জাতি-বিভাগ এবং বাল্য-বিবাহের সঙ্গে কোনরকম আপোষ রফা করিলে চলিবে না। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এইরূপই একটি আপোষ রফার মনোভাব সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

সভাপতি ফিয়ার একটি সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়া অধিবেশন সমাপ্ত করিলেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সমাজের উন্নতির অর্থ ইহা নয় যে, ইউরোপীয় রীতি-নীতি হুবহু ইহার মধ্যে প্রবর্তন করিতে হইবে। ভারতীয় সভ্যতা বা সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উন্নতিসাধনই সমাজের প্রকৃত উন্নতি বলিয়া বিবেচনা করা কর্তব্য। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, বর্তমানে বাঙালী নারীগণ শিক্ষালাভ করিতেছেন কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ইউরোপীয় নারীদের হুবহু অনুকরণ করিবেন কেন? ইহা তিনি মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ইংরেজী শিক্ষা প্রসার লাভ করিলে দেশীয় সমাজের অন্তর্ঘাতী কুপ্রথাগুলি স্বতঃই লুপ্ত হইয়া যাইবে। তাঁহার মতে ইউরোপীয় যাহা-কিছু ভালো তাহা গ্রহণপূর্বক জাতীয় রীতি-নীতি আচার-আচরণ ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়া ইহাকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করিয়া তুলিতে পারিলেই তবে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হইবে। শিক্ষিত বাঙালী সন্তানদের কর্মশক্তি এবং স্বাবলম্বনের অভাব পদে পদে দেখা যায়। ইহার মূলে রহিয়াছে শিক্ষাপদ্ধতির ভুলত্রুটি।

বেথুন সোসাইটির পঞ্চম মাসিক বা সাধারণ অধিবেশন হইল ১৮৬৯ সনের ২৫শে মার্চ।

এদিনকার প্রধান বক্তা পাদ্রী চার্লস্ এম. গ্রাণ্ট। তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল: "Grecian Mythology" বা গ্রীসদেশের পুরাণশাস্ত্র— তথা পৌরাণিক দেবদেবী সম্পর্কে। তিনি প্রথমে প্রাকৃতিক বিষয়সমূহ যেমন অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতির ক্রিয়া ও প্রকোপ হইতে বিভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রীকদের মনে যে সব ধারণা জন্মে তাহার উল্লেখ করেন। এই সকলই পরে এক-একটি দেবতারূপে কল্পিত হয়। এই ধরণের কল্পনা বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সাহিত্যে বিধৃত রহিয়াছে। গ্রীক 'Zeus', লাটিন 'Deus', সংস্কৃত 'Devas' ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বক্তা উল্লেখ করেন। গ্রীকগণ ক্রমে মানুষের বিভিন্ন বিদ্যা এবং গুণাবলীর ধারক-বাহকরূপেও এক-একটি দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার উচ্চতর ধারণা হইতেই এইরূপ বলিষ্ঠ এবং মাধুর্যময় স্থাপত্যের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। কল্পিত বা সৃষ্ট দেবতাগণকে গ্রীকেরা ক্রমে মানুষের মতই কারিয়া লন এবং মানুষের দোষগুণ, সুখদুঃখ, শোকতাপ প্রভৃতিও তাহাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। এই সময়েও কিন্তু গ্রীকজাতির মনে এক এবং অবিনশ্বর ঐশী শক্তির ভাবনার উন্মেষ হয় নাই, বিভিন্ন দেবতাকে বিভিন্ন শক্তির প্রতীক বলিয়াই গ্রীকেরা ক্ষান্ত ছিল। গ্রীক-চিন্তা যেখানে উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে তাহার পরেই এক ঐশী শক্তির ভাবনা সমাজচিত্তে দেখা দিয়াছে। এ বিষয়ে এই কথা বলা যায় যে, পরবর্তী এক ঈশ্বরের ধারণার নিকট পূর্ববর্তী গ্রীক ধারণা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের।

সভাপতি ফিয়ার বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় কোন কোন বিষয়ে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার মতে গ্রীসের একেবারে প্রথম যুগের পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে আরও আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে। বিভিন্ন দেশের পুরাণ শাস্ত্র তথা পৌরাণিক কাহিনী ও দেবদেবীর সৃষ্টি বা উদ্ভবের মধ্যে বেশ একটা মিল রহিয়াছে। ভবিষ্যতে সোসাইটির কোন অধিবেশনে হিন্দু মাইথলজি বা পৌরাণিকী সম্বন্ধে তথ্যমূলক আলোচনায় যদি কেহ অগ্রসর হন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধেও অনেক নূতন কথা জানা যাইবে।

ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ছিলেন সোসাইটির ষষ্ঠ বা শেষ মাসিক অধিবেশনে (২৯শে এপ্রিল, ১৮৬৯) প্রধান বক্তা। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল: "The Effects of English Education upon Bengali Society" বা বাঙালী সমাজের উপরে ইংরেজী শিক্ষার ফল। সে যুগের শিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারা তখন বিভিন্ন বিষয়ে কোন্ খাতে প্রধাবিত হইতেছিল এই বক্তৃতা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বক্তা প্রথমেই বলেন যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে যুগ যুগ সঞ্চিত কু-ধারণা কু-সংস্কার এবং কু-অভ্যাসগুলি আমরা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেছি। অতঃপর তিনি ইংরেজী শিক্ষার ফলে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিমানসে ও সমষ্টিগত চিন্তায় কিরূপ সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। সমাজের ভিতর হইতে বাল্যবিবাহ নিরাকৃত হইতেছে, যৌথ-পরিবার প্রথা ভাঙিয়া গিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর বিকাশ সম্ভব হইতেছে, অসবর্ণ বিবাহও

কিছু কিছু সংঘটিত হইয়া উচ্চ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মিলনও ঘটিতেছে। আহারে নিষিদ্ধ বস্তু বলিয়া কিছু এখন আর নাই বলিলেই হয়। পংক্তিভোজনে আপত্তি একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে।

তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সমাজের যতখানি সংস্কার হওয়া উচিত তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই। আংশিকভাবে নিজেদের অভ্যাস সংস্কৃত ও পরিমার্জিত হইবার সুযোগ হইয়াছে বটে, কিন্তু সংস্কারসাধন পুরাপুরি না হইলে তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই হয় বেশি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথমে তিনি সুরাপানের কথা উল্লেখ করেন। ইউরোপীয় সমাজে সুরাপান একটি প্রাত্যহিক এবং সামাজিক রীতি। ইউরোপীয়েরা যাহাতে সুরাপান করিতে গিয়া সংযম না হারায় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। কেহ সংযম হারাইলে তাহার প্রতি সামাজিক শাস্তিবিধানেরও যথোচিত বিধিব্যবস্থা আছে। এদেশবাসীরা সুরাপান প্রথার অনুকরণ করিতে গিয়া অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের বশবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। এখন সমাজের পক্ষে ইহা একটি অভিশাপ বলিয়া গণ্য হয়। সুরাপান নিবারক সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার দ্বারাও ইহার গতি রোধ করা সম্ভব হইতেছে না। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সচেতন হইয়াছিলেন। শিক্ষাদ্বারা নারীচিত্ত উৎকর্ষিত হইবে, কিন্তু সমাজে তাহাদের স্থান উন্নত না হইলে নানা কুফল ঘটিবারই সম্ভাবনা। আবার নারীরা শিক্ষালাভের ফলে যদি পুরুষের সমান বলিয়া কি সামাজিক কি অন্যবিধ ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে অনেক অনর্থের হাত হইতে আমরা রেহাই পাইতে পারি। সুরাপায়ীদের অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার নিরাকরণে শিক্ষিতা নারীর ক্ষমতা বিস্তর।

বক্তা ভাষণের উপসংহারে বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক অনিয়ম ও অপ্রীতিকর কোন কোন বিধিব্যবস্থার দরুণ উচ্চশিক্ষিত বাঙালীদের মনে ইউরোপীয়গণের প্রতি একটি বিতৃষ্ণার ভাব উদ্রিক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবাসিগণের সর্ববিধ উন্নতির নিমিত্তই এখানে ইউরোপীয়দের অবস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন। এ সময়কার বাঙালীচিত্তে Nationality তথা বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইতেছিল। এই বিষয়ে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর এবং হিন্দুমেলার উদ্ভাবক ও স্থাপয়িতা নবগোপাল মিত্রের কার্যকলাপ আমাদের অবশ্যই স্মরণীয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় "শিক্ষা-দর্পণে" এই ধরণের জাতীয়তার বিষয়েও অহরহ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বক্তা মনোমোহন ঘোষ এবম্প্রকার জাতীয়তা বা 'Nationality'র বিরুদ্ধে জাতিকে সতর্ক করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, ইউরোপীয়েরা তখনই যদি এদেশ হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলেরই হেতু হইবে সর্বপ্রকারে। তাঁহার ভাষণের এই অংশে প্রথম আমরা 'Quit' কথাটির প্রয়োগ পাইতেছি। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর "Quit India" বা "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের মধ্যে ইহার পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি।

ভাষণের একস্থলে মনোমোহন ঘোষ বলেন যে,বাঙালী জাতিকে ইউরোপীয় আচার-আচরণ তথা অভ্যাসগুলি অন্ধভাবে গ্রহণ করিবার তিনি পক্ষপাতী নন। ভারতীয় শাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে অবশ্যই, কিন্তু তাহাও যেন নূতনকে গ্রহণের পথে বিঘ্ন না জন্মায়। জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বিবিধ চিন্তায় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ইহার অগ্রগতি আমরা কোনমতেই অস্বীকার করিতে পারি না। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য জ্ঞানভাণ্ডারে পূর্ণ। ইহার উন্নত রূপ সম্বন্ধেও কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। সমসময়ে ইহা জগতের মধ্যে যে-কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইতে উন্নততর অবস্থায় পৌছিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বিদ্যা ও আবিষ্কার সমূহের মানদণ্ডে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে উহাও অনেকটা পিছনে পড়িয়া আছে। কাজেই আমাদিগকে একটি সুস্থ, সবল ভারতীয় মহাজাতিতে পরিণত হইতে হইলে প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের এবং পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের উচ্চতর ভাবনা ও কর্মপ্রণালীর সমন্বয়সাধন করিতে হইবে।

পাদ্রী চার্লস এম. গ্রাণ্ট বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া প্রথমেই তাঁহার ভাষণের ভাষা-পারিপাট্যের প্রশংসা করেন। তাঁহার মতে পাশ্চাত্য সভ্যতার হুবহু অনুকরণ বাঙালী জাতির পক্ষে কখনই কল্যাণকর হইবে না। ইহার মন্দ দিকটা বিষবৎ পরিত্যজ্য। জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে উন্নাতর উপায়গুলি গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি মন্দ দিকের দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বলেন যে, মাকিন মুলুকে নারীর সর্বক্ষেত্র পুরুষের সমান হইবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা শুভফল প্রদান করিবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বক্তার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে নিজের ঐকমত্য প্রকাশ করেন। বাঙালী জাতির সত্যকার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের সামাজিক ও পারিবারিক আচরণের সংস্কার সাধন আবশ্যক। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের আদর্শ তাহাদের গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির সম্মিলিত প্রযত্নে উভয়েরই উপকার সাধিত হইবে। তিনি Nationality বা বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত জাতীয়তায় বিশ্বাসী নন। হিন্দু জাতির কথা উল্লেখ করিয়া, দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন যে, যুগে যুগে হিন্দু সমাজে এত পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, পূর্বাপর অবস্থা বিবেচনা করিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। বর্তমান যুগে তাহাদের প্রকৃত উন্নতির মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞানসাধনা। সভা সমিতি করিয়া বা শুধু সামাজিক মেলামেশার মাধ্যমে ইহা সম্ভব নয়। এই সাধনা প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানীশ্রেষ্ঠগণের মত নিভৃত কক্ষে করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট হইতে সমান ব্যবহার আশা করিবার পূর্বে তাহাদিগকে সাধ্যমত বিজ্ঞান অনুশীলনে তৎপর হইতে হইবে।

কালীমোহন দাস বলেন যে, ইংরেজী শিক্ষার দরুণ সামাজিক বিবর্তনের অথবা ইংরেজী শিক্ষায় সমাজের উপরে প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধেই বক্তা এবং অন্যান্যেরা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা নৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহার

দিকে আমাদিগের যেন মোটেই দৃষ্টি পড়ে না। ইংরেজী শিক্ষার ফলে বিবিধ কুসংস্কার বর্জিত হইতেছে। শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি বহু দেবতার পূজার পরিবর্তে এক ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে সমাজে নানারূপ সংস্কার সাধনও সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু বলেন, ইউরোপীয় আচার-আচরণ সমাজমধ্যে প্রবর্তিত যে হইবে তাহা কাহারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপরে নির্ভর করিবে না। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে ইহা কতকটা স্বাভাবিক ভাবেই আসিবে। তিনি বলেন, এই পরিণতির জন্য কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না। ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইউরোপের যাহা ভালো তাহা আমরা সবপ্রকারে গ্রহণ করিতে শিখিব, মন্দ দিক বর্জিতই হইবে।

সভাপতি ফিয়ার উপসংহারে মূল বক্তাকে এরূপ একটি হৃদয়গ্রাহী অথচ সময়োপযোগী বক্তৃতার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি ভাষণের মূল উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন যে, ইউরোপীয়দের হুবহু অনুকরণ না করিয়া যাহাতে তাহাদের গুণাবলীর আদর্শে বাঙালী সমাজ সংস্কৃত মার্জিত ও সংশোধিত হইয়া উন্নততর হইতে পারে ইহাই বক্তা বলিতে চাহিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারেই এই পরিবর্তন সম্ভব হইবে, ইহাও তাঁহার অভিমত। 'ন্যাশনালিটি' কথাটির উল্লেখ করিয়া ফিয়ার বলেন যে, বাঙালীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং ইউরোপীয়দের সংস্রবে আসিবার ফলে বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা করা অমূলক। তিনি বিশেষ করিয়া পাদ্রী গ্রাণ্টের কোন কোন উক্তির প্রতিবাদ করেন। ইউরোপীয় সমাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার এবং স্বাধীনতা স্বীকৃত। কোথাও কোথাও কিছু অনাচার বা স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনা লক্ষিত হইলেও মূলে নারী-পুরুষের এতাদৃশ ব্যবহারসাম্যহেতুই পাশ্চাত্য দেশসমূহের এত দ্রুত উন্নতি সাধিত হইতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার মন্দ দিকটির উপরে জোর না দিয়া তাহার দ্বারা এদেশের অধিবাসীদের কিরূপে হিতসাধন হইতে পারে সেই কথাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া আবশ্যক। কারণ আমরা সকলেই বর্তমান বাঙালী তথা ভারতীয় সমাজের সত্যকার উন্নতি চাই।

বেথুন সোসাইটির প্রথম আঠারো বৎসরের কার্যকলাপ এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহার পরে সোসাইটি যে অন্যূন কুড়ি (২০) বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল তাহার প্রমাণ আমরা কয়েকটি সূত্র হইতে পাইতেছি। এরূপ একটি সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই হয়তো প্রথম যুগের বার্ষিক, মাসিক এবং বিশেষ অধিবেশনগুলির বিবরণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই সকল বিবরণের উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া সোসাইটির প্রথম আট-নয় বৎসরের ইতিহাস

সংকলন করিতে সক্ষম হইয়াছি। সোসাইটির দুইখানি ট্র্যানজ্যাক্‌শনস্ পুস্তক[১] আমার হস্তগত হয়, ইহা হইতে ১৮৫৯-৬৯ এই দশ বৎসরে সোসাইটি যে সকল কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল তাহার পরিচয় প্রদান আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। শেষ কুড়ি বৎসরে বেথুন সোসাইটির কর্তৃপক্ষ কোন ট্র্যানজ্যাক্‌শনস্ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা জানিতে পারি নাই। প্রথম যুগে যেমন সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশনের বিষয় প্রকাশিত হইত পরবর্তীকালে, অন্ততঃ যে সমুদয় পত্র-পত্রিকা আমার দেখিবার ও পাঠ করিবার সুযোগ হইয়াছে তাহাতে এ সকল প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। কাজেই সোসাইটির এ সময়কার ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করা সম্ভব হইল না। সে যুগের প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক (১৮৫৪-৬৩) রামচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠাবধি সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ইহার দ্বিতীয় সম্পাদক (১৮৫৪-৬০)। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি সোসাইটির প্রথম যুগের কার্যকলাপ সোৎসাহে সম্পন্ন করেন। ১৮৭৪ সনের প্রারম্ভে রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়। বেথুন সোসাইটি যে অধিবেশনে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে, তাহার বিবরণ অমৃতবাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল দেখিয়াছি।

সোসাইটির আর একটি অধিবেশনের বিবরণও কথঞ্চিৎ আমাদের পাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দ্বাবিংশতি বর্ষে বেথুন সোসাইটিতে ২৯ এপ্রিল, ১৮৮১ সনে (৮ই বৈশাখ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) "সংগীত ও ভাব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সংগীত সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কণ্ঠসংগীত দ্বারাও তিনি সভাজনদের আনন্দ দান করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটির আলোচনা-অংশ ভারতীতে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮) প্রকাশিত হয়।[২] এই দিনকার সভায় সভাপতিত্ব করেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেথুন সোসাইটির তৃতীয় বারের উল্লেখ আর-একটি সূত্র হইতে আমরা পাইয়াছি।

---

১. এই পুস্তক দুইখানির নাম আখ্যাপত্রে নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে :

1. The Proceedings of The Bethune Soceity for the Sessions of 1859-60, 1860-61. (1862)

2. The Proceedings And Transactions Of The Bethune Society From November 10th 1859 To April 20th 1869. (1870)

২. এ সম্বন্ধে 'ভারতী'-সম্পাদক লেখেন : "এই বক্তৃতাতে বক্তার মত উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় বহু সংখ্যক গান গাহিয়া কি কি স্বর-বিন্যাস দ্বারা কি কি ভাব প্রকাশিত হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জক গানের ভাবকে ও তৎসঙ্গে সুরকে বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা নিজ মত সমর্থন করিয়াছিলেন। সে সকল উদাহরণে কণ্ঠের সাহায্য আবশ্যক, এ নিমিত্ত সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইল, কেবলমাত্র ভূমিকা ও উপসংহার প্রকাশিত হইতেছে।—সং"

মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল ৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৯ তারিখে বেথুন সোসাইটির একটি অধিবেশনে—"The Present Social Reaction : What Does It Mean ?" -শীর্ষক একটি মৌখিক বক্তৃতা দেন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সিবিলিয়ান হেনরী জে. এস্. কটন্ (ভারত-হিতৈষী এবং ১৯০৪ সনে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি)। এই বক্তৃতাটি পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্র আত্মজীবনীতে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরির পূর্বজ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাধ্যক্ষপদ লাভে এই বক্তৃতাটি বিশেষ সহায় হয়। ইহার পর বেথুন সোসাইটির কোন উল্লেখই আর কোথাও পাই নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীজীবনের উন্নতি-চিন্তা ও উন্নয়ন কার্যে বেথুন সোসাইটি যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এমনটি একক অন্য কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঙালী চিত্তে প্রাচীন ও নবীন ভাবনার সংযোগ এবং সংমিশ্রণে যে নব জাগরণের উদ্ভব হয় তাহার মূলে বেথুন সোসাইটির দান রহিয়াছে অনেকখানি।

ভ্রম সংশোধন

পৃ. ২৬৮ পঙক্তি ২৪ জন্ ব্যাণ্ড ফিয়ার স্থলে জন্ বার্ড ফিয়ার পড়িতে হইবে।

বাঙ্গলার গ্রামের নামে অনার্য ও দেশী উপাদান

শ্রীকৃষ্ণপদ গোস্বামী

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির আযশাখা ভারতে সর্বপ্রথমে কখন আসিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন আমাদের নাই। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে আয জাতি ইরাণ হইতে ভারতে আসিয়া পশ্চিম পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেন। আর্য জাতি যখন তাহাদের বৈদিক ভাষা ও মহান সংস্কৃতি লইয়া এই দেশে আসিলেন, তখন দ্রাবিড় ও অষ্ট্রো-এসিয়াটিক (Austro-Asiatic) গোষ্ঠীর কোল, মুণ্ডা, সাঁওতালী প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষগণ ভারতে বাস করিত। আর্যেরা ছিলেন সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী, অপর দিকে অনার্য জাতিরা ছিল বিচ্ছিন্ন। তাহাদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। সুতরাং আর্যদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির নিকট তাহারা পরাজয় বরণ করিল। ফলে বিজিত অনার্যগণ সুসভ্য আর্যদের ভাষা, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি আস্তে আস্তে গ্রহণ করিতে লাগিল। অপরপক্ষে বিজেতা আর্যেরা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্যদের ভাষাগুলি হইতে বহু শব্দ ও তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি কিছু কিছু গ্রহণ করিলেন। এইরূপে আর্য অনার্যের সংমিশ্রণের ফলে নূতন সমাজব্যবস্থার পত্তন হইল। অনার্যেরা ছিল মুখ্যতঃ প্রকৃতির উপাসক। আর্য অনার্যের মিলনের পরে আর্যেতর জাতিগুলির দেবতারা আর্যপূজায়তনে স্বীকৃতিলাভ করিলেন।

অনার্যগণ কর্তৃক আর্যদের ভাষা গ্রহণ করিবার ফলে বৈদিকযুগ হইতেই ভাষার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসিতে থাকে। এই পরিবর্তন শুধু ধ্বনিগত নয়, সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডারেও এই আদিম ভাষাগুলি হইতে বহু শব্দ গৃহীত হয়। এমন-কি বেদের মধ্যেও দুই চারিটি শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি মূলতঃ প্রাগার্য ভাষার শব্দ [যেমন—ঘোটক, শিথিল প্রভৃতি]। এইরূপ সংস্কৃতের মধ্যেও বহু শব্দ বা ধাতু পাওয়া যায়— যেগুলির মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদের অনার্য ভাষাগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় [যেমন—লড্ডুক, হড্ডিক প্রভৃতি শব্দ, খিট্ট, খট্ট প্রভৃতি ধাতু]। উচ্চারণরীতি ও বাক্যের আভ্যন্তরীণ রূপের মধ্যেও একটা লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আসিতে থাকে। যেমন, ট-বর্গের ধ্বনিগুলি মূলতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ছিল না। এই বর্ণগুলি সম্ভবতঃ দ্রাবিড় কিংবা অষ্ট্রিক ভাষা হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে। তালব্য বর্ণগুলির উচ্চারণরীতি প্রাকৃতযুগ হইতেই পরিবর্তিত হইতে থাকে। বর্তমানে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে চ-বর্গের ধ্বনিগুলি ঘৃষ্টবর্ণে (Affricate) রূপান্তরিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলিতে মারাঠী গুজরাটী ও সিন্ধী ভাষায় কণ্ঠনালীয় (Glottal stop) স্পর্শ ধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণগুলির এই প্রকার উচ্চারণ ভারতের অন্যান্য আর্যভাষাগুলিতে দৃষ্ট হয় না।

এই উচ্চারণরীতিও সম্ভবতঃ অনার্য ভাষাগুলির প্রভাবের ফল। উত্তর ভারত অপেক্ষা পূর্ব ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে অনার্য উপাদান বেশী করিয়া পাওয়া যায়। ইহার কারণ

পূর্ব ভারতে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা যে শব্দগুলিকে "দেশী" পর্যায়ে ফেলিয়াছেন সেইগুলিও নিঃসন্দেহে অনার্য ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে "প্রতিধ্বনি" বা "অনুকার" শব্দ (Echo words) পাওয়া যায়। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতেও অনুরূপ শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট মিলে [যেমন, জলটল, দুধটুধ, ঘোড়াটোড়া প্রভৃতি]। আধুনিক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মাতঙ্গ, অলাবু, কদলী, তাম্বুল, মরিচ, লাঙ্গল প্রভৃতি শব্দগুলি অস্ট্রো-এসিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে। সেই প্রকার অনল, অগুরু, কানন, কটু, কুটিল, কুণ্ড, কুন্তল, চন্দন, তুলা, পণ্ডিত, ময়ূর, মুকুট, মালা, শব প্রভৃতি শব্দগুলি দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

অনুরূপ ভাবে বাংলার গ্রামের নামগুলি বিশ্লেষণ করিলে এমন অনেক শব্দ বা প্রত্যয় পাওয়া যায় যেগুলি মূলতঃ অনার্য ভাষাগুলি হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্ত কতকগুলি গ্রামের নাম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এইগুলিও আর্য ভাষা হইতে গৃহীত হয় নাই [যথা—অঝডা চৌবল, পিণ্ডারবীটি জোটিকা, আউহাগড্ডী, মোডালন্দী প্রভৃতি]।

এতদ্ব্যতীত অনুশাসনে প্রাপ্ত গ্রামের নামের শেষে জোল, জোলী, জোট, জোটিকা, হিট্টি, ভিট্টি, গড্ড, গড্ডী, পোল, বোল, কুণ্ড, কুণ্ডি, চবটি, চবাড়, বড়া প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন যে এই শব্দগুলি দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। [পৃষ্ঠা—৬৫-৬৭]।

নিম্নলিখিত গ্রামের নামগুলি আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, এই নামগুলি বা নামগুলির অন্তর্গত প্রত্যয়গুলি দ্রাবিড়, অস্ট্রিক বা ভোট-বর্মণ জাতির ভাষাগুলি হইতে আসিয়াছে।

(১) আম্রেড়িত বা দ্বিত্ব (Reduplicated names) :—

এই ধরণের গ্রামের নাম অস্ট্রিক ভাষারই প্রভাবের ফল বলিয়া অনুমিত হয়। যথা—দমদম (চব্বিশ পরগণা) [চপ]; বজবজ (চপ); কোল কোল (বর্ধমান) [বর্ধ]; বুদবুদ (বর্ধ); টংটঙ্গি (ময়মনসিংহ) [ময়]; জলজলি (মেদিনীপুর) [মেদি]; গড়গড়ি (রাজসাহী) [রাজ]; করকরি (বীরভূম, বাঁকুড়া) [বীর, বাঁ]; জামজামি (খুলনা) [খু]; ঝলঝলিয়া (মালদহ) [মাল]; ঠনঠনিয়া (বগুড়া, কলিকাতা) [ব, কলি]; ঝুরঝুরিয়া (পাবনা) [পা]; ঝুমঝুমি (হাওড়া) [হা]; ভেড়ভেড়ি (রংপুর) [রং]; ভুরভুরিয়া (ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম) [ত্রি, চট্ট]; চকচকা (ঢাকা) [ঢা]; হলহলিয়া (ব); ঝুনঝুনি (বর্ধ); চিকচিকা (মেদি); ভুরভুরিয়া (ত্রি, পা, চট্ট); বিনবিনা (রং); হলহলিয়া (পা, খু); ভুতভুতি (মেদি, বর্ধ); সীমাসীমা (বর্ধ); হদহদি (বর্ধ); হুমহুমি (মেদি); কুবকুবা (বর্ধ); দগদগা (ময়); প্রভৃতি।

(২) ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ (Onomatopoetic and echo words) :—

আইহাই (রাজ); লট্‌পটিয়া (নোয়াখালী) [নোয়া]; দলবলিয়া (বর্ধ); ঝিলিমিলি (বাঁ, মেদি, বর্ধ); কড়মড়িয়া (ময়); আকুরটাকুর (ময়); ইন্দাবিন্দা (বাঁ); কেলেমেলে (বাঁ, মেদি); ঘোড়দৌড় (ব); দুধেবুধে (বর্ধ); ধামধুম (রং); যশাবিশা (মেদি); শৈলমাইল (বীর); হিলিমিলি (চট্ট); দুহাসুহা (দিনাজপুর) [দিনা]; চকবগা (বাঁ); বিরিসিরি (ঢা), লালিপালি (মুর্শিদাবাদ) [মুর্শি]; হাসিবাসি (ঢা); হুআকুআ (ব); প্রভৃতি।

(৩) কুণ্ড, কুণ্ডা, কুণ্ডি, কুণ্ড :—

এই শব্দগুলি দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত (তুলনীয়—তেলুগু কোণ্ড (পাহাড়, পাথর, অর্থে); তামিল, মালয়ালাম্ কুণ্ট, (গর্ত, জলাশয় অর্থে)

যথা—বিলাইকুণ্ড (মেদি); নোনাকুণ্ড (হা); তৈলকুণ্ড (পা); লাড়ুয়াকুণ্ড (ঢা); মুড়িয়াকুণ্ড (ঢা); শোলাকুণ্ড (ফরিদপুর); [ফরি]; মারকুণ্ডা (মেদি), ভুরকুণ্ডা (মুর্শি, চপ, বর্ধ, বাঁ); ধনকুণ্ডা (ঢা), কোচকুণ্ডা (বাঁ): সোনাইকুণ্ডি (যশোহর) [যশো] খলিসাকুণ্ডি (নদীয়া) [ন]; চাউলকুণ্ডি (মেদি); নাইকুণ্ডি (মেদি); কামারকুণ্ড (হুগলী) [হু]; যুগীকুণ্ড [হু], টুকুনিয়াকুণ্ড (চপ, মেদি); সীতাকুণ্ড (চট্ট, মেদি, চপ) প্রভৃতি।

(৪) কুড়, কুড়া (তুলনীয় তামিল, মালয়ালাম কুণ্ট,; কানাড়া, কোড)

যথা—মহিষকুড় (খু, যশো); রাজকুড় (ঢা); ভুসকুড় (রাজ); সোণাকুড় (ফরি, বাঁ, খু, বর্ধ); সোলাকুড়া (খু); ধানকুড়া (ময়, বর্ধ); নলকুড়া (যশো, চপ); মউয়াকুড়া (<মধুক) (ময়)।

কুড়ি, কুড়িয়া (সাঁওতালী "কুড়ি" শব্দেরও প্রভাব থাকিতে পারে)। পিচকুড়ি (বর্ধ); জিলাকুড়ি (মেদি); কইলাকুড়ি (<কপিলা) (বীর); আলতাকুড়ি (<অলক্ত) (ময়); গেওকুড়ি (রং); ঝিনাইকুড়ি (দিনা, মাল); বোদাকুড়ি (বীর); কুজকুড়িয়া (বাঁ); শিলাকুড়িয়া (ময়); বিহারকুড়িয়া (মেদি) প্রভৃতি।

(৫) কোট, কোটা (বাড়ী, দুর্গ অর্থে)—দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় (তুলনীয় তামিল, কানাড়া—কুট্টু)

যথা—ভাণ্ডার কোট (খু); মঙ্গলকোট (যশো, বর্ধ); পাকাকোট (মাল); ফুলকোট (রাজ); ফৈরকোট (নোআ); পাটাকোটা (চট্ট) হিজলকোটা (পা); কুইকোটা (মেদি) আশ্বিনকোটা (মেদি) প্রভৃতি।

(৬) জোল, জোলি, জুলী :—গ্রামের নামের শেষে জোল, জোলী শব্দগুলি (নদী, জল, খাল, অর্থে) দ্রাবিড় ভাষার জোট, জোটিকা শব্দগুলি হইতে আসিয়াছে। ধর্মপালের খালিমপুর অনুশাসনে জোট, জোটিকা শব্দগুলি পাওয়া যায়।

যথা—বাঁকাজোল (বাঁ); কাঁকড়াজোল (হু) সোনাজোল (হু, মাল); শিংজোল

পুঁটিজোল (মুর্শি) ; নাড়াজোল (মেদি) ; বাগাজোল (বাঁ) ; খাড়জোলী (বর্ধ) ; কইজুলি (বীর) ; তলজুলি (মেদি) ; আমজোল (মুর্শি) প্রভৃতি ;

(৭) জোড়, জোড়া, জুড়ি, জুড়িয়া প্রভৃতি শব্দগুলিও দ্রাবিড় জোট, জোটিকা হইতে আসিয়াছে।

যথা—পাপিয়াজোড় (ময়) ; কেওড়জোড় (ময়) ; হাইলজোড় (ঢা) ; হইজোড় (পা) ; ফুলজোড় (ব) ; বাকলজোড়া (ময়) ; বাটাজোড়া (বরি) ; শুকজোড়া (বাঁ) ; করণজোড়া (বাঁ), ভাইজোড়া (বরি) ; দাপানজুড়ি (বাঁ) ; ডোমজুড়ি (বরি), বাটাজুড়ি (চট্ট) ; পালাইজুড়ি (ঢা) ; বাইনজুড়ি (চট্ট) ; পালাজুড়িয়া (বাঁ) ; নেকড়াজুড়িয়া (বর্ধ) প্রভৃতি।

(৮) ঝরা, ঝরি, ঝরিয়া, ঝুরি, ঝোর, ঝোরু প্রভৃতি শব্দগুলি কানাড়ীয় ছোরু (soru) (জল, জলপ্রবাহ অর্থে) শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

যথা—নলঝরা (মেদি) ; পালঝরি (মেদি) ; পাটাঝরিয়া (মেদি), কেতকিঝরিয়া (মেদি) ; তালঝরিয়া (বাঁ), কইঝুরি (মেদি), ফুলঝুরি (মেদি) ; বুড়িঝোরে (বাঁ) ; বাটিঝোর (বীর) ; আসনঝুরি (বাঁ) ; কর্ণঝোরা (ময়), বিরিঝোরা (ঢা) ; পাথর ঝোরা (জলপাইগুড়ি) [জল] ; বলহিঝোরা (দার্জিলিং) [দার্জি], সিঙ্গিঝোরা (দার্জি) ; সাঁকোঝোরা (জল) (<সংক্রম) প্রভৃতি।

(৯) ভিটা, ভিটি (বাড়ী, বাড়ীর জমি) :—দ্রাবিড় হিট্টি শব্দ ভিটা, ভিটিরূপে গ্রামের নামে পাওয়া যায়। হিট্টি, ভিট্টি শব্দ প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্ত গ্রামের নামগুলিতেও দেখা যায় (তুলনীয়—তামিল বিডু, বিট্টু—বাড়ী অর্থ)।

যথা—হিরিভিটা (ময়) ; রাঙ্গাভিটা (মাল) ; বনভিটা (ব) ; যুগীভিটা (দার্জি) ; বেতভিটা (যশো) ; করিয়াভিটা (খু) ; চৈতারভিটা (ময়) প্রভৃতি।

(১০) গুড়া, গুড়ি :—গ্রামের নামে প্রাপ্ত গুড়া, গুড়ি শব্দগুলি দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে। (তুলনীয়—তেলুগু—গড্ড, কানাড়ীয় গড্ডে, নদীর তীর, পার অর্থে)। এই নামগুলি সাধারণতঃ উত্তরবঙ্গেই দৃষ্ট হয়।

যথা—ভালাগুড়ি (রং) ; বৈরাতিগুড়ি (জল) ; বিল্লাগুড়ি (জল) ; বল্লালগুড়ি (রং) ডোহাগুড়ি (দার্জি) ; বাউগুড়ি (দার্জি) ; তেঁতুলগুড়ি (দার্জি) ; শিলিগুড়ি (দার্জি) ; কেন্দুয়াগুড়ি (বর্ধ) ; নেমরাগুড়ি (হু) পায়রাগুড়ি (বাঁ) প্রভৃতি।

(১১) পোল, ভোল :—এই শব্দ দুইটিও দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্গত। (তুলনীয়—তেলুগু পোলমু, কানাড়ীয় পোলন—মাঠ অর্থে)।

যথা—পিপলা পোল (খু) ; বেনাপোল (যশো) ; আলতাপোল (যশো) ; যোগীপোল (চপ) ; গিলাপোল (নদী) [ন] ; গুড়েপোল (হা) ; বাগাতাপোল (বরি) ; কাশিয়া ভোল (মেদি) ; কপতি ভোল (মেদি) প্রভৃতি।

(১২) শোল, শোলা, শুলি (নদী, খাল, জল অর্থে) :—গ্রামের নামের শেষে শোল, শুলি

প্রভৃতি শব্দগুলি জোল, জোলীর মতই দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে। এই শব্দগুলি সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতেই পাওয়া যায়।

যথা— আসানশোল (বর্ধ); শিয়ারশোল (বর্ধ, বীর), টাঙ্গাশোল (মেদি); ভেড়ুয়াশোল (মেদি); খুদিয়াশোল (মেদি); আশনাশোল (বাঁ); মহুলাশোল (বীর); ফেগুয়াশোল (বাঁ); জুনশোলা (মেদি); হাতিয়াগুলি (মেদি); টাংগুলি (বীর); নোলগুলি (বীর); পিণ্ডরাগুলি (মেদি) প্রভৃতি।

(১৩) ড়া, ড়ী:—গ্রামের নামের শেষে ড়া, ড়ী প্রত্যয়গুলির অধিকাংশই দ্রাবিড় "বড়া" কিংবা কোলশব্দ "ওড়ক" (বাড়ী অর্থে) হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যথা— দাদড়া (ময়); জাওড়া (ত্রি); জাজিড়া (ঢা); বলোড়া (নোআ); চাওড়া (খু); বাবড়া (যশো); হিলোড়া (মুর্শি); হাদিড়া (মেদি); ওখড়া (চট্ট); ধাবড়া (মাল); কয়ড়া (রাজ, ময়); কলোড়া (হা); সোমড়া (হু); ঢামড়া (বীর); বাঁকুড়া (মেদি, হা, যশো, বাঁ), নেতড়া (চপ); খোকড়া (পা); হুনড়ি (বীর); ঘুনড়ী (চপ); ঢেংড়ি (মুর্শি); টিওড়ি (ঢা) ইত্যাদি।

আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে ড়া < সংস্কৃত বাটক, ড়ী < সংস্কৃত বাটিকা হইতে আসিয়াছে। যথা—দিয়াড়া < দ্বীপ বাটক (ময়, খু) আগড়া < অগ্রবাটক (যশো, মেদি); চন্দড়া < চন্দ্রবাটক (বর্ধ, যশো); বিলাড়া < বিল্ববাটক (হু); ওঝড়া < উপাধ্যায় বাটক (মুর্শি), দেয়াড়া < দেববাটক (বাঁ); ইন্দড়া < ইন্দ্রবাটক (ঢা), গোয়াড়ী < গোপবাটিকা (ন), বেলড়ী < বিল্ববাটিকা (বর্ধ) প্রভৃতি।

মল্লাসারুল তাম্রশাসনে কপিস্তবাটক (= আধুনিক কৈতারা) ও মধুবাটক (= আধুনিক মহড়া, মওড়া) নাম পাওয়া যায়।

(১৪) হাকণ্ড শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। (তুলনীয়—তামিল অণডই—পার্শ্ববর্তী, মাঠের উচ্চ অংশ)।

যথা—ছোট হাকণ্ড (মেদি); গুজি হাকণ্ড (মেদি)।

(১৫) দা, দহ, দহা, দহি শব্দগুলি কোল শব্দ "দাক্" (নদী, জল অর্থ) হইতে আসিয়াছে। অনেকে অবশ্য হ্রদ > দহ, দা, (বর্ণ বিপর্যয়ে) হইয়াছে বলিয়া মনে করেন।

যথা—চাকদা (ঢা, চপ); হলদা (যশো); নেওদা (চপ); আমুদা (ত্রি); মাকরদা (হা); ধলদা (মাল); শোলদা (দার্জি); খোলদা (বর্ধ); সোরঙ্গদা (বাঁ); নওদা (বর্ধ, মুর্শি); সাবলদহ (মুর্শি); সাটিদহ (হু); শিয়ালদহ (চপ); ধানদহ (রাজ); লুনদহ (রাজ, পা); পুটিয়াদহ (ঝাঁ); লাউদহা (বীর); কেউদহা (বীর); ডমদহা (বাঁ); নরদহি (ময়); ইলামদহি (রাজ), আমলাদহি (বাঁ); কালিদহি (মেদি) প্রভৃতি।

(১৬) কোল, কোলা, কুলি (নদী, খাল, জল অর্থে):—এই শব্দগুলি অষ্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত।

যথা—পরাসকোল (মুর্শি); কেশেকোল (বাঁ); উলাকোল (যশো); ধাওয়াকোল (ব); উষাইকোল (পা); শৈলকোলা (দিনা); নাটাকোলা (রাজ); হইকোলা (ফরি); নেটকুলি (মুর্শি); পিড়রাকুলি (মেদি); তেঁতুলকুলি (হা); কাঁটাকুলি (বাঁ) প্রভৃতি।

(১৭) বাড়—এই শব্দটিও অষ্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত। (তুলনীয়—হো, বারুরে, বাহির বাহির অর্থে)

যথা—বাড়বলিয়া (মেদি); বাড়বাকড়া (বাঁ); বাড়মাথুরি (মেদি); বাড়যশুয়া (মেদি)।

(১৮) বির, বু—(বন অর্থে) সাঁওতালী ভাষা হইতে আসিয়াছে।

যথা—বিরশিমুল (বর্ধ); বিরবান্দী (মেদি); বিরমাস্কা (পা); বিরগুছিলা (ময়); বিরগইলা (ময়); বিরঘসা (মেদি); বিরফুলিয়া (ব); বুচিকলি (ময়); বুকুৎসা (রাজ); বুহাচলা (যশো) প্রভৃতি।

(১৯) চঙ্গ (বসতি অর্থে) ভোট-বর্মণ ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। যথা—চঙ্গবিরৈ (ময়); চঙ্গডাঙ্গা (ঢা); বানিয়াচঙ্গ (ত্রি); মৈনচঙ্গ (ত্রি); ফকিরাচঙ্গ (চট্ট) প্রভৃতি।

(২০) চু, চো (জল অর্থে) ভোট-বর্মণ ভাষা হইতে আসিয়াছে। চু, চো—শব্দবিশিষ্ট গ্রামের নামগুলি শুধুমাত্র ত্রিপুরা জিলায় পাওয়া যায়। যথা—দাড়াচু ; লাড়ুচু ; কালিয়া চো ; পাপাচো, সানিচো ; নারাচো ; রাণীচো প্রভৃতি।

(২১) কোচজাতির নাম অনুসারে ও কয়েকটি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। যথা—কোচবিহার ; কোচক্ষীরা (ময়); কোচপাড়া (ময়); কোচচর (ঢা) প্রভৃতি।

(২২) গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত অঙ্গ, অঙ্গী, অঙ্গি (নদী, জল অর্থে) শব্দগুলি ভোট-বর্মণ ভাষা হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যথা—করঙ্গ (খু); তিলঙ্গ (বর্ধ); সবঙ্গ, দলঙ্গ, কেলঙ্গ (মেদি); হারঙ্গ (ত্রি); উদঙ্গ (হা); দহিলঙ্গ (ময়); ধুরঙ্গ (চট্ট); টেটঙ্গ (চট্ট); নাটাঙ্গ (চট্ট, ময়); নাপাঙ্গ (ত্রি); পাইরাঙ্গ (চট্ট); সরঙ্গা (বর্ধ); গরঙ্গা (মেদি); সলঙ্গা (মেদি); জলঙ্গা (ব); মলঙ্গা (বরি); উচঙ্গা (ত্রি); সাপলঙ্গা (চট্ট); বুড়ঙ্গি (রং); ঝলঙ্গি (জল); নারাঙ্গি (বাঁ); এরঙ্গি (বীর)। অঙ্গা প্রত্যয়ান্ত নামগুলি "গঙ্গা" হইতেও আসিতে পারে। কাটঙ্গা (= ? কাটাগঙ্গা); বরঙ্গা (= ? বড়গঙ্গা)।

নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে "দেশী" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত। এই শব্দগুলিও সম্ভবতঃ অনার্যদের ভাষা হইতে আসিয়াছে।

(১) খড়ি (নদী অর্থে) :—

যথা—খড়িগোদা (চপ); খড়িগাড়া (বাঁ); খড়িবোনা (বাঁ)।

(২) খয়রা (একপ্রকার মাছ)

খয়রাবাড়ী (ময়) ; খয়রাশোল (বর্ধ)।

(৩) ঘিলা (একপ্রকার ফল) :—

ঘিলাচৌকা (ময়), ঘিলাকান্দী (ময়), ঘিলাসাইর (ঢা)।

(৪) ঘুঘু :—

ঘুঘুজানি (বাঁ), ঘুঘুমারি (ময়), ঘুঘুডাঙ্গা (চপ), ঘুঘুদহ (যশো)।

(৫) ঘোলা :—

ঘোলা বাড়ী (ময়), ঘোলা পাড়া (ময়)।

(৬) ঘোল :—

ঘোলসাহী (মেদি), ঘোলসুণ্ডি (মেদি), ঘোল সাহাপুর (চপ)।

(৭) চর :—

চরলাম কাইন (ময়), চরসিন্দুর (ঢা), চরহডকা (বরি), চর নাপাঙ্গ (ত্রি), চর ধুরঙ্গ (চট্ট), [নাপাঙ্গ ও ধুরঙ্গ শব্দ দুইটি ভোট-বর্মণ ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়]। চর মালিপাটন (খু), চর মহুলা (মুর্শি), চর মাথুরি (মেদি) প্রভৃতি।

(৮) ছন (খড অর্থে) :—

ছন খোলা (বরি), ছন খরিয়া (খু, ত্রি), ছন খাদা (যশো), ছনহাল (ময়), ছন রাশিয়া (মেদি)।

(৯) ঝাল [ছড়ি বা ছড়ির সমষ্টি] :—

ঝালকাঠি (বরি), ঝালপাড়া (ময়)।

(১০) ঝিকর (গাছ অর্থে) :—

ঝিকরগাছা (যশো, ময়), ঝিকরডাঙ্গা (বর্ধ), ঝিকরহাটি (বীর, ফরি)।

(১১) টিটা :—

টিটাগড় (চপ), টিটাহার (রাজ), টিটামারি (রাজ)।

(১২) টেঁক (উচ্চভূমি) :—

টেঁক ছাতিয়ান (ঢা), টেঁকনোয়াদ্দা (ঢা), টেঁক কাথোয়া (ঢা), গাজির টেঁক (ফরি) ; বর্তুল টেঁক (ঢা) ; কলার টেঁক (ত্রি)।

(১৩) নল খড়, (ডাঁটা অর্থে) :—

নল নাওডাঙ্গা (মাল) ; নলহারা (ময়), নলসোন্দা (ময়) ; নলচাপরা (ময়)।

(১৪) পল, পলা (খড় অর্থে) :—

পলসারা (বীর) ; পলসোনা (বর্ধ)।

(১৫) বাউ (ফল বিশেষ) :—

বাউশালা (খু) ; বাউফল (ময়) ;

(১৬) বাওর (নদীর ধারে ঝোঁপ) :—

বাওর খাটুরা (যশো) ; বাওর ডাঙ্গা (যশো) ; বাওর খেদাপাড়া (যশো) । ২৭।১৫

(১৭) বিল (জলাভূমি) : –

বিলকাথুলি (খু) ; বিল এড়ল (যশো) ; বিলষণ্ডা (বর্ধ), বিলচাকিলা (ন) বিলসিঙ্গলা (ময়) ; বিলখুকসিয়া (যশো) ।

(১৮) হোগল (গাছবিশেষ) :—

হোগল ডহরা (খু) ; হোগলদাড়া (চপ) ; হোগলবেড়্যা (মেদি) ।

(১৯) খাড়া (নদীর ধারে উচ্চভূমি) :—

গোড়খাড়া (চপ) ; রাজখাড়া (মুশি) ।

(২০) খিল, খিলা (অনুর্বর ভূমি) :—

আগুয়ান খিল (নোয়া) ; নাহারখিল (নোয়া) ; হাজিরখিল (চট্ট) ; টাইরখিল (ত্রি), পাবনখিল (ময়) ; ভীমখিল (ত্রি) ; আকবরখিলা (ময়) ; গায়সখিলা (ময়) ; রংখিলা (বর্ধ) ; বাঠুখিলা (বাঁ) ;

(২১) খুন্দা (খনন অর্থে) :—

নেকড়াখুন্দা (মেদি) ; কুসুমখুন্দা (বাঁ) ।

(২২) খুপী (সঙ্কীর্ণ স্থান বা আশ্রয়) :—

পারইখুপী (যশো) ; কুকুরাখুপী (মেদি) ।

(২৩) খুর (খনন অর্থে) :—

বেলখুর (ব) ; পানিখুর (নোয়া) ।

(২৪) খুলি, খুলিয়া (নীচু জমি) :—

তেঁতুলখুলি (চপ) ; তিলাখুলি (মেদি) ; সুবর্ণখুলি (হু) ; চাটরাখুলিয়া (মেদি) ; বাগাখুলিয়া (বাঁ) ।

(২৫) খৈর (নদী, খাল অর্থে) :—

হরিদ্রাখৈর (রাজ) ; সলখৈর (মাল) ; মহাখৈর (দিন) ; চাটখৈর (ব) ; চোরখৈর (রাজ) ।

(২৬) খোড়া (?) :—

পানিখোড়া (ত্রি) ; সালুখোড়া (ত্রি) ।

(২৭) খোলা (জমি, মাঠ অর্থে) :—

আখড়াখোলা (আখড়া < অক্ষবাটক) (খু) ; কায়েমখোলা (খু, পা) ; ধোপাখোলা (খু, যশো) ; পিপুলখোলা (ল) ; সরখোলা (হু) ; কাউলাখোলা (ময়) ; ইটখোলা (ঢা, নোয়া) ; নাসিরখোলা (ত্রি) ।

(২৮) গড়, গড়া, গড়ি, গড়িয়া, গড়্যা :—

হাওড়াগড় (ময়) ; ধামগড় (ঢা) ; টৌরাগড় (ত্রি) ; মুরাদগড় (খু) ; পানাগড় (বর্ধ) ; ছমগড় (ময়) ; ইন্দ্রগড় (হা) ; নমাজগড় (হু) ; চিলাগড়া (ময়) ; আজগড়া

(ময়, ত্রি, খু) ; সিলাইগড়া (চট্ট) ; পাঁচগড়া (হু) ; ভীমগড়া (বীর) : বইগড়ি (হা) ; আলাগড়ি (বর্ধ) ; জিগলগড়ি (দিনা) ; টোপগড়িয়া (মেদি) , দামরাগড়িয়া (বাঁ) ; আলিসাগড়িয়া (হু) ; কাটাগড়্যা (বর্ধ, হু) ; ঘুটগড়্যা (বরি) ; বেহারগড়্যা (বাঁ) প্রভৃতি।

(২৯) গোদা (পাহাড়ের ক্রোড়দেশ) :—ফুটিগোদা (চপ) ; জোতগোদা (বর্ধ) ; নাগরগোদা (মেদি) , কেলেগোদা (মেদি)।

(৩০) ঘোনা (বাঁশের তৈয়ারী মাছ ধরিবার ফাঁদ বিশেষ) :—ফলিয়া ঘোনা (ময়); চেগার ঘোনা (ঢা) ; আন্দর ঘোনা (চট্ট) ; নোনাঘোনা (চপ) ; নলঘোনা (খু, চপ)।

(৩১) ঘোপ :—

গুড়ার ঘোপ (যশো) ; হাড়িয়ার ঘোপ (যশো) , তুলনীয় যুগীযোপা—(আসাম)

(৩২) ছড়া :—

মিটাছড়া (চট্ট) ; ধনিছড়া (চট্ট) ; ধান্যছড়া (মেদি) ; কলাছড়া (হু) ; নামছড়া (বাঁ) ; আকছড়া (মেদি)।

(৩৩) ছাড়া :—

কলাছড়া (হু) ; নেংটিছাড়া (জল) ; মুড়াছাড়া (বাঁ)

(৩৪) ছড়ি (ছোট পাহাড়িয়া নদী) :—

মেঘাছড়ি (চট্ট) ; ভরণছড়ি (চট্ট) ; নোনাছড়ি (চট্ট) ;

শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জিলায় ছড়ি শব্দ দিয়া বহু গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

(৩৫) ছিরা (?) :—

স্বর্গছিরা (মেদি) ; ছাগলছিরা (যশো) ;

(৩৬) টাঙ্গা (উচ্চভূমি) :—

কাউয়াটাঙ্গা (বাঁ)।

(৩৭) টিকর, টিকরি, টিকুড়ি (উচ্চভূমি, পাহাড়) :—

সরাইটিকর (বর্ধ) ; শাঁকটিকর (বর্ধ) (শাঁকটিকর বর্তমানে শক্তিগড় হইয়াছে) ; সোনাটিকরি (যশো, খু, চপ) ; উলাসটিকরি (বর্ধ) ; লোআটিকরি (মেদি) ; বালিটিকরি (ব, হু) ; নামটিকরি (মাল) ; গঙ্গাটিকুরি (বর্ধ) ; ধুলটিকুরি (বীর) ; মহিষটিকুরি (হু) প্রভৃতি।

(৩৮) টোলা, টুলি (গ্রাম, পাড়া) :—

নাইয়াটোলা (ঢা) ; ক্ষেত্রিটোলা (ফর) ; উগরিটোলা (মাল) ; কুমিটোলা (মুর্শি) ; ফিরিঙ্গিটোলা (মেদি) ; মোগলটুলি (চট্ট) ; পাঠানটুলি (চট্ট) ; নওদাটুলি (মুর্শি) ; হরিণটুলি (বাঁ) ;

(৩৯) ডগি (চূড়া) :—

গিমাডগি (বরি), কেওডাডগি (বরি, নোয়া), কুমরডগী (নোয়া), আবুয়াডগি (নোয়া),

(৪০) ডহর, ডহরি (পুকুর, হ্রদ অর্থে) [সংস্কৃত হ্রদ হইতেও আসিতে পারে—তুলনীয়—পালি দহর] :—

যথা :—বামন ডহর (ময়, খু), কোক ডহর (ময়), খলিসা ডহর (ঢা), মেঘডহর (মাল), হোগল ডহরা (খু), শাল ডহরা (মেদি, বাঁ), জাম ডহরি (বাঁ), কামডহরি (চপ)।

(৪১) ডাঙ্গা, ডাইঙ্গ, ডাঙ্গরি, ডাঙ্গুরি, ডুঙ্গুরি (উচ্চভূমি) :—

উলুডাঙ্গা (চপ, খু), মৃগীডাঙ্গা (যশো), চুয়াডাঙ্গা যশো, নদী, বর্ধ, (বাঁ), ঘুঘুডাঙ্গা (চপ, মেদি), ঘোড়াডাঙ্গা (বর্ধ, বাঁ), তুরকডাঙ্গা (বর্ধ), পলতাডাঙ্গা (যশো), হালসীডাঙ্গা (বীর), মোল্লাডাইঙ্গ (রাজ), কাঁঠাল ডাঙ্গুরি (ময়), পিঠা ডুঙ্গুরি (বাঁ), ভালকা ডুঙ্গুরি (বাঁ), যোগীর ডাঙ্গুরি (ময়)।

(৪২) ডালা, ডালি :—

একডালা (বর্ধ), বরণডালা (বর্ধ), নগবডালা (পা), রাঙ্গাডালি (মেদি), শুখাডালি (বাঁ), ডাঙ্গাডালি (মেদি)।

(৪৩) ডুবি, ডোব (নীচুজমি, জলাজমি) :—

কল্যাডুবি (খু), শৈলডুবি) খু, যশো), পাথারডুবি (হা), ঘোড়াডুবি (বাঁ), নাওডুবি (ফরি), পাঠাডুবি (বাঁ), ভৈষডুবি (দার্জি), ধলডোব (পা), মাজডোব (যশো), মেট্যাল ডোবা (বাঁ), ভুই ডোবা (ব), মুক ডোবা (ফরি)।

(৪৪) পাহাড, পাহাড়ী :—

গড়েব পাহাড় (মুর্শি), তুরুপাহাড় (বর্ধ), সিহিকা পাহাড়ী (বাঁ), নেকড়াপাহাড়ী (বাঁ)।

(৪৫) বাইদ (নীচুজমি অর্থে) :—

ধানালীবাইদ (ময়), চিতারবাইদ (ময়), সল্লাবাইদ (ঢা), ছাতিনবাইদ (বাঁ), করবাবাইদ (বর্ধ), হারবাইদ (ঢা)।

(৪৬) বেদা, বেদি, বেদিয়া :—

এই শব্দগুলি দিয়া গ্রামের নাম কেবলমাত্র বাঁকুড়া জিলায় পাওয়া যায়।

যথা—জামবেদা, কৈঁদাবাদ, সুরিবেদিয়া, সারসবেদিয়া, কাশিবেদ্যা প্রভৃতি।

(৪৭) বোত (?)

বাড়ীবোত (বর্ধ), সারবোত (বর্ধ)।

(৪৮) (শংকা) সম্ভবতঃ সাঁওতালী ভাষা হইতে আসিয়াছে।

এই শব্দ দ্বারা গ্রামের নাম শুধুমাত্র বীরভূম জিলায় দেখা যায়।

যথা—বনশংকা, বাঁশশংকা, ডুবশংকা।

(৪৯) (হাল তীর অর্থে) :—

মাটিহাল (মেদি), ধান্যহাল (হু)।

(৫০) হুলা (?)

কাজির হুলা (খু), ঘোনার হুলা (খু) ; সোনার হুলা (চপ).

মোটামুটি ভাবে গ্রামের নামের উপর অনার্য প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাঙ্গলাদেশে আর্যভাষা ও সভ্যতার আগমনের বহুপূর্ব হইতেই অনার্যগণ এই দেশে বাস করিত। অষ্ট্রিক ও ভোট-বর্মণ ভাষাগুলির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। পূর্ববঙ্গের উপভাষা ও গ্রামের নামগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে ভোট-বর্মণ ভাষার উপাদান রহিয়াছে। ভারতের অনার্য ভাষাগুলির সম্যক আলোচনা হইলে এই দেশের সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং সর্বোপরি আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

দীপ্তি ত্রিপাঠী

বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথ মধ্যবর্তী যুগের কবিকুলে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী অন্যতম। এ যুগের কবিদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত: এঁদের কাব্য ছিল মন্ময়। দ্বিতীয়ত: সংস্কৃত ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও যেমন এঁদের প্রীতি ছিল, ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গেও তেমনি পরিচয় ছিল। তবে ঝোঁকটা ছিল দেশজ সাহিত্যের প্রতি। পূর্ববর্তী যুগের ইংরেজিনবীস কবিরা প্রধানত: পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শকে মুখ্য করে তুলেছিলেন। ক্রম-জাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এ যুগের কবিদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। তৃতীয়তঃ দৃঢ়পিনদ্ধ ক্লাসিক বন্ধন ছিন্ন করে এঁরা রোম্যান্টিক অনুভূতিকে তাঁদের কাব্যে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করলেন। ফলে বাংলা কাব্যের গতি যেমন নতুন মোড় নিল তেমনি আবার তার মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটিও দেখা গেল। ক্লাসিক সংযম বিনষ্ট হওয়ায় কাব্যে দেখা দিল হৃদয়াবেগের প্রাবল্য, ছন্দে ও শব্দ চয়নে লালিত্য সত্ত্বেও ভাব-ভাষার অসামঞ্জস্যে কবি-কৃতির শিথিলতা। এ যুগের কবি বৃন্দের উপর বিহারীলালের প্রভাব সমধিক তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের প্রভাবও অন্তর্ভৌম পথে ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষত: স্বাধীনতা বিষয়ক কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব সে যুগের প্রায় সব কবির উপরেই পড়েছিল। এই কবি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান হলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অক্ষয় বড়াল ও কামিনী রায়। (স্বর্ণকুমারী দেবীর উপর বঙ্কিমচন্দ্র ও মানকুমারী বসুর উপর মধুসূদনের প্রভাব অধিক ছিল)। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও কামিনী রায় এ দুজন মহিলা কবির ধাতটি ছিল লিরিক্যাল। এঁদের কাব্যে তাই যুগের সুরটি প্রতিধ্বনিত।

নারীসমাজ তখনও গৃহের চতুঃসীমা ছাড়িয়ে বাইরের দিকে পা ফেলে নি। সে যুগে অনুকূল পরিবেশ না পেলে লেখিকা হওয়া সহজ ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয় গিরীন্দ্রমোহিনী এদিক থেকে ভাগ্যবতী ছিলেন। পিতামহী উমাসুন্দরী দেবী ও পিতা হারাণচন্দ্র মিত্র যেমন শৈশবেই তাঁর মধ্যে কাব্যানুরাগের বীজটি বপন করেছিলেন তেমনি পতিগৃহে স্বামী নরেশচন্দ্রের উৎসাহ তাকে ফলে-ফুলে বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল। এ ছাড়া সাহিত্যিক জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকূল সমালোচনা, 'ভারতী' সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর সখ্য, 'সাহিত্য' সম্পাদক ও তৎকালীন যুগের প্রখ্যাতনামা কঠোর সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির পৃষ্ঠপোষকতা, অক্ষয়কুমার বড়াল ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সাহায্য, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সহকারিতা ও 'বসুমতী' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্য লাভ করে গেছেন।

কবির শ্বশুরালয় সাবিত্রী লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম সভ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি বলে এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর সখী বলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যে পড়েছে। (১২৯৪ সালের ভারতী ও বালকে) হেঁয়ালীনাট্য লিখে যে কয়জন লেখক লেখিকা সে যুগের পাঠক পাঠিকাদের আনন্দ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, হিরণ্ময়ী ও গিরীন্দ্রমোহিনী।

অবশ্য এমন অনুকূল পরিবেশ স্বর্ণকুমারী দেবী ও কামিনী রায়ও পেয়েছিলেন। কিন্তু এঁরা দুজনেই ছিলেন আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা। সেদিক থেকে গিরীন্দ্রমোহিনীকে স্বভাব-কবি পর্যায়ে ফেলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ থাকলেও যাকে Formal Education বলে সে ধরণের শিক্ষা তাঁর ইস্কুলেই শেষ হয়েছিল। তাই কি তাঁর রচনায় একটি বাঙ্গালী নারী-মানসের আশা, আকাঙ্ক্ষা এমন স্বাভাবিক পরিবেশে দেখি ?

পিতামহী-সংগৃহীত দেশীয় কাব্য যথা কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ইয়ুফ জোলেখা, বাসবদত্তা, যোজনগন্ধা, কোকিলদূত ইত্যাদি সেকালের কাব্যকাহিনী তাঁর পড়া ছিল। সেই সঙ্গে পিতার নির্দেশিত ইংরেজি সাহিত্যগ্রন্থের মধ্যে পল অ্যাণ্ড ভর্জিনিয়া, থিয়োডোসিয়াস, কনস্টানশিয়া প্রভৃতি তিনি পড়েছিলেন। তাঁর কোনো কোনো কবিতায় ('দাম্পত্য প্রণয়,' 'সখীর প্রতি ডেসডিমোনা') শেক্সপীয়র পাঠের পরিচয় আছে। এ-ছাড়া অবশ্য ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র ও বিহারীলালের কবিতা তিনি পড়তেন।

কিন্তু এসব পাঠ করে থাকলেও কবিকে মোটামুটি স্বশিক্ষিতা (self-educated) বলা অন্যায় হবে না। আন্তরিকতা ও সততা তাই তাঁর কাব্যের প্রধান গুণ। কোন আড়ম্বর বা কৃত্রিমতার পরিচয় সেখানে পাই না। কিন্তু স্বভাব-কবির মেজাজ থাকলেও গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনা কোথাও অমার্জিত নয়। তাঁর প্রথম দিকের কাব্যে পূর্বসূরীদের অনুকরণ চেষ্টা খুবই প্রবল। তাঁর স্বকীয়তা স্পষ্ট দেখা গেল অশ্রুকণাতে। একটি সুকুমার শিল্পী-মানস সর্বদাই তাঁর রচনার পশ্চাতে জাগ্রত। এবং শুধু রচনাবলীতেই নয় তাঁর গৃহকর্মে, রন্ধন প্রতিভায়, সূচীশিল্পে, চিত্র অঙ্কণে প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে তাঁর নৈপুণ্যের যে কথা শোনা যায়, তাতে এই শিল্পী মনেরই প্রকাশ দেখি।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য। শোনা যায় এ গ্রন্থের প্রথম চারটি পত্রই স্বামীকে লিখিত এবং শেষ পত্রটি সম্ভবতঃ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে লিখিত।[১]

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিতাহার' প্রকাশিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে (জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) কবিতা-গ্রন্থটির প্রশংসা করে বলেন—"ইহার অনেক স্থান এমন, যে তাহা কোন প্রকারেই অল্প বয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আশীর্বাদ করি, নবীনা গ্রন্থকর্ত্রী সর্বসুখভাগিনী হউন।" বাস্তবিক বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, শব্দ চয়নে, ছন্দের নৈপুণ্যে কবি

১. মানসী ও মর্মবাণী, কার্তিক ১৩৩২-এ প্রকাশিত।

যে বয়সের তুলনায় পরিণত মানসের অধিকারিণী ছিলেন তা গ্রন্থের সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন গিরীন্দ্রমোহিনী ঠিক সাধারণ অন্তঃপুরিকা ছিলেন না। শৈশব থেকে অন্যান্য সংকবির মত তাঁর মন ছিল সূক্ষ্ম সংবেদনশীল এবং দৃষ্টি ছিল দূরপ্রসারী। পত্র রচনায় তাঁর পরিণত মানসের পরিচয়ের কথা ইতিপূর্বে বলেছি। 'কবিতাহার' পাঠ করে দীনবন্ধু মিত্রও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং কবিকে তাঁর নাটকাবলী উপহার দেন। মহীয়সী মেরি কার্পেণ্টার এজন্য তাঁর সাক্ষাতের অভিলাষিণী হন। যদিও নানা কারণে আর তা হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু পরবর্তী কবিতা পাঠ করলে দেখা যাবে তাঁর প্রতিভা তখনও ঠিক বিকশিত হয় নি। মহাজনদের অনুসরণে প্রস্তুতির পথে কবি ধীরে ধীরে পা ফেলছেন যেন। 'কবিতাহার' এবং পরবর্তী কাব্য 'ভারতকুসুমে' (১৮৮২) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও হেমচন্দ্রের প্রভাব অধিক, বিহারীলালের স্বল্প। অবশ্য বিষয় অনুসারে বিহারীলালের প্রভাব স্বতই এসেছে। যেমন 'ঊষাবর্ণনে'।

> হে শুভ্রবসনা, লোহিত বরণা
> তোমার উদয়ে জগৎ মাঝে
> সকলেই সুখী, সবারি বাসনা
> হেরিতে তোমারে মোহিনী সাজে।

কিন্তু ঐ কবিতাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও পাশাপাশি আছেন,—

> চাতক চীৎকার করিছে সঘনে,
> জলদ! জল দে, জল দে রবে।

'বঙ্গ মহিলাগণের হীনাবস্থা' কবিতাটি সে যুগের মেয়েদের একটি সুন্দর চিত্র। কি প্রতিকূল পরিবেশে যে মেয়েদের শিক্ষালাভ করতে হত এতে তারই বর্ণনা আছে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও হেমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট।

> আমাদের মধ্যে যদি কোন বিনোদিনী
> লেখে যদি ধরি করে কখন লেখনী।
> শাশুড়ী আসিয়া তার বাঘিনীর প্রায়
> বলে আজি কেবা রক্ষা করে দেখি আয়।

বিষয় নির্বাচনেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যেমন—শরৎ বর্ণন, লর্ড মেয়োর অপমৃত্যু।

'ভারতকুসুম' যদিও কবির পরিণত বয়সে মুদ্রিত হয় কিন্তু এতে বাল্য রচনাও কিছু ছিল। এখানেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র ও বিহারীলাল পাশাপাশি আছেন। 'পতিভক্তি' সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কবিতাটিতে বিহারীলালের মধুর সুর যেমন ধ্বনিত—

> কে তুমি সুন্দরী! বিষণ্ণ বদনে?
> সমুজ্জ্বল তব সুন্দর তনু;

ঢাকিয়াছে হায়! যেন কাদম্বিনী,
অরুণে উদিত নবীন ভানু।

তেমনি গুপ্ত-কবির শ্লেষের ঝাঁজও রণিত। যেমন 'পুনঃ বিবি অনুকারী, অনেক সুন্দরী হয়েছে এখন বঙ্গের মাঝে!' অথবা 'বুটপরা মেয়ে বড় বালাই।' তাই বলে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির শুভ দিকগুলি সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। যেমন,—'শ্বেতাঙ্গী রমণী, সভ্যতার খনি, বঙ্গবালা তাই কেন না হবে?' (পতিভক্তি, ভারতকুসুম) সেক্সপীয়রের প্রেমের আদর্শ তাঁকে আকর্ষণ করেছে দেখা যায়।

আহা! রোমিওর প্রাণ প্রেয়সী,
নারী জুলিয়েৎ রূপসী শশী,
পান করি প্রিয়-বিষাক্ত অধর,
পরিহরি প্রাণ প্রণয়ি-প্রবর,
ধরাতল ছাড়ি গেল রে!
এ পবিত্র প্রেম-সম কি আছে ভূতলে রে!

(দাম্পত্য প্রণয়, ভারতকুসুম)

শেষের দুই চরণের অন্তস্থ 'রে'তে হেমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি শুনি।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নরেশচন্দ্রের মৃত্যুতে গিরীন্দ্রমোহিনীর সমগ্র কবিসত্তার আমূল পরিবর্তন হয়। প্রচণ্ড শোকে হৃদয়ের অগ্নিগিরি থেকে বেদনার যে লাভাস্রোত নির্গত হল কবির সমগ্র জীবন ধরে তা প্রবাহিত হয়েছে। 'অশ্রুকণা'র মধ্যে এই প্রথম আঘাতের ধূম উদ্গীরণ ও মুহুর্মুহুঃ উৎক্ষেপের প্রাবল্য লক্ষণীয়। কবিমানস কবিতার তন্ময় রাজ্য ছেড়ে আশ্রয় নিল মন্ময় রাজ্যে। বিহারীলালের রোম্যাণ্টিক বিষাদের গভীরেও প্রিয়বিয়োগ বেদনা উহ্য ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনায় তা আরও স্পষ্ট। বিহারীলালের আত্মমগ্ন কল্পনার স্বপ্নময় লঘুতা গিরীন্দ্রমোহিনীতে নেই, আছে তীব্র বেদনার গুরুভার। অশান্ত কবির তাই আকুল প্রশ্ন,—

তবে কেন এত আড়ম্বর,
কেন তবে প্রকৃতি সুন্দর
কেন তব হৃদয়ে উল্লাস,

...

তুমি আমি শুধু যদি ছাই
জীবনের পরপার নাই—
কেন তবে এতেক আকুল
তুমি যদি ভস্মের পুতুল!

...

কেন বা বিহগ করে গান
লতিকায় কেন ফুটে ফুল ?

(ছাই, অশ্রুকণা)

কখনো তিনি উদাসিনী রাধিকা,—

আকুল ব্যাকুল হৃদি, কি যেন বাজিছে প্রাণে !
শূন্য দৃষ্টে চেয়ে আছি শূন্য আকাশের পানে !

(আকুল ব্যাকুল হৃদি, অশ্রুকণা)

কখনো বা রবীন্দ্রনাথের অনুরণন সেখানে ঢেউ তোলে,—

আজি বড় মনে পড়ে তায় !
বিগত সুখের কথা,
জাগাতে পুরাণ ব্যথা
মিশিয়াছে বাসন্তী সন্ধ্যায় !

(মনে পড়ে তায়, অশ্রুকণা)

কখনো সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেছেন,—

তুমি কি গিয়াছ চলে ? না না, তা ত নয়
যদ্দিন বাঁচিব আমি, তদ্দিন জীবিত তুমি,
আমার জীবন যে গো শুধু তোমা-ময়।

(তুমি, অশ্রুকণা)

আবার কখনো দুঃখের তীব্র জ্বালায় জলতে চেয়েছেন,—

এই চির-প্রজ্বলিতা
সুখের প্রদীপ্ত চিতা
জ্বলুক অনন্তকাল—না চাহি নির্বাণ ;

(শ্মশান, অশ্রুকণা)

ভাগ্য বা ধর্মের কাছে আশ্রয়ভিক্ষা না করে অশান্ত হৃদয়ের সান্ত্বনাহীনতাকেই বরণ করে নেওয়া বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। 'নব্যভারত' সমালোচক এজন্যই বলেছিলেন —"সর্বত্রই নূতন চিন্তা, নূতন ভাব,—নূতন গান"[১]...। অশ্রুকণা পরবর্তী এষা (১৯১২) প্রভৃতি বিখ্যাত শোক-কাব্যের প্রেরণা জুগিয়েছিল মনে হয়। অক্ষয়কুমার বড়াল অশ্রুকণার কবিতাগুলির সম্পাদন, নির্বাচন ও সংশোধন করেছিলেন বলে ভূমিকাতে কবি লিখেছেন, হয়তো সেই প্রসঙ্গে তিনি কবির বেদনার নিবিড় স্পর্শ পেয়েছিলেন। অক্ষয়কুমারের 'এষা' যেমন বিরহী পুরুষ মনকে রূপ দিয়েছে, গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা'ও তেমনি ফুটিয়েছে বিকীর্ণ মূর্ধজা বিরহিণী নারীর রূপ। 'অশ্রুকণা'র পূর্বে মানকুমারীর 'প্রিয়প্রসঙ্গ' (১৮৮৪) স্বামীবিয়োগ নিয়ে রচিত হলেও তা ছিল গদ্যপদ্যের মিশ্রণ। 'অশ্রুকণা'

১. নব্যভারত, আষাঢ়, ১২৯৪

নিছক লিরিক। নিবিড় ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের শ্রেষ্ঠ পথ লিরিকের পথ। স্বর্ণকুমারী 'অশ্রুকণা'কে বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতেও দ্বিধা করেন নি · "কারণ সে শোক উদার, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে।'" আর চন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন—"This is poetry in life and as expression of that poetry Asrukana is the history of the soul of a noble Hindu woman"[২] অনুভূতি প্রকাশের একান্ত সততাতেই 'অশ্রুকণা'র মূল্য। মহৎ কাব্যে যে নির্বিশেষত্বের স্পর্শ লাগে 'অশ্রুকণা'য় তার কিছু অভাব আছে সন্দেহ নেই। শোকের ভাবটি কবি-মানসে করুণরসের অলৌকিকত্বে সর্বদা পৌছতে পারে নি। কিন্তু একটি বেদনার্ত নারীহৃদয়ের বিভ্রান্ত মর্মভেদী রূপটি তার করুণ মাধুরী নিয়ে 'অশ্রুকণা'য় উজ্জ্বল,—কবিপ্রসিদ্ধির কৃত্রিমতায় তা বিড়ম্বিত নয়।

'অশ্রুকণা' প্রসঙ্গে আর একটি বক্তব্য আছে। গ্রাম্যছবি অঙ্কণে কবির দক্ষতা দেখা গেল। 'গ্রাম্যছবি' ও 'গাহস্থ্য চিত্র' নামে দুটি বহু মুদ্রিত কবিতা এই গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত। দীনবন্ধু মিত্রের 'রাত পোহাল ফর্সা হোল' কবিতাটির অনুসরণে রচিত 'পাড়াগাঁ' ও 'বর্ষা' কবিতা দুটিও কৌতূহলের বস্তু।

আভাষ (১৮৯০) প্রকৃতপক্ষে 'অশ্রুকণা'রই পরিশিষ্ট। চিত্রবিদ্যায় নিপুণা গিরীন্দ্রমোহিনী শোকাতুর হৃদয়ে স্বামীর চিত্র অঙ্কণে নিষ্ফলা হয়ে কবিতা রচনা করেছেন,—

কি করে লিখিব সই ?
লিখিতে তাহারে
তুলিকা না সরে
আঁখি-নীরে অন্ধ হই।

(কেমনে লিখিব, আভাষ)

যদিচ বিরহিণী নারীহৃদয় এ গ্রন্থেও বিধুর·তবু মনে হয় কবি ধীরে ধীরে সুস্থ হতে চলেছেন। 'অশ্রুকণা'য় শোকের উন্মত্ততায় কবিতাকে বিদায় দিয়ে তিনি বলেছিলেন,—"কবিতা দাঁড়ায়ে কেন আর ?" আভাষে তিনিই বললেন,—

কল্পনে, আমায় আজিকে সজনি,
লইয়া কোথাও চল,
মেঘের আঁধার ছেয়েছে গগন,
সই, ছেয়েছে মরমতল !

(বাদল, আভাষ)

অন্যত্র,—

বৈরাগ্যের নামে, কভু নির্মমতা, এসো না নিকটে মোর।
ভালবেসে সুখ, কেন না বাসিব, ছিঁড়িব মমতা-ডোর ?

(নির্মমতা, আভাষ)

---

১. ভারতী, আশ্বিন, ১৩১৭ ২. ভারতী, আশ্বিন, ১৩১৭

বিভিন্ন কবির বিচিত্র আঙ্গিকের অনুশীলন এখনো তিনি করে চলেছেন যেমন মধুসূদনের অনুসরণে রচিত 'কাকাতুয়া' কিংবা ভানুসিংহের পদাবলীর[১] অনুসরণে রচিত 'কাহে বালা পুছসি' ইত্যাদি। কিন্তু কবির মৌলিকতা এ গ্রন্থে বেশি পরিস্ফুট। 'প্রভাতে জলাক্ষেত্র,' 'নিদাঘে,' 'গ্রাম্যসন্ধ্যা,'[২] 'গ্রাম্যঝটিকা' প্রভৃতিতে গ্রাম্য ও গার্হস্থ্য চিত্র সুন্দর ফুটেছে। বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে রচিত 'কালের শিক্ষা' ও 'প্রাচীন' কবিতাদুটির মৌলিকতা লক্ষ্য করবার। উপমাতেও নতুনত্ব দেখা যায় যেমন—"গড়গড়িয়ে ডাকে মেঘ, জাঁতায় ডাল ভাঙা" (গ্রাম্যঝটিকা)। লৌকিক, তৎসম, ব্রজবুলি, ফার্সী এমনকি ইংরেজি শব্দও কবি অনায়াসে তাঁর কবিতার জন্য চয়ন করে গেছেন। স্থানাভাবে আর তা আলোচিত হল না।

এই সময় থেকে কবি ক্রমশঃ সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্বন্ধে জড়িত হলেন। ১৮৯০ সালের এপ্রিলে সুরেশচন্দ্রের সম্পাদনায় 'সাহিত্য' পত্রিকা প্রকাশিত হোল এবং প্রথম বছরেই গিরীন্দ্রমোহিনীর রচনা মুদ্রিত হয়। সম্ভবতঃ সেই পরিচয়ের ফলেই সুরেশচন্দ্র 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই' নাটক, 'শিখা ও অর্ঘ্য' কাব্যের প্রকাশক হন।

ভারতী সম্পাদিকার সঙ্গে সখ্য ইতিপূর্বে হয়েছিল। ১২৯৪ সালের ভারতী ও বালকে জ্যৈষ্ঠ থেকে মাঘ পর্যন্ত গিরীন্দ্রমোহিনীর বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হতে দেখি। যেমন,—জ্যৈষ্ঠ মাসে 'কে' ও 'আক্ষেপ', আষাঢ়ে 'আমি', ভাদ্রে 'হেঁয়ালী নাট্য' ও 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামক রম্যরচনা 'তৃপ্তি'[৩] ও 'ভোগ', কার্তিকে 'ভুল', পৌষে 'মিলন ও বিরহ'[৪] নামক গিরীন্দ্রমোহিনী ও স্বর্ণকুমারী'র বিখ্যাত উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা, মাঘে 'বসন্ত পঞ্চমী'[৫]। আভাষের বিভিন্ন কবিতায় দুই সহৃদয়হৃদয় সংবাদী-মহিলা সাহিত্যিকের চিত্র ছড়িয়ে আছে। 'কেন'? কবিতাটি স্বর্ণকুমারীর কন্যা হিরণ্ময়ীকে ও 'সরলা' সরলা দেবীকে লিখিত। এ প্রসঙ্গে সরলা দেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণকুমারী তাঁর 'স্নেহলতা' উপন্যাসখানি গিরীন্দ্রমোহিনীকে উৎসর্গ করেন ১২৯৬ সালে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সখিসমিতির অন্যতমা সদস্যা ছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী। ১২৯৮ সালের 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত সখিদের তালিকায় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ওরফে Mrs. N. C. Dutt-এর নাম পাওয়া যায়। গিরীন্দ্রমোহিনীও তাঁর 'শিখা' (১৩০৩) সখীকে উৎসর্গ করেন।

---

১ ভানুসিংহের পদাবলী ১২৮৪, আশ্বিন, ভারতীতে প্রকাশিত হতে সুরু হয়। আভাষ প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে।

২. গ্রাম্যসন্ধ্যা প্রথম প্রকাশিত হয় 'নব্যভারতে', ফাল্গুন ১২৯৪।

৩. প্রবন্ধ প্রতিভায় (বসুমতী গ্রন্থাবলী) 'তৃপ্তি' ও 'ভোগ' পরে মুদ্রিত হয়।

৪. 'মিলন ও বিরহ' আভাষে মুদ্রিত হয়।

৫. 'বসন্ত পঞ্চমী' পরে 'বীণাপাণি' নামে আভাষে মুদ্রিত হয়। ত্রিপদীছন্দের একটি সুন্দর উদাহরণ।

আভাষের পর কবি 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই' নাটক লেখেন (১৮৯২)। গ্রন্থটি পিতামহীকে উৎসর্গিত। এই পিতামহীর সংগৃহীত কাব্যখণ্ডগুলি একদা বালিকা কবির মনে কবিত্বপ্রীতি জাগিয়েছিল। সম্ভবতঃ তাঁর যে প্রীতি অন্তঃপুরের অন্তর্লোকে সীমাবদ্ধ ছিল গিরীন্দ্রমোহিনীতে তাই বিকশিত হয়ে সাধারণের সম্পদ হয়। 'আভাষ' কাব্যের 'কল্পনে, আমায় আজিকে সজনি' কবিতাটি এই নাটকে বিরহী রত্নসিংহের মুখে দেওয়া হয়েছে। কাব্যনাট্যটির উপর রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী এবং বিসর্জনের প্রভাব আছে। যেমন ভীল বালিকা সোহিয়ার উক্তি, 'রাক্ষসী দিল না দেখা কঠিনা পাষাণী।' মীরার অনাসক্তি ও কুম্ভের প্রেমে সুমিত্রা ও বিক্রমের ছায়া আছে মনে হয়।

নাটকটিতে নতুনত্ব এই যে, মীরাবাই নাটক সাধারণতঃ শেষ হয় মীরার অন্তর্ধান ও কুম্ভের অনুতাপে কিন্তু এখানে কুম্ভের মৃত্যুতে শেষ করা হয়েছে। লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনের বিরহই সম্ভবতঃ এর মূলে। এইজন্যই স্বর্ণকুমারী বলেছিলেন—"অশ্রুকণার পরে প্রকাশিত কাব্যেও এই শোকের ধারা বয়ে গেছে। কোথাও কুলপ্লাবী সাগরের মত তা বিপুল কোথাও অন্তরবাহিনী ফল্গুর মত শীর্ণ রেখা।"

'শিখা' (১৮৯৬) স্বর্ণকুমারীর ভাষায় "পতিযজ্ঞের উজ্জ্বল হোমাগ্নি শিখা।" যদিও 'শিখা'ও বিরহের কাব্য কিন্তু 'অশ্রুকণা'র বেদনার তীব্র আত্যন্তিকতা সময়ের প্রলেপে তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। কবি হয়তো তাই শেষ কবিতায় বলেছেন, –

> সন্ধ্যার সুবর্ণ রাগে মরি পথ ভুলে—
> কম্পিত এ শিখা ক্রমে হয়ে আসে ক্ষীণ
>
> (শিখা, শিখা)

কবি ক্রমেই জীবনের বৈচিত্র, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও কবিত্বের মাধুর্যে নিজেকে ফিরে পেতে সুরু করেছেন।

> জীবন শ্মশান নয় অনন্তের নাট্যালয়
> পাতিব নবীন সিংহাসন।
> আবার জাগিছে ক্ষুধা • পরিপূর্ণ প্রাণ সুধা
> আহরি করিব সঞ্জীবন।
>
> (বিদায় পর্য্যায়, শিখা)

এটা দুঃসাহসিক নয়। কারণ প্রকৃত কবি কখনোই জীবনবিমুখী হতে পারেন না। যদি গিরীন্দ্রমোহিনী তা হতেন, ধর্ম বা আর কিছুকে আশ্রয় করতেন তা হলে তিনি আর কবিতা রচনা করতে পারতেন না। জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্যে তাঁর কবি-মন বার বার আকৃষ্ট হচ্ছে, তৎসঙ্গে স্বামী-বিচ্ছেদ-বেদনা তরঙ্গের মত দুলে দুলে উঠে মাধুর্যকে বিষাদে বা বিষাদকে মাধুর্যে পরিণত করছে, সেই সঙ্ঘাতের তীব্র পেষণে কবিহৃদয় বিকশিত হচ্ছে। এই দ্বন্দ্বে গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিসত্তার উন্মোচন।

'শিখা'র পর 'অর্ঘ্য' (১৯০২)। কবি তখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন। একটি নিরাসক্ত বৈরাগিণীর দৃষ্টিতে তিনি জীবন ও প্রেমকে দেখছেন।

ঘন ঘনচ্ছায়ে ঘোর আকুল অন্তর মোর,
নবরূপে চাহে বঁধু সঁপিতে আপনা,

(কবির প্রতি কবিপ্রিয়া, অর্ঘ্য)

অন্যত্র,

মনে হয় কে যেন
আমায় ভালবাসে,
তাহার বাসনাখানি
মোর চারিপাশে

(পরশ ফাঁদ, অর্ঘ্য)

এ যেন তীব্র বিরহ অন্তে ভাবসম্মিলন। অথচ তাঁর বলিষ্ঠ সত্তা রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' বিশ্রুত কবিতাটিরই অনুপন্থী ছিল। ইতিপূর্বে আভাষে তিনি বলেছিলেন 'বৈরাগ্যের নামে কভু নির্মমতা এস না নিকটে মোর' এখানেও তিনি সেই কথাই বলেছেন,—

নির্বাণ মুক্তি দিও না আমারে
মোহান্ধ-রমণী আমি,
সুন্দর এ ধরা ফিরে ফিরে মোরে
দিও হে জগত-স্বামী।

(ভিক্ষা, অর্ঘ্য)

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন গিরীন্দ্রমোহিনীর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 'অশ্রুকণা' থেকেই লক্ষণীয়। সে যুগের সমালোচকেরাও তা লক্ষ্য করেছিলেন। 'নব্যভারতে' (১২৯৪, আষাঢ়) সমালোচনা করতে গিয়ে দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী তখনি বলেছিলেন "স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের ছায়া পড়িয়াছে।" সমকালীন কবি বলে এ প্রভাব খুব স্বাভাবিক এবং তা স্বীকার করে নিয়েও তিনি গিরীন্দ্রমোহিনীকে মৌলিকতা বজায় রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার রশ্মিজালকে অপসারিত করা সহজ ছিল না। পারিবারিক সখ্য ও স্বভাবের প্রেরণাকে অস্বীকার করাও কি গিরীন্দ্রমোহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল? বিশেষতঃ রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে এ এক বিশেষ সমৃদ্ধ যুগ। ১২৮৯এ তাঁর 'প্রভাত সঙ্গীত' যখন লেখা হচ্ছে তখন গিরীন্দ্রমোহিনীর 'ভারত-কুসুম' প্রকাশিত হয়। 'অশ্রুকণা' প্রকাশের পূর্বেই 'ছবি ও গান,' 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হয়েছে। 'মানসীর' সময়ুগে 'আভাষ,' রাজা ও রানী এবং 'বিসর্জনের' পরে 'মীরাবাই', 'সোনার তরী—চিত্রা—চৈতালীর' পর লেখা হয়েছে 'অর্ঘ্য'। গিরীন্দ্রমোহিনীর উপর রবীন্দ্রপ্রভাব তাই 'অশ্রুকণা'র থেকে ক্রমেই গভীর হয়েছে। 'অশ্রুকণা'র 'ধীরে ধীরে', 'মনে পড়ে তায়'; 'আভাষের' 'নির্মমতা', 'মরণ', 'কাহে বালা

পুছসি' ইত্যাদির কথা পূর্বেই বলেছি। 'শিখার' 'ছবি', 'সুন্দরের প্রতি' এবং 'সোনার তরী'র 'কোনও কবিতা পাঠে' তুলনীয়। 'অর্ঘ্যে' সে প্রভাব গভীরতর।

১। অয়ি তন্বী শুচিস্মিতা, হে সুন্দরী অনিন্দিতা
অয়ি মম আলেখ্য-নিন্দিতা !

(চিত্রাঙ্কণে, অর্ঘ্য)

২। তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন !
জানি না মূলে !
গুঞ্জরি কেহ কহে কানে কানে,
কুহরিয়া কেহ গাহে বনে বনে,
তাই কভু আসে সংশয় মনে—
আপনা ভুলে,

(অপবাদ, অর্ঘ্য)

৩। অপূর্ব বাসনা যত অস্ফুট মুকুল মত—
ধূলায় রহিয়া গেল পড়ি !
জীবনের কত ব্রত, অসম্পূর্ণ চিত্র মত,
হেথা হোথা রল' ছড়াছড়ি !

(জীবন সন্ধ্যায়, অর্ঘ্য)

'অর্ঘ্যে'র পর কবির আরো দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালে 'স্বদেশিনী' ও ১৩০৭ সালে 'সিন্ধুগাথা'। 'স্বদেশিনী'র পেছনে সে যুগের স্বাদেশিক প্রেরণা ছিল। তা ছাড়া কবির অন্যতম মানসগুরু হেমচন্দ্রের প্রভাব ছিল মনে হয়। যেমন 'আত্মদ্রোহিতা'। সে যুগের অনেকগুলি ঘটনা কবি এতে ধরে রেখেছেন—'রাখী সংক্রান্তি,' 'অঙ্গচ্ছেদ' ইত্যাদি। 'বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান'টি সে যুগের ভাঙা কীর্তন ও বাউল মিশ্রিত স্বদেশী গানের ধারাকে স্মরণে জাগায়। এই গ্রন্থের 'শিবাজী উৎসব' গানটি ১৩০৯ সালে সখারাম গণেশ দেউস্করের আহ্বানে পালিত শিবাজী উৎসবের সময় রচিত। সখারামের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথও এই সময় 'শিবাজীর দীক্ষা' রচনা করেন। বাংলার অন্তঃপুরিকারাও সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন— তার প্রমাণ গিরীন্দ্রমোহিনীর সংগীত। গানটির উপর সত্যেন্দ্রনাথের "সবে মিলি ভারত সন্তান" গানটির প্রভাব আছে মনে হয়। বসুমতী-গ্রন্থাবলীতে গানটি আছে কিন্তু ৯, ১০, ১১ চরণ ভুল মুদ্রিত হয়েছে। সে তিনটি চরণ উদ্ধৃত করলাম—

কত শিবময় সে শিব-বাহিনী।[১]
কত শক্তিময় সে শিব-বাহিনী !
বল শিব শিব ; জপ শিব বাণী,—

১. শিবাজী (সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত) ১৩১৩, বৈশাখ (শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের সংগ্রহে প্রাপ্ত)।

'সিন্ধুগাথা' কবি উৎসর্গ করেন স্বর্গীয় পিতাকে। স্বর্ণকুমারী এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"পতিস্মৃতি উদ্বেলিত হৃদয় সিন্ধুর গম্ভীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত।" কিন্তু মনে হয় 'অশ্রুকণা,' 'আভাষ' ও 'অর্ঘ্যে'র প্রতিভা যেন এখানে অবসিত। কয়েকটি সুন্দর চিত্রধর্মী কবিতা এখানেও আছে, কিন্তু ভাবধর্মের গভীরতা বিশেষ নেই। ১৩১৪ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, এ বছরেই কবি 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। প্রথম বছরে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতির রচনা ছিল। এই সময়কার রচনা 'অলক' ও 'প্রবন্ধ প্রতিভা'য় (বসুমতী গ্রন্থাবলী) স্থান পেয়েছে বলে ব্রজেনবাবু বলেছেন। কিন্তু 'অলকে'র দু-একটি কবিতা পূর্ববর্তী গ্রন্থেও দেখা যায়, যেমন—'বাদল' (আভাষ ও মীরাবাই), 'মন্ত্রহীনা' (অর্ঘ্য) ইত্যাদি।

'প্রবন্ধ-প্রতিভায়' কবির গদ্যরচনার নিদর্শন আছে। গিরীন্দ্রমোহিনী যে গদ্য ও পদ্যের জুড়িগাড়ি সমানে চালাতে পারতেন এ কথাটি না জানলে তার প্রতিভার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। "বুড়ার অ্যালবামে" যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব আছে তবু রম্যরচনা হিসাবে এর মূল্য স্বীকার্য্য।

১। " 'আমি' কে জান কি ? আমি তোমাদের সেই নির্জন সঙ্গিনী, আনন্দ, দুঃখ ও সুখ বিধায়িনী ত্রিকাল-চিত্রকরী শ্রীমতী স্মৃতি। আমারই লোহার সিন্ধুকটি বুড়ার সম্বল। ......বুড়ার এ্যালবাম দেখিতে ভাল লাগিবে কি ? যাই হ'ক দেখিতে যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন দেখ।" (বুড়ার এ্যালবাম : প্রবন্ধ-প্রতিভা, বসুমতী গ্রন্থাবলী)

২। "যাহা কিছু সুন্দর, তাহার মধ্যেই অতৃপ্তি বিরাজিত, তাই যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই অনন্ত, তৃপ্তি সুখ নহে—উহা পার্থিব বস্তু, অতৃপ্তিই সুখ—অতৃপ্তি অনন্তের সোপান। ......প্রেম সুন্দরের মধ্যে সুন্দর, প্রেম অনন্ত। সেই জন্যই প্রেমে এত অতৃপ্তি! প্রেম, তাই কি তোমাকে 'কোটি কোটি জনম হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল ?' তুমি এক জন্মের আয়ত্ত নও বলিয়া, তুমি অনন্ত বলিয়া, তাই কি প্রকৃতি-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ প্রেমিক কবি তোমার উদ্দেশে বলিয়া গিয়াছেন 'লাখে না মিলল এক ?' জানি না তুমি কোন মহাযামিনীর সুখ-স্বপ্ন !" (তৃপ্তি, প্রবন্ধ-প্রতিভা, বসুমতী গ্রন্থাবলী)

১৩৩১ সালের ২৮শে শ্রাবণ গিরীন্দ্রমোহিনীর দেহান্তর ঘটে। তাঁর বেশ কিছু রচনা এখনো ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। যেমন 'জাহ্নবী' পত্রিকায় (১৩১৪) 'জাহ্নবী,' 'শ্রাবণে,' 'আতিথ্যে,' 'সুন্দরের প্রতি' ; চন্দ্রনাথ বসুর 'সাবিত্রী-তত্ত্বে'র সমালোচনা। মাসিক বসুমতীতে (১৩৩৩) 'এই ত জীবন' ; বার্ষিক বসুমতীতে (১৩৩৩) 'অমানিশার অশ্রু' ও 'পার্বতী', ; মাসিক বসুমতীতে (১৩৩৪) 'নববর্ষ' ইত্যাদি। উল্লিখিত কবিতাগুলির সবই যে কবিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে তা নয়। তবে কখনো কখনো সুন্দর চরণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—

পদ্মকলির বুকের মাঝে
ব্যথার আঁখি-জল

আমার এই বুকেতে লুকিয়ে আছে
তরল মুক্তাফল। (অমানিশার অশ্রু)

প্রবন্ধটির পটভূমিকায় যে গ্রন্থগুলি আছে :—

১। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (পঞ্চম খণ্ড) ৫৫ সংখ্যা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী (বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির) ১৩৩৪ (১ম সং)
৩। শিবাজী, সখারাম গণেশ দেউস্কর বৈশাখ, ১৩১৩
৪। বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০
৫। ভারতী, আশ্বিন, ১৩১৭
৬। নব্যভারত, আষাঢ়, ১২৯৪
৭। জাহ্নবী, ১৩১৪
৮। মাসিক বসুমতী ও বার্ষিক বসুমতী, ১৩৩৩
৯। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩৩৪
১০। মানসী ও মর্মবাণী, কার্তিক, ১৩৩২
১১। ভারতী ও বালক, ১২৯৪
১২। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৮৮০ শক

প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ

(২)

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

চ। কবি আত্মারামের সারদাচরিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গ-উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে সরস্বতী মাহাত্ম্য-কাহিনীর একটি বিশিষ্ট ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধারার অন্যতম কবি দয়ারাম দাসের সারদাচরিত বা ধূলাকুটার পালা (ধুনাকুটা নহে) পাঠক সমাজে সুপরিচিত। আমরা সম্প্রতি কবি আত্মারামের সারদাচরিতের একখানি তালপত্রের পুঁথি পাইয়াছি। পুঁথিখানির বিশেষত্ব এই যে, উহা উড়িয়া হরপে লেখা বাংলা পুঁথি। বঙ্গ-উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে যেমন উড়িয়া হরপে বাংলা পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই বাংলা হরপেও উড়িয়া পুঁথি সুদুর্লভ নয়।[১] আলোচ্য পুঁথির আকার ১৪" × ১½", ৩৪ খানি পত্রে সম্পূর্ণ। উভয় পৃষ্ঠায় ৪ পংক্তি করিয়া লেখা। পুঁথিতে পত্রাঙ্ক নাই, লিপিকালও নাই। বয়স আনুমানিক দেড়শত বৎসর। কবির ভণিতা—

কবি আত্মারাম বলে সারদা চরণে। আপনি যাহারে দয়া করিলে স্বপনে॥
কবি আত্মারামে বলে আপনার কর্ম্মফলে তুমি হবে সারদার দাস॥

দয়ারামের কাব্যের সহিত আত্মারামের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করিতেছি। দয়ারামের কাব্যে সুরেশ্বরের রাজা সুবাহু শিবের বরে পুত্রলাভ করেন, আর আত্মারামের কাব্যে চাঁপদার অধিপতি চন্দ্রকেতু সরস্বতীর কৃপায় পুত্রের জনক হন। সুবাহুর পুত্রের নাম লক্ষধর, আর চন্দ্রকেতুর পুত্র জয়কেতু। লক্ষধর বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত কিছুই লেখাপড়া শিখিতে পারিল না, আর জয়কেতু অল্প বয়সে বিদ্যা অধিগত করিলেও, সরস্বতীর প্রতি ভক্তি না থাকায় দেবী তাহার সকল বিদ্যা হরণ করিলেন। দয়ারামের কাব্যে সুবাহু পুত্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেও, কোটাল কৌশলে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়া বনবাস দিয়া আসিল, আর আত্মারামের কাব্যে চন্দ্রকেতু সরাসরি পুত্রের বনবাসের আদেশ প্রচার করেন। দয়ারামের কাব্যে সরস্বতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে লক্ষধরকে পালন করিতে লাগিলেন, আর আত্মারামের কাব্যে জয়কেতু বনে মেনকা মালিনীর ছয়কুড়ি ছাগল চরাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন ঘটনাক্রমে লক্ষধর 'বৈদের' দেশের রাজার পঞ্চকন্যার নিকট উপস্থিত হইল, আর জয়কেতু নিষিদ্ধ উত্তর দিকে ছাগল চরাইতে গিয়া পঞ্চ কন্যার সাক্ষাৎ লাভ করিল। দয়ারামের কাব্যে শ্রীপঞ্চমীর রাত্রে দেবী পূজা গ্রহণ করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়া গেলে, লক্ষধর তাঁহাকে খাটের খুরায় বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করিল, আর

১. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পুঁথি সংখ্যা ৯৬৩

আত্মারামের কাব্যে দেবী কাঠবিড়ালীর বেশে পূজোপকরণ আহার করিতে আসিয়া জয়কেতুর 'আখা'র মধ্যে প্রবেশ করিলে, জয়কেতু আখার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া দেবীকে 'বালিয়ার ছাল' দিয়া প্রহার করিল। দয়ারামের কাব্যে শিক্ষক জনার্দন পণ্ডিতই পঞ্চকন্যা লইয়া পলায়নের মতলব করিয়াছিল, আর আত্মারামের কাব্যে শিক্ষক পুরন্দর চক্রবর্তীর পুত্র শুকদেব চক্রবর্তীই পঞ্চকন্যা লইয়া পলাইবার ফিকির খুঁজিয়াছিল। লক্ষধরের ডিঙ্গা সুরেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল, আর জয়কেতুর ডিঙ্গা সিংহলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়াছিল।

কাঁথি (মেদিনীপুর) নীহার প্রেস হইতে ১৩৫৭ সালে কবি আত্মারামের 'সারদামঙ্গল বা ধুলাকুটার পালা'র দ্বাদশ সংস্করণ বাহির হইতে দেখিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয়, এই পুস্তিকাটির প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকার বা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস লেখকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই। মেদিনীপুর নিবাসী স্বর্গীয় কেদারনাথ মণ্ডল মহাশয়ের নিকট আত্মারামের 'বাঘাম্বরের পালা' ও শীতলাচরণের 'সারদামঙ্গল' পুঁথিদ্বয় ছিল।[১] দুঃখের বিষয়, অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সহিত উক্ত পুঁথিদ্বয়ও কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সত্যনারায়ণ পাচালি-রচয়িতা দ্বিজ আত্মারাম ও আলোচ্য কবি আত্মারাম অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়।

ছ। শ্রীমন্ত দাসের 'গৌর অবতার'?

চৈতন্যদেবের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে যেমন কয়েকখানি মূল্যবান কাব্য রচিত হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার জীবনের কোন কোন বিশিষ্ট ঘটনা লইয়াও বহু কবি কাব্য রচনা করেন। যেমন বাসুদেব ঘোষ, ধ্রুপরাজ বংশী[২] প্রভৃতির রচিত গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস। আমরা সম্প্রতি শ্রীমন্তদাসের গৌরাঙ্গবিষয়ক একখানি খণ্ডিত পুঁথি পাইয়াছি। প্রথম চারিখানি পত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছে। পুঁথির আকার ১৩″×৪½″, আনুমানিক দেড় শত বৎসরের পুরাতন। শ্রীমন্ত দাসের প্রসাদ বা প্রহ্লাদচরিত্রের পুঁথি পাইবার পর এই অপ্রকাশিত পুঁথিখানি পাওয়া গেল। পুঁথির প্রারম্ভে চৈতন্যদেব সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলিয়া তাঁহার গৃহত্যাগের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, কাজেই ইহাকে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পুঁথি বলিয়াই মনে হয়।

কবির ভণিতা—

হরিনাম সংকীর্ত্তন চারিবেদ সার। রচিলা শ্রীমন্ত দাস গৌর অবতার॥
গৌর অবতার কথা বড়ই মধুর। শ্রীমন্ত রচিল পদ শোক গেল দূর॥

রচনার নমুনা—

দ্বাদশ বৎসরের গৌরাঙ্গ দিব্য মূরতি। অষ্টমিতে আইলা তথা কেশব ভারতি॥
কর্ণে দিলে বীজমন্ত্র হইল বেসধারী। ভ্রমিলা অনেক দেশ কাসি কাস্ত পুরি॥

---

১. কেদারনাথ মণ্ডল-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের (১৩৩৫) ভূমিকা পৃ. ১
২. শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদের বাঙ্গালা পুথির তালিকা, প্রথম খণ্ড (১৩৫২) পৃ. ১

দ্বারকা মথুরা আদি শ্রীবৃন্দাবন। গয়া বারানসি আর গিরি গোবর্দ্ধন ॥
দক্ষিণে জলধি গেলা জথা জগন্নাথ। সেতুবন্ধ রামেশ্বর কাঙরি কামত ॥
পঞ্চকুটি মেরুর পদ সুমেরু পর্ব্বতে। হেমগিরি হিমগিরি গতে ॥
উদয়াস্ত গিরি গেলা অজোধ্যা নগর। পূর্ব্ব পশ্চিম আর দক্ষিণ উত্তর ॥...
নবদ্বীপ নিজ পাট প্রভুর নিবাস। আপনে জাহে মহাপ্রভু লভিলা সন্ন্যাস ॥
দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে নানা বেসধারি। হরিদাস শ্রীনিবাস গুপ্ত মুরারি ॥
দণ্ড কমণ্ডলধারি জত তীর্থবাসি। শ্রীনিবাস সঙ্গে আছেন আন্তের সন্ন্যাসী ॥
শ্রীশান্তিপুরবাসী আচার্য গোসাঞি। জার সঙ্গে মহাপ্রভুর তিলেক ভেদ নাই ॥
সভে মেলি যুক্তি করি বসি একাসনে। জীবের নিস্তার হেতু ভাবিলেন মনে ॥
মনেতে ভাবিলা প্রভু শমনের ডরে। হরিনাম সংকীর্ত্তন দেন ঘরে ঘরে ॥

জ। দুঃখী শ্যামদাসের 'তুলসীবন্দনা'।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃষ্ণমঙ্গলের কবি দুঃখী শ্যামদাসের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দুঃখের বিষয়, তাঁহার 'গোবিন্দমঙ্গলে'র একখানি প্রামাণিক সংস্করণ অদ্যাবধি প্রকাশিত হইল না, বঙ্গবাসী সংস্করণও বর্তমানে সুলভ নয়। গোবিন্দমঙ্গল ছাড়াও দুঃখী শ্যামদাস একখানি একাদশীর পাঁচালি রচনা করেন এবং শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বন করিয়া মূল ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন বলিয়া যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় জানাইয়াছেন।[1] গোবিন্দ-মঙ্গলের কবি দুঃখী শ্যামদাস ও 'গুরুদক্ষিণা' পাঁচালির রচয়িতা 'দুঃখিত শ্যামদাস' একই ব্যক্তি কিনা, তাহা পণ্ডিতগণেরই বিচার্য।

গোবিন্দমঙ্গলের কোন কোন পুঁথিতে চৈতন্য বন্দনা, গুরু বন্দনা ও শ্রীরাম বন্দনা পাওয়া গেলেও, বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক সেগুলি মুদ্রিত করেন নাই। শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় একখানি প্রাচীন পুঁথি (সন ১১২৪ সাল) হইতে শ্রীরাম বন্দনা, চৈতন্য বন্দনা ও বৈষ্ণব বন্দনা প্রকাশ করিয়া পাঠকদের বিচারের সুযোগ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া গুরু বন্দনা, ন মাহাত্ম্যের বিবরণ, শিববন্দনা, রাগবন্দনা ও গঙ্গার জন্ম—এই কয়টি নূতন অংশের সংবাদও তিনি দিয়াছেন।[2] আমরা একখানি বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধের পুঁথিতে দুঃখী শ্যামদাসের একটি তুলসীবন্দনা পাইয়াছি। পুঁথির লিপিকাল সন ১২১৮ সালের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ। দুঃখের বিষয় পুঁথির কালি জলিয়া যাইতেছে, পরে পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব হইবে বিবেচনায় এই অপ্রকাশিত পদটি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বন্দো মাতা তুলশি ত্রৈলোক্যতারিণী। আগম নিগম তন্ত্র বেদেতে বাখানি ॥
জাহার পত্রেতে গোবিন্দ অভিলাসি। বল্লুকায় তপস্যা করেন সাটি সহস্র রিশি ॥

---

১. বঙ্গ সাহিত্যে মেদিনীপুর (১৩২১) পৃ. ৪৪
২. বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ, ১৩৫৯, পৃ. ১০৩

তপস্যা ভঙ্গ হইলা না পায়্যা তুলশি। খিরদ উত্তর তীরে বসি সর্ব্ব রিশি ॥
ধন্য মাতা তুলশি আনিলা রঘুপতি। প্রাতকালে ছড়া ঝাটি সন্ধ্যাকালে বাতি ॥
তুলশি সেবন কৈলে বিষ্ণুলোকে স্থিতি। তুলশি মহিমা মাত্র জানেন পশুপতি ॥
সেইত তুলশি তাহে হয় বহু ফুল। তাহা শিরে জল দিলে গঙ্গা সমতুল ॥
তুলশি পত্রের জল যেই নর খায়। ইহলোক সুখে থাকে আন্তে সর্গ জায় ॥
তুলশি কাষ্ঠের মালা জেই ধরে শিরে। অবিলম্বে সেইজন জায় বিষ্ণুপুরে ॥
তুলশি কৃষ্ণের মালা গলাতে জে ধরে। চতুর্দ্দশ জম তার কি করিতে পারে ॥
জথায় তুলশির গাছ রহিয়া জায় মাটি। তেত্রিশ কোটি দেব আসি দেন গড়ানটি ॥
শুনহ ভকত সভ তুলশি মহিমা। শুকদেব নারদ আদি দিতে নারে সীমা ॥
সত্যভামা কৃষ্ণে নারদে কৈলে দান। নারদ কৃষ্ণেরে পাইয়া নিজপুরে জান ॥
তরাজু ধরিয়া জুখে জত দেবগণ। একদিগে বসাল্যা কৃষ্ণে আর দিগে ধন ॥
জত ধন দিল তাহা সকলি অমূল। তথাচ না হল্য কৃষ্ণনাম সমতুল ॥
হেনঞি সময় তথা উদ্ধব ভকত। কিঞ্চিত জানেন তিহো তুলশি মহত্ত ॥
সকলি ফেলায়্যা দিল এক তুলশির পাত। তাহার সমান হৈলা প্রভু রাধানাথ ॥
বক্ষে বৈসেন নরসিংহ ফুলে মহাদেব। তারতলে বৈসেন তেত্রিশ কোটি দেব ॥
তুলশি কৃষ্ণেরে ছাড়া নহে কদাচন। ইহার বৃত্তান্ত সর্ব জানে ত্রিনয়ন ॥
জয় ২ হরিধ্বনি এ তিন ভুবনে। দুখী শ্যামদাস কহে তুলশি সেবনে ॥

ঝ। বলরাম দাসের 'গুরু গোসাঞি মাহাত্ম্য'।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একাধিক কবি বা পদকর্তা বলরাম দাস আছেন। ওড়িয়াতেও প্রসিদ্ধ রামায়ণকার বলরাম দাস আছেন। বলরাম দাস-ভণিতায় বহু পুঁথি আবিষ্কৃত হইলেও বর্তমান পুঁথির নাম কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা 'গুরু গোসাঞি মাহাত্ম্যে'র দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি। একটির লেখা বেশীর ভাগই জলিয়া গিয়াছে, অপরটির অবস্থা মন্দ নহে। শেষোক্ত পুঁথির আকার ১৩″ × ৪½″; তুলাজ করা কাগজে মাত্র তিনখানি পত্রে সম্পূর্ণ। লিপিকাল—'সন ১১৫৭ তারিখ ২৫ চৈত্র'।

বলরাম গুরু আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া গুরুসেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 'গুরু অনুগত হৈয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লৈয়া সদা কর গুরুর সেবন।' গুরু হরি অভেদজ্ঞানে একনিষ্ঠভাবে গুরুসেবা করিলে তবেই জীবের মুক্তি। গুরুবাক্যলঙ্ঘন গুরুলঙ্ঘনেরই সমতুল্য। বলরামের সূত্রে—

হরি যদি রুষ্ট হন গুরু করে পরিত্রাণ গুরুদেব রুষ্ট হয় জারে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবে আর নানা তীর্থ সেবে কেহো তারে নিস্তারিতে নারে ॥

তাই তিনি উপদেশ দিতেছেন—

কৃষ্ণ মন্ত্রতত্ত্ব বার্তা গুরু সেই সর্ব্বজ্ঞাতা তাহারে ভজিব দৃঢ় করি।
বৈষ্ণব গুরু করি দীক্ষা করিবেক অতিনিষ্ঠা শ্রদ্ধা করি ভজিব তাঁহারে ॥

(শ্রীহরি ?)

ভণিতা—

বলরাম দাস কহে ইথে কিছু আন নহে সর্ব্ব শাস্ত্র ইথে আছে সাক্ষী ॥
সংক্ষেপে কহিল এই বলরাম দাস সেই সাবধানে শুনে ভক্তি রহে ॥

নিবন্ধটি আগাগোড়া ত্রিপদীতে রচিত।

৫৩। যুগলকিশোর দাস অধিকারীর 'শরীর নির্ণয়'।

বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগলদাস বা যুগলকিশোর দাস-ভণিতায় বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যুগলকিশোর দাস অধিকারীর ভণিতায় কোন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। আমরা সম্প্রতি যুগলকিশোর দাস অধিকারী-ভণিতায় শরীর নির্ণয়ের একখানি পুঁথি পাইয়াছি। পুঁথির আকার ১৩¼″ × ৪½″; এগারখানি পত্রে সম্পূর্ণ, উভয় পৃষ্ঠায় লেখা। পুষ্পিকা—"ইতি শ্রীস্বরির নির্ব্বয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। সক্ষর শ্রীপ্রেমচাদ দাষ অধিকারী সাং দুর্গাপুর। পঠতিয় শ্রীযুত ব্রজমোহন দাষ সাং জানালাবাদ পরগণে মণ্ডলঘাট সন ১২৩১ সাল তাং ২০ অগ্রহায়ণ।"

যুগলকিশোর সপারিষদ চৈতন্যের বন্দনা করিয়া মদনগোপালের করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন। যুগলকিশোরের মতে জীব পাপপুণ্য অনুসারেই মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে। কোন্ পাপে কোন্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কবি তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। পূর্বজন্মের কিছু কিছু অভ্যাস যে পরজন্মেও প্রতিফলিত হয় ইহারও সরস বর্ণনা তিনি দিয়াছেন।

বানরদেহ ছাড়ি জে মনুষ্যদেহ ধরে। বানরের কায্য সেই ছাড়িতে না পারে ॥
সমস্ত দিবস তার মুখ ব্যাজ নয়। কাষ্ঠ চর্ব্বণা করে জদি কিছু না মিলয় ॥
তার জন্মে জেবা হয় কুক্কুর শৃগাল। রাত্রিদিন গান করি বেড়ায় পচাল।
আর জন্মেতে ভূত জেবা এ জন্মেতে নর। বৎসর বৎসর তার এক ঠাঁই ঘর ॥

যুগলকিশোরের মতে বহু পুণ্যফলেই মনুষ্যজন্ম লাভ ঘটে। মানবদেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড, জীবাত্মা, পরমাত্মা, ষড়রিপু, পঞ্চভূত, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত দ্বীপ ইত্যাদি বিরাজিত। যুগলকিশোর বলেন—

শরীরের মধ্যে এই দশ দ্বার হয়। দশ প্রাণ পুরুষ সেই দশ দ্বারে বয় ॥
দশ পবন বৈসে দশ দ্বার মাঝে। দশ প্রাণ পুরুষ তার সঙ্গেতে বিরাজে ॥

এবং সপ্ত দ্বীপে সপ্ত সাঁই বিরাজ করেন। রাজা যেমন তহশীলদারের সাহায্যে রাজ্য চালনা করেন, 'করতার'ও তেমনই যমকে লইয়া সংসার চালনা করিতেছেন। জীবের দুর্গতি-মোচনের জন্য যুগলকিশোর অক্ষর সাধনা করিয়া রাধাশ্যামমদনমোহনের ভজনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গকার বলিয়া নাম নিত্য সেবা কর শ্যাম কায়মনে ভজ রাধা মদনমোহন।

কবির ভণিতা—

মদনগোপাল দীনবন্ধু প্রভু মোর। তাহার দাসের দাস যুগল কিশোর ॥
একে কহি অর্থে ইহাত বিচারি। বিরচিল কিশোর দাস অধিকারী ॥
মদনগোপাল মোরে জে আজ্ঞা কহিল। কিশোর দাসের মনে তাহাই রচিল ॥

যুগলকিশোর দাস ও যুগলকিশোর দাস-অধিকারী একই কি পৃথক ব্যক্তি, পণ্ডিতগণই তাহা স্থির করুন।

ভ্রম সংশোধন

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার (১৩৬৪) ৩য়-৪র্থ সংখ্যায় 'প্রাচীন সাহিত্য-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে ১২০ পৃষ্ঠায় ১৫শ ও ১৬শ পংক্তিতে বন্দি ধর্ম্মসেন ও বন্দি ধর্ম্মদাস স্থলে যথাক্রমে 'বদ্ধি' ধর্ম্মসেন ও 'বদ্ধি' ধর্ম্মদাস হইবে।

গোপাল উড়ে

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

কটকের জাজপুরে গোপালের জন্ম হয়। গোপাল অল্পবয়সে কলিকাতায় আসেন এবং তিনি নাকি রাস্তায় ফল বিক্রয় করিতেন। শোনা যায় বহুবাজারের এক বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তি রাধামোহন সরকারের গৃহে যখন সখের "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রার বৈঠক চলিতেছিল তখন গোপাল "চাঁপাকলা" বলিয়া পথে হাঁকিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া গৃহস্থ বাবুরা তাঁহাকে ফেরিওয়ালার কাজ হইতে নিবৃত্ত করিয়া গান শিখাইয়াছিলেন। গোপাল রাধামোহন সরকারের "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রায় মালিনী সাজিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। রাধামোহনের মৃত্যুর পর গোপাল নিজে স্বতন্ত্র দল গঠন করেন এবং পূর্বের বিদ্যাসুন্দর পালার বহু পরিবর্তন সাধন করেন। কথিত আছে সিঙ্গুরের ভৈরব হালদার নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। গোপাল নিজে গান রচনা করিতেন ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না কেননা তিনি লেখাপড়া জানিতেন এমন প্রমাণ নাই। গোপাল প্রিয়দর্শন, সুকণ্ঠ এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার গানের এবং যাত্রার খ্যাতি সেকালে মুখে মুখে ফিরিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত "ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ বেড়া" গানটি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই ঢঙের গান বাংলায় একসময় বিশেষ প্রচলিত ছিল এবং ক্রমে ইহা বাংলার একটি বিশিষ্ট রীতিতে পরিণত হইয়াছিল। এই গানটি ভিন্ন সুরে ওস্তাদি ঢঙেও গাওয়া হইত। তবে ইহা ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম।

কালাংড়া—আড়খেমটা

ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ বেড়া
ভ্রমরেতে গুন্ গুন্ করে কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে
আনন্দিত কুসুম বনে
আমার ঐ ফুলবাগানে তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া।

গোপাল উড়ের "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রা

স্বরসংগ্রহ—শ্রীকালীপদ পাঠক স্বরলিপি—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

গা II মা পা দা। পদা -নসা র্সনা। দা পা -া।-দপা -মগা গা I
ঐ দে খা যায় বা ০ ০ ০ ড়ি আ মা ০ ০ ০ ০ র্ চার

মা পদা দপা। মা -া পা ।পমা গা -া। -া -া মা I
দি কে ০ মা ০ ল ০ ঞ্চ বে ড়া ০ ০ ০ -ভ্র

মা মপা মগা। মা দা -া । না র্সা -া। র্সা -া নর্সা I
ম রে০ তে ০ গুন্ গু ন্ ক রে ০ কো ০ কি ০

-র্গা র্ঋা র্সা। না -া র্সনা। দা পা -া।-দপা -মগা গা II
০ লে তে দি ০ চ্ছে ০ সা ড়া ০ ০ ০ ০ ০ "ঐ"

দা II দা না র্সা। র্ঋা র্সা -র্ঋর্সা। না র্সা -া। -া -া না I
ভ্র ম রা ভ্র ম রী ০ ০ স নে ০ ০ ০ আ

র্সা না ধা। ধা ধা -পধনা। না না -া। -া -া দা I
ন ন্দি ত কু সু ০ ০ ম্ ব নে ০ ০ ০ ভ্র

দা না র্সা। র্ঋা র্সা -র্ঋর্সা। না র্সা -া। -া -া র্সা I
ম রা ভ্র ম রী ০ ০ স নে ০ ০ ০ আ

নর্সর্গা র্ঋা র্সা। না র্সা -র্সনা। দা পা -া। -া -া গা I
ন ০ ০ ন্দি ত কু সু ম্ ব নে ০ ০ ০ আ

মা পা দা। পা গা দণা। দা পা -া। না -র্সা নর্সা I
মার এ ই ফু ল্ বা গা নে ০ তি ০ লে

-র্গা র্ঋা র্সর্ঋা। না র্সা র্সনা। দা পা -া। -দপা -মগা গা IIII
ক্ নাই ব ০ স ন্ ত ০ ছা ড়া ০ ০ ০ ০ ০ "ঐ"

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পঞ্চষষ্টিতম বর্ষ ॥ বার্ষিক সূচীপত্র

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিষয়-সূচী

চিত্রসূচী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চতুঃষষ্টিতম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

পরিষদের বিগত বার্ষিক অধিবেশন ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্যসেবী ও সদস্য পরলোকগমন করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি।

পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য, ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং আলোচ্য বর্ষের সহকারী সভাপতি আচার্য্য যদুনাথ সরকার বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ তারিখে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল তিনি পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩২৫ সালে প্রথমবার তিনি সহকারী সভাপতিপদে ও ১৩৪২ সালে প্রথমবার সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। সেই সময় হইতে বিভিন্ন সময়ে সভাপতি বা সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪২ সালে নানাকারণে পরিষদের অবস্থা যখন নৈরাশ্যজনক হইয়া উঠে, তখন সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া তিনি পরিষদের উন্নতিমূলক অনেক কার্য্যের পত্তন করেন ও পরবর্তী দশ এগার বৎসরকাল তাঁহারই নেতৃত্বে পরিষদের সর্ব্ববিভাগে উন্নতি ঘটে। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে সমস্ত নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষ কার্য্যের ধারা নূতন খাতে বহাইয়া দিয়া পরিষদের নবজীবন সঞ্চারে সহায়ক হন, নিঃসন্দেহে তাঁহারা তাঁহার উৎসাহে ও দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত হইয়াছিলেন। বিগত ৬ই আষাঢ় একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া পরিষৎ তাঁহার পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথ রায়—বহুদিন পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন। পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পরিষদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত করান। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তক আছে।

জিতেন্দ্রনাথ বসু—প্রায় ৩০ বৎসরকাল নানাভাবে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বহুবৎসর ধরিয়া তিনি পরিষদের সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অনুরূপা দেবী—সাধারণ সদস্য হিসাবে পরিষদে যোগদান করেন। পরে তিনি অন্যতম সহকারী সভানেত্রীর পদে নির্বাচিত হন। বিগত ৫ই আষাঢ় একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—রাজসাহী কলেজে কার্য্যকালে রংপুর শাখা-পরিষদের মাধ্যমে পরিষদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন। পরিষদের দর্শন-শাখার সদস্য হিসাবে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। ১৩৪৭।৪৮ বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পরিষদের সহিত যোগাযোগ রাখিতে না পারিলেও তিনি সর্ব্বদা পরিষদের মঙ্গল চিন্তা করিতেন। পরিষদের সদস্য ও বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বিজয়েন্দ্রনাথ শীল বিগত ১লা শ্রাবণ দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিজয়েন্দ্রবাবু মাঝে মাঝে পুস্তকাদি দিয়া

পরিষৎকে সহায়তা করিয়াছেন। এই সকল সদস্যের বিয়োগে পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

আনন্দ-সংবাদ : পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চীন সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় সাহিত্যিকগণের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে চীনদেশে গিয়া বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন। পরে রুশ-সরকারের আমন্ত্রণে এশিয়ান ও আফ্রিকান রাইটার্স কনফারেন্সের বিষয় সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে ভারতীয় সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিত্ব করিতে মস্কো গিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং বর্ত্তমানে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ও চিকাগো ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন বিষয়ক বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ড° শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও সদস্য ড° শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দ্বয় আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়াছেন। ড° শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন অসুস্থ হইয়া বর্তমানে লণ্ডনে আছেন। তিনি সুস্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করুন ইহা কামনা করিতেছি।

পরিষদের বান্ধব ও বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণ।

বান্ধব : রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

বিশিষ্ট সদস্য : যদুনাথ সরকার (মৃত্যু ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫) ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন-সদস্য : একত্রিশজন—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ২। ড° শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৩। ড° শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৪। ড° শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৫। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৬। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ৭। শ্রীহরিহর শেঠ, ৮। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ৯। শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, ১০। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১১। ড° শ্রীরঘুবীর সিং, ১২। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৩। শ্রীবীণাপাণি দেবী, ১৪। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৫। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ১৬। রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৭। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ১৮। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, ২০। শ্রীত্রিদিবেশ বসু, ২১। শ্রীজগন্নাথ কোলে, ২২। শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, ২৩। শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, ২৪। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন, ২৬। শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭। শ্রীসুধাকান্ত দে, ২৮। শ্রীবিভূভূষণ চৌধুরী, ২৯। শ্রীঅজিত বসু, ৩০। শ্রীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী ও ৩১। শ্রীআর্থার হিউজ।

অধ্যাপক সদস্য : বর্ষশেষে ৮ জন।

সহায়ক সদস্য : বর্ষশেষে ৬ জন।

সাধারণ সদস্য ঃ কলিকাতাবাসী ৭২৩ জন, মফঃস্বলবাসী ৪৭ জন, মোট ৭৭০ জন।

আলোচ্য বর্ষে ৩ জন মফঃস্বলবাসী সহ মোট ১৮৩ জন পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন। দীর্ঘকাল চাঁদা বাকী পড়ায় বর্ষশেষে ৯৩ জনের নাম সদস্য তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ৪৪ জন সাধারণ সদস্য, পদত্যাগ করিয়াছেন।

চতুঃষষ্টিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণ

সভাপতি : ড° শ্রীসুশীলকুমার দে ; সহকারী সভাপতিগণ : শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, যদুনাথ সরকার, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও ড° শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; সম্পাদক : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদকগণ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ; চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ; গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ; পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ; পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ; কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ।

কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ : (সদস্যগণ পক্ষে) শ্রীআমিনুর রহমান, রেভাঃ এ. দোঁতেন, শ্রীকামিনীকুমাব কর রায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টচার্য্য, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীসুশীল রায়। (শাখাপরিষৎ পক্ষে) শ্রীঅতুল্যচরণ দে, শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, শ্রীমানিকলাল সিংহ, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। (পৌরসভার প্রতিনিধি) ডাঃ কানাইলাল দাস।

পরিষদের বিবিধ কার্য্যকলাপের বিবরণঃ ১। পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের সহায়তার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্যবর্ষেও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শাখাসমিতি ও চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, ছাপাখানা, গ্রন্থপ্রকাশ, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সকল সমিতির উদ্যমশীলতার উপর পরিষদের কর্মক্ষেত্রের প্রসার নির্ভর করিতেছে ; আগামী বর্ষে পরিষৎ এই সমিতিগুলিকে আরও সক্রিয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন।

২। নিয়মাবলী-সংশোধন উপসমিতি কয়েক বৎসরের চেষ্টার পর আলোচ্য বর্ষে নিয়মাবলীর সংশোধন কাজ শেষ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি দ্বারা পরীক্ষিত হইতেছে। যথাসময়ে সংশোধিত নিয়মাবলী পরিষদের সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করা হইবে।

৩। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিষদের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছে :

(ক) **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়**

(১) বিদ্যাসাগর বক্তৃতা সমিতি : ড° শ্রীসুশীলকুমার দে।

(২) সরোজিনী পদক সমিতি : শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(৩) লীলাদেবী পুরস্কার সমিতি : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(খ) **নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন, আমেদাবাদ**—

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(গ) **বঙ্কিম-সংগ্রহশালা, নৈহাটি**—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(ঘ) **ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাল রেকর্ডস কমিশন (গ্রন্থপ্রকাশ শাখা)**

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

৪। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার শতবার্ষিকী প্রদর্শনী"তে পরিষদের সংগ্রহভুক্ত পুস্তক ও প্রত্নবস্তু ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫। আলোচ্যবর্ষে পরিষদের স্থায়ী কর্ম্মচারীদের সকলেরই বেতন কিছু কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

পরিষদের বিশেষ বিশেষ অধিবেশন নিম্নলিখিত মত অনুষ্ঠিত হয়।

পরিষদের অধিবেশন

১। **৬৩ বার্ষিক অধিবেশন** : ২২ শ্রাবণ ১৩৬৪ ;

২। **প্রথম মাসিক অধিবেশন** : ২২ ভাদ্র ১৩৬৪ ;

৩। **দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন** : ৪ আশ্বিন ১৩৬৪ ;

৪। **তৃতীয় মাসিক অধিবেশন** : ১৬ কার্ত্তিক ১৩৬৪ ;

৫। **চতুর্থ মাসিক অধিবেশন** : ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ ;

৬। **পঞ্চম মাসিক অধিবেশন** : ২৭ পৌষ ১৩৬৪ ;

৭। **ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন** : ২৫ মাঘ ১৩৬৪ ;

৮। **সপ্তম মাসিক অধিবেশন** : ২৪ ফাল্গুন ১৩৬৪ ;

৯। **অষ্টম মাসিক অধিবেশন** : ২২ চৈত্র ১৩৬৪ ;

১০। **বিশেষ অধিবেশন** (অনুরূপা দেবীর মৃত্যুতে শোকসভা) ৫ আষাঢ় ১৩৬৫ ;

১১। **বিশেষ অধিবেশন** (ড° যদুনাথ সরকারের মৃত্যুতে শোকসভা) ৬ আষাঢ় ১৩৬৫ ;

১২। **কবি মধুসূদন দত্তের সমাধি স্তম্ভে মাল্যদান অনুষ্ঠান** : ১৪ আষাঢ় ১৩৬৫।

গ্রন্থপ্রকাশ : (ক) পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে সাহিত্য-সাধক চরিতমালার ১।২০।৪৫।৭০।৭৩ সংখ্যক পুস্তকগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী ও

বাশুলীমঙ্গল গ্রন্থখানির মুদ্রণের কার্য্য বর্ষমধ্যে শেষ না হইলেও তাহার মুদ্রণ এখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

(খ) ঝাড়গ্রাম তহবিল হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও মধুসূদনের "শর্ম্মিষ্ঠা" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ চলিতেছে।

(গ) লালগোলা তহবিল হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুণর্মুদ্রণ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার : আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে ৪৭৪৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হওয়ায় সাধারণ তহবিল হইতে ঋণ লইতে হইয়াছে। এই ব্যবস্থা চলিতে পারে না বলিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আগামী বৎসর হইতে নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৬৪ ভাগ দুইটি যুগ্মসংখ্যায় আলোচ্যবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩৬; প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১১; বিষয় এইরূপ : মঙ্গলকাব্য ১, ভাষাতত্ত্ব ১, ইতিহাস ১, পুথির বিবরণ ২, বিবিধ ৬।

পত্রিকা প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে যে বারশত টাকা পাওয়া যায়, তাহাতে পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না। সেই জন্য পরিষদের অন্য আয়ের উপর নির্ভর না করিয়া পত্রিকা কি উপায়ে আপন ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবে সে বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি চিন্তা করিতেছেন।

গ্রন্থাগার : (ক) পরিষদের গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অর্থসাহায্য করিয়াছেন, তাহার দ্বারা গড্‌রেজ এণ্ড বয়েস্ কোম্পানীর নিকট হইতে ২৪ প্রস্ত বিশেষ ধরণের ইস্পাতের পুস্তকাধার ক্রয়ে ১১,৯৭৮·৫৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ঐগুলি ভালো করিয়া সাজাইয়া রাখিবার জন্য রমেশ ভবনে কিছু ভাঙা গড়ার কাজে মিস্ত্রি ও অন্যান্য খরচ বাবদ ঐ টাকা হইতে ২০০০৲ টাকা লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ সরকার এই খাতে যে ১৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা প্রায় সমস্তই খরচ হইয়াছে—উপরন্তু আরও কিছু ব্যয় হইতেছে। আগামী বৎসরের উদ্বৃত্তপত্রে এই হিসাব দেখান হইবে।

(খ) কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীকেশবনের পরামর্শে তাঁহারই নির্ব্বাচিত কর্ম্মীদিগের সহায়তায় পরিষদের বিদ্যাসাগর সংগ্রহের অন্তর্গত ইংরাজী ও বাঙলা পুস্তকের পরিচয়মূলক কার্ড প্রস্তুত হইতেছে। পরিষদের সাধারণ পুস্তক সংগ্রহের জন্য অনুরূপ কার্ড তৈয়ারী ও গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ করিবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মীকে মাসিক বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই কাজ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে, সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ হাজার কার্ড প্রস্তুত হইয়াছে ও এই সংক্রান্ত খাতাগুলিতে তাহার অধিক সংখ্যক তোলা হইয়াছে। কার্ডগুলি সাজাইয়া রাখিবার জন্য ইস্পাতের Card Index Cabinet (৬টি) ক্রয় করা হইয়াছে এবং কাঠের ক্যাবিনেটও তৈয়ারী করা হইতেছে।

পরিষদ্ গ্রন্থাগার বৃহস্পতিবার ও ছুটির দিন ব্যতিরেকে প্রত্যহ ১টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা

পর্য্যন্ত খোলা থাকে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৯০জন পাঠক, পাঠিকা ও গবেষক পরিষদ্ গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ গ্রন্থাগারে মোট ৬৩০ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৪৫ খানি ক্রীত ও ২৮৫ খানি উপহার-প্রাপ্ত। পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে ৬ খানি দৈনিক, ১১ খানি সাপ্তাহিক ও ৩৪ খানি বিবিধ পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে।

শাখা-পরিষৎ ঃ আলোচ্য বর্ষে ভাগলপুর, মেদিনীপুর, শিলং, বিষ্ণুপুর ও নৈহাটি শাখার অধিবেশনাদি হইয়াছে। নূতন কোন শাখা স্থাপিত হয় নাই।

পুথিশালা ঃ আলোচ্যবর্ষে কোন পুথি সংগ্রহ করা যায় নাই। বর্ষশেষে পরিষদের সংগ্রহভুক্ত পুথির সংখ্যা পূর্ব বৎসরের মোট সংখ্যা ৬০৫৪ খানিই আছে।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত আলোচ্যবর্ষেও পরিষদের সংগ্রহভুক্ত পুথির মধ্যে ৩৩০ খানির (১০০১-১৩৩০) বিবরণমূলক তালিকা পরিষৎ-পত্রিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে। এই বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সমগ্র বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে।

চিত্রশালা ঃ পরিষদের চিত্রশালার সংগ্রহগুলি নূতন ভাবে বিন্যস্ত এবং সেগুলিকে উপযুক্ত ভাবে প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল। আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার সংগ্রহভুক্ত বিশেষ বিশেষ মূল্যবান দ্রব্যাদি পরিষদ্ ভবনের দ্বিতলের প্রশস্ততর ও অধিকতর আলোকিত অংশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্যে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা হইতেছে। পরিষদের সংগ্রহভুক্ত সমস্ত প্রত্নবস্তু পরিষদ্ ভবনে সাজাইয়া রাখিবার স্থান সঙ্কুলান হয় না। সেই জন্য রমেশভবনের একতলার হলে ও বারান্দায় ভারী ওজনের মূর্ত্তিগুলি রাখা হইবে স্থির হইয়াছে।

চকদীঘি হইতে প্রাপ্ত ও পূর্ব্বেকার সংগ্রহভুক্ত বহু দ্রব্যাদি এতাবৎ নম্বর করিয়া নিয়মমাফিক সেগুলির পরিচয় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই। এই কাজ ব্যয়সাপেক্ষ। পরিষদের সামান্য আয় হইতে এই বৃহৎ ব্যয় সঙ্কুলান করা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থ সাহায্য পাইবার চেষ্টা চলিতেছে। পরিষদ ভবনের দ্বিতলে চিত্রশালার দ্রব্যাদি বিন্যস্ত করিতে পরিষৎ আলোচ্যবর্ষে ২৩৫৯·৭২ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। আগামী বৎসরে বাহির হইতে সাহায্য লাভ না পাওয়া পর্য্যন্ত, পরিষৎকে এই খাতে আরও কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

আর্থিক অবস্থা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবৎসর নিয়মিত এবং কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে না হইলেও, প্রতিবৎসরের হিসাবে কয়েকটি বিশেষ কাজের জন্য কিছু অর্থ পরিষৎকে দান করিয়া থাকেন। কিন্তু চারিটি প্রধান বিভাগ সহ, সদস্যশ্রেণীর যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইয়া সাধারণের ব্যবহারার্থে পরিষদের সাধারণ পাঠাগার খোলা রাখিতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, কেবলমাত্র সদস্যগণের চাঁদা ও পুস্তক বিক্রয়ের অনিশ্চিত আয়ের দ্বারা সঙ্কলন করা সম্ভবপর নহে। এই অবস্থার আশু পরিবর্তন না করিতে

পারিলে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগকে সুচারুরূপে পরিচালনা করা অসম্ভব। পরিষদের গৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠানে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় পরিষদের দৈনন্দিন কার্য্য-পরিচালনায় অর্থাভাবের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্য পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষকে প্রায় সকল সময়েই চিন্তিত থাকিতে হইয়াছে; আজও হইতেছে। চলতি খরচের জন্য অচিরাৎ কোন বাঁধা আয়ের বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে এই মূল্যবৃদ্ধির দিনে অদূর ভবিষ্যতে পরিষৎকে সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে। সেই অবস্থার সম্মুখীন হইতে যাহাতে না হয় এই জন্য পরিষৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও দেশের ধনী ও গুণী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয় বিবরণে মোটের উপর কিছু লাভ দেখা গেলেও সাধারণ তহবিলে আয় অপেক্ষা ব্যয় কিছু অধিক বলিয়া মনে হইবে। আলোচ্য বর্ষের শেষার্দ্ধে পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ কতকগুলি পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ আরম্ভ করায় সেগুলির মুদ্রণ বর্ষের মধ্যে শেষ হইতে পারে নাই। সাধারণ তহবিল হইতে যে পরিমাণ অর্থ অধিক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হইবে, তাহা ১৩৬৫ সালে প্রকাশিত পুস্তকগুলির বিক্রয় মূল্য হইতে উদ্ধার হইয়া কিছু লাভ হইবে বলিয়া ভরসা করিতেছি।

পরিষদের গ্রন্থাগারে এবং পুথি ও চিত্রশালায় যে অমূল্য সম্পদ সংরক্ষিত হইয়া আছে, তাহা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া রাখার জন্য ও উৎসাহী গবেষকদিগকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা দিবার জন্য এখনই অন্ততঃ একলক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই কার্য্যের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছি ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যাহাতে কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়, সে বিষয়েও তৎপর হইয়াছি। দেশের ধনী ও গুণী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ সাহায্যের চেষ্টা চলিতেছে, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষৎকে তাঁহাদের নিয়মিত বাৎসরিক সাহায্য (পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশের জন্য বারো শত টাকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য দুই হাজার টাকা) মোট ৩২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষৎ ভবন ও রমেশ ভবনের ট্যাক্‌স রেহাই দিয়াছেন। এতব্যতীত গ্রন্থক্রয় বাবদ পৌরপ্রতিষ্ঠান সাতশত পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন তাহা ১৩৬৪ সালের প্রথমার্দ্ধের দিকে পাওয়া পাওয়া গিয়াছে। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীহেমরঞ্জন বসু কার্য্যনির্বাহক সমিতির জন্য সভ্য নির্ব্বাচন ও বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রদত্ত ভোট পত্র পরীক্ষা করিয়া উহার ফলাফল নির্ণয়ে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীসরলকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষদের হিসাবাদি সযত্নে পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকে এবং পরিষদের অন্যান্য হিতৈষী, যাঁহারা আরও নানা ভাবে পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, কার্য্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

উপসংহার ঃ অনেকের ধারণা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শুধু কয়েকটি সৌধের সমষ্টি ও পুথিপত্রের প্রাণহীন সংগ্রহশালা মাত্র। কিন্তু যিনি সহানুভূতিশীল সত্যসন্ধী, তিনি পরিষদের অজেয় প্রাণশক্তির পরিচয় নিশ্চয় পাইবেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টায় কখনও অনুকূল অবস্থায় শক্তি লাভ করিয়া, কখনও ঘটনা বিপর্যায়ে প্রতিকূল অবস্থায় একান্ত আত্মনির্ভর করিয়া পরিষৎ আজও তাহার অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। তাহার প্রাণের প্রকাশ শুধু তাহার প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আবদ্ধ নাই, বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহকরূপে তাহার স্থান আজ গুণীসমাজে স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্র সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্‌লা ও বাঙ্‌লার বাহিরের প্রায় প্রত্যেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অভিমত শ্রদ্ধার সহিত কামনা করিয়া থাকেন এবং পরিষদের আশীর্ব্বাদ লাভ বাঙালী সাহিত্যিকের নিকট শ্রেষ্ঠ সম্মান।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবন হইতে কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ও সেখান হইতে সার্কুলার রোডের বর্ত্তমান নিজগৃহে আগমন এবং সেই গৃহের সঙ্গে রমেশ ভবনের প্রথমতল ও ক্রমশঃ দ্বিতল নির্ম্মাণ পরিষদের অদম্য প্রাণশক্তির সহজ অভিব্যক্তি মাত্র। পরিষৎ তাহার দীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে যাহা কল্যাণকর তাহা গ্রহণ করিয়াছে ও যাহা অশিব তাহা বর্জন করিয়াছে। পরিষদের সংগ্রহগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দানে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এখানেও একটি প্রাণশক্তি দাতা ও গৃহীতার অজ্ঞাতে কাজ করিয়াছে। আশা করা যায়, দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত এই প্রাণশক্তি পরিষৎকে সঞ্জীবিত রাখিবে। পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থগুলি বাঙ্‌লা সাহিত্যের গবেষকদের নিকট আজ প্রায় অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে বিশেষ ভাবধারার অধিকারী মনীষীদের চেষ্টায়, বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুযোগ লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। বাঙ্‌লার জনচিত্ত নানাকারণে আজ বিপর্য্যস্ত। কিন্তু আমরা নিঃসংশয় যে, বাঙ্‌লার নাড়ীর সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের যোগ আছে এবং এই প্রতিষ্ঠান রক্ষা পাইলে বাঙ্‌লার সংস্কৃতিও নব নব রূপে বিকশিত হইবে। এই কারণে দেশের মানুষের প্রতিনিধি বর্ত্তমান শাসক সম্প্রদায়ের নিকট সর্ব্বপ্রকারের সহায়তা ও সহানুভূতি পরিষৎ কামনা করিতেছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৩৬৪ বঙ্গাব্দের ক্রীত পুস্তকের তালিকা

দুনিয়া দেখছি (কল্যাণী প্রামাণিক), চীন থেকে ভারত (রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য), জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী, উকিলের ডায়েরি, (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়), ছোট্ট রামায়ণ (উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী), জগদানন্দ পদাবলী (ধীমানন্দ ঠাকুর), গৌরাঙ্গ বিজয়, মনসা বিজয়, কীর্ত্তি বিলাস (যোগেন্দ্রচন্দ্র) চর্য্যাগীতি পদাবলী, বিচিত্র সাহিত্য-১, ভাষার ইতিবৃত্ত, (সুকুমার সেন) ধূসর পাণ্ডুলিপি, রূপসী বাংলা (জীবনানন্দ দাশ), সাগর থেকে ফেরা (প্রেমেন্দ্র মিত্র) বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার (হেমেন্দ্রকুমার রায়), সাহিত্য-বীক্ষা (নীরেন্দ্রনাথ রায়), সমকালীন সাহিত্য (নারায়ণ চৌধুরী), সাহিত্য-বিচার (মোহিতলাল মজুমদার), রবীন্দ্র বিচিত্রা (প্রমথনাথ বিশী), রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য), বাংলার নাটক ও নাট্যশালা (শচীন সেনগুপ্ত), রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা, নাটক ও নাটকীয়ত্ব (সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য), আধুনিক বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা (কল্যাণনাথ দত্ত), অভিযান, জলসাঘর, সন্দীপন পাঠশালা (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), দৃষ্টি প্রদীপ (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়), নয়ান বৌ, কদম, মানস মিছিল, (বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়), জলে-ডাঙায় (মুজতবা আলী), বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা-১ (ভূদেব চৌধুরী), বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-১ (বিনয় ঘোষ), কাব্যমালঞ্চ (যতীন্দ্রমোহন বাগচী), বাংলা সাহিত্য (মনোমোহন ঘোষ), লৌহকপাট ১।২ (জরাসন্ধ), উজ্জ্বলা (বনফুল), পদসঞ্চার, অসিধারা (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), নীলাঞ্জন (সরোজ রায়চৌধুরী), বিচারপতি, পোষ্যপুত্র (অনুরূপা দেবী), বন্যা (সীতা দেবী), হিমালয়ের মহাতীর্থে, পঞ্চমা (প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়), চরিত্রহীন, স্বামী, বিপ্রদাস, দত্তা, ছবি, শরৎ সাহিত্য সম্ভার ৩।৫ (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), বহুব্রীহি, মরুতীর্থ হিংলাজ, শুভায় ভবতু, উদ্ধারণপুরের ঘাট (অবধূত), মায়ামৃগ (নীহাররঞ্জন গুপ্ত), পলাশের নেশা (সুবোধ ঘোষ), বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি (যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়), জঙ্গল (দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী), প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান, লাজুকলতা, পরাধীন প্রেম (মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়), বহ্নি-পতঙ্গ (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (মণি বাগচি), শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙালায় স্বদেশী যুগ (গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী), ভক্ত কবীর (উপেন্দ্রনাথ দাস), গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব (উমা রায়), নেহেরু ও পররাষ্ট্র নীতি (অনাদিনাথ পাল), পৃথিবীর ইতিহাস (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়), রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র (মদনমোহন গোস্বামী), হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান (পঞ্চানন ঘোষাল), দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন (দুর্গাচরণ রায়), এন্টনী ফিরিঙ্গী (মদন বন্দ্যোপাধ্যায়), বৈতাহিক দর্শন (অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য), সমাজ ও শিশু-শিক্ষা (প্রতিভা গুপ্ত), স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (সরলাবালা সরকার), শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (হুমায়ুন কবীর), ইঙ্গিত (শীতাংশু মৈত্র)।

১৩৬৪ বঙ্গাব্দে উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

শ্রীকে. বি. জিন্দালঃ Hist. of Hindi Literature; **বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ**ঃ সাহিত্য পাঠের ভূমিকা, বাংলার ভূমি ব্যবস্থা, গীতাঞ্জলি (নাগরী), স্বরবিতান (১—নাগরী), চিঠিপত্র (৬ষ্ঠ), প্রাকৃত-সাহিত্য, হিমাদ্রী, ইতিহাসের মুক্তি, স্বরবিতান (৪৮।৫২—৫৫), গীতবিতান—৩, অ্যাণ্টিবায়োটিক; **Readers Digest London**ঃ Readers Digest vol. IV; **শ্রীবাসুদেব মাইতি**ঃ মহানগরীর নারী, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী; **শ্রীজপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব**ঃ ব্রহ্মচর্য্য সাধন, ভক্তি-সূত্রম্, সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি, প্রার্থনা শতক, শ্রীপদ্যাবলী, বৈষ্ণব বিবৃতি, সম্বন্ধ নির্ণয়, সাংখ্যদর্শন, সাংখ্যসূত্রম্, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, সামবেদ সংহিতা ১—৯, শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ সংহিতা, অথর্ব্ববেদ সংহিতা, শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্, শ্রীমদ্ভাগবতম্. শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, বেদান্তদর্শন, বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, বেদান্ত দর্শনম্, পঞ্চদশী, গৌড়ীয় সমাজতত্ত্বের সারতত্ত্ব, প্রশ্নোপনিষৎ, সারার্ণব, বশীকরণ, মানবতত্ত্ব, গীতা, শ্রীমদভাগবতম্, শ্রীআনন্দমীমাংসা, Ananda Kr. Bose, মহারাণী শরৎসুন্দরী, বিষ্ণুপূজা, শ্রীশ্যামানন্দ চরিত, পঞ্চপ্রদীপ, ঈশ্বরোপাসনা, জ্ঞানের বিকৃতি, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রীপ্রবোধানন্দ গোপালভট্ট, কাশীবাস, জীবন আত্মানন, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কল্পলতিকা, ভক্তিযোগ, ব্রহ্মবিদ্যা সাহিত্য সংহিতা, শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী, মাধুকরী (১৩৩০-৩১), অভিধান (রামকমল সেন), ফলিত জ্যোতিষ ১।২ খণ্ড, সামর্থকোষ (অ-স), গৃহস্থ (৩), আর্য্যাবর্ত্ত ৩য় খণ্ড, অলৌকিক রহস্য (৩); **শ্রীসুশীলকুমার দে**ঃ পরমাণু জগৎ, সাংখ্য ও যোগ, যা দেখেছি, সপ্তপদী, ও-পারের আলো, জীবন অনুভূতি, নিঃসঙ্গ, On Our Perjudices, অর্ঘ্যপুট, মহাত্মা লালন ফকির, অরবিন্দ রবীন্দ্র, Studies in Beng. Lit., আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তাধারা, আড়াই হাজার বছরের বাঙ্গালী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যকথা, জীবন নদী, বিপ্লবী নারী, গীতা ধ্যান; **শ্রীকুমারেশ ঘোষ**ঃ ম্যানিয়া, নতুন মিছিল; **শ্রীসুশীলকুমার সেন**ঃ নামাচার্য্য শ্রীরামদাস; **শ্রীনিখিল সেন**ঃ পুরনো বই; **বেঙ্গলা একাডেমী—ঢাকা**ঃ লায়লী মজনু; **শ্রীগোপালদাস তুলসীদাস**ঃ The Complete Prophecies of Nostradams; **শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর**ঃ পুষ্পমেঘ; **ভারত সরকার**ঃ রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ পঞ্জিকা; **শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেন**ঃ অন্নপূর্ণামঙ্গল; **শ্রীরাণু ভৌমিক**ঃ গোধূলিবাসর; **শ্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়**ঃ আমি; **শ্রীভিক্ষু মহামণ্ডল**ঃ প্রবজিতের ব্রতরাশি; **শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**ঃ তারাপীঠ ভৈরব; **শ্রীহরিদাস নামানন্দ**ঃ বৃন্দাবন ভ্রমণ লীলা; **শ্রীসেরাপিয়া ভট্টাচার্য্য**ঃ Through Smoke; **শ্রীনির্ম্মলকুমার সরকার**ঃ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি; **শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল**ঃ গান্ধীজির স্মরণে, কিশোর চাষীর আপন কথা, তারাপীঠ ভৈরব, জলপ্লাবনে ভূগোল, নব্যবিজ্ঞান, রাজা উজিরের কথা, বিনোবা, জনতার কোলাহল, শিক্ষাবিজ্ঞান, ছোটদের বুদ্ধ, নিঃসঙ্গ,

পাথেয়, সৌরকন্যা ; **শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু** : শিল্পী হেমেন্দ্র মজুমদার ; **শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ** : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ১।২ ; **ওরিয়েন্ট বুক কোং** : কি লিখি, শিশু পরিবেশ, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত ; **এ. মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ** : কাণ্টের দর্শন, পদার্থের স্বরূপ, হেগেলের দার্শনিক মতবাদ ; **শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস** : ভারত প্রেমকথা ; **সাহিত্য সংসদ** : সংসদ বাংলা অভিধান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; **নববিধান ব্রাহ্মসমাজ** : শাক্যমুনি চরিত ; **রঞ্জন পাবলিশিং হাউস** : হর্ষচরিত, ক্ষুধার্ত পৃথিবী, পথবাসী গীতি দীপালি, পরীক্ষিৎ, ধর্মঘট, ইতিহাসের নাটক, শিকার কাহিনী, যাদের গায়ে জোর আছে, মহারাজ নন্দকুমার, শরৎ পরিচয়, অঙ্কুর, অনেক স্বর্গ, উর্বশী বিদায়, কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা, গান্ধীচরিত, কবীর বাণী, শূন্য প্রান্তরের গান, মিতার জন্য রোমাণ্টিক কবিতা, গাঁয়ের মাটির গান, চলতি পথের গান ; **শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য** : হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত ; **শ্রীঅরুন্ধতী ঘোষ** : গীতিকা ; **শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ** : পুরুষ রমণীয়ম্, চণ্ডতাণ্ডবম্ ; **শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য** : কিশোর ; **শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত** : হরিপুরুষ জগবন্ধু ; **শ্রীগোপীনাথ নন্দী** : জনতার কোলাহল ; **বি. কে. দত্তগুপ্ত** : শ্রাদ্ধপ্রদীপ ; **শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী** : পয়ারে সাংখ্য দর্শন, বাংলা সাহিত্যের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা ; থামাও রক্তপাত, পি-ডব্লিউ-ডি, কি ছিল কি হল, একতারা, সিঁথির সিঁদুর, প্রাণের দাবী, শক্তির মন্ত্র, রীতিমত নাটক ; **শ্রীলতিকা দেবী** : শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম, শ্রীশ্রীনারদ পঞ্চ রাত্রম, শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম, শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ১।২, বৃহদ্ধর্মপুরাণম, পদ্মপুরাণম, গরুড় পুরাণম, কূর্মপুরাণম, বামন পুরাণম, মার্কণ্ডেয় পুরাণম, সাধন সমর ২।৩, মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম, ঋগ্বেদ ভাষ্যম, প্রশ্নোপনিষদ, ন্যায়দর্শন, কাব্য মীমংসা, যোগাশাস্ত্র, বৈদিক গবেষণা, অমরকোষ, দায়ভাগ, অদ্বৈততত্ত্বকৌমুদী, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, জাতিতত্ত্ব বারিধি, বাংলার সারস্বত ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী নামের অর্থ কি, হিমালয়ের মহাতীর্থে, অবধূত ও যোগিসঙ্গ, মুক্ত পুরুষ প্রসঙ্গ, Rajniti Ratnakar, Yogodarsan, Social Problems, Angkar Park, Champa, Malayas, Tobacco, সংসদ বাংলা অভিধান, চলন্তিকা, The Political Philosophers, The Social Philosophers, The Speculative Philosophers, Philosophers of Science, কাব্যবিতান, সায়ম, বুলবুল, কাব্য পরিমিতি, অম্বপালী, মৃচ্ছকটিক, ওমর খৈয়াম, রামচরিত, প্রাচীন প্রাচী, শনিবারের চিঠি ১৩৬১-৬৩ (বৈশাখ-চৈত্র), মাসিক বসুমতী ১৩৬১-৬৩ (খুচরা সংখ্যা), বসুমতী রজতজয়ন্তী, নরনারীর যৌনবোধ, কামসূত্রম, দেশ শারদীয়া (৫৪।৫৫।৫৬।৬০।৬৩ বঙ্গাব্দ), আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া (৫২।৫৪।৫৫।৬০।৬২), Hindusthan Standard 1956, যুগান্তর (৫৮।৬০।৬২।৬৩), আনন্দবাজার পত্রিকা দোলসংখ্যা ৫৩।৫৪।৫৫।৬০ ; **শ্রীনারায়ণ চৌধুরী** : মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার ; **শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** : *সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা* (১-৫৩) ; **সিগনেট প্রেস** : পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১-৩ খণ্ড), পারাবার, বনলতা সেন, এলিয়টের কবিতা, অর্কেস্ট্রা, পঁচিশ বছরের প্রেমের

কবিতা, শিল্পায়ণ, বিশ্বরহস্য, বুড়ো আংলা, ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা, কবিতার কথা, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সাহিত্য চর্চ্চা, নীলনির্জন, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, প্রতিধ্বনি, কুমায়ুনের মানুষ-খেকো বাঘ, শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প ; **শ্রীঅমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য** ঃ সত্যের পথে ; **শ্রীদাপককুমার সেন** ঃ প্রভাত ; **শ্রীমিহিরকুমার দাস** ঃ নাম-চয়নিকা ; **শ্রীযোগিলাল হালদার** ঃ রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন ; **U.S.S.R.** : Living in U.S.S.R., Ereedom in U.S.S.R. ; **শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা** ঃ দেবতার ভাষা ; **Smithsonian Inst.** : Music of Acoma ; **সাহিত্য একাডেমী** ঃ Indian Lit. Vol. I. ; **ভারত সরকার** ঃ A laymans Guide to the Indian Company Law ; **U. S. I. S.** : Webster's Geographical Dictionarry ; **শ্রীতমোনাশ মুখোপাধ্যায়** ঃ কাব্য কাহিনী ; **শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য** ঃ অপুর বিজয়া ; **শ্রীঅরুণ চক্রবর্ত্তী** ঃ নাট্যকার ; **শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল** ঃ হিন্দু সাহিত্যে প্রেম, চিকিৎসা সোপান, পথের কথা, আণ্টিবায়োটিক; গাথা সপ্তসতী, কিরণাবলী, পঞ্জিকা সহ, পরমাত্ম তত্ত্ব, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ; **শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত** ঃ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ; **শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী** ঃ ছায়ালোক ; ডাঃ **বলরাম পাত্র** ঃ সমর্থ কোষ ৩ খণ্ড, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, মনুসংহিতা, মহাভারত, ব্রজসুন্দর মিত্র ; **জাতীয় গ্রন্থাগার** ঃ সুধাকর গ্রন্থাবলী ২।৩।৪, শ্রীশ্রীমায়ের কথা (২), স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ; **অরুণাচল মিশন** ঃ অরুণাচল বাণী ; **শ্রীরামকুমার ভুবালকা** ঃ হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস ; **শ্রীব্রজনন্দন সিংহ** ঃ মীরা ; **Nautical Almanac Office** : The American Ephemeris 1959 ; **শ্রীরামনাথ খাঁ** ঃ অভিজ্ঞান শকুন্তলা (নাগরী) ; **Sorab R. Batliboy** : Spiritual Understanding of Life ; **শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী** ঃ Memoirs of a Poly Histor ; **শ্রীমৃণালকান্তি বসু** ঃ শান্তির সন্ধানে ; **প. ব. প্রদেশ কংগ্রেস** ঃ মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার ; **শ্রীপ্রেমময় দাশগুপ্ত** ঃ ভারত ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায় ; **ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার** ঃ শ্রীশ্রীসদ্গুরু মহিমা ।

১৩৬৪ বঙ্গাব্দের নির্বাচিত পরিষদের সাধারণ-সদস্য তালিকা

১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাইতি—৬।বি, এস্টন রোড, কলিকাতা-২০, ২। শ্রীরণেশচন্দ্র পোদ্দার—২৫, বিজয় বসু রোড, কলিকাতা-২০, ৩। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—১২৫, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা, ৪। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু—আগরপাড়া, ২৪ পরগণা, ৫। শ্রীবিশ্বপতি সেন—১৫৭।২এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬, ৬। শ্রীবিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী—৩৮।৩, পটারী রোড, কলিকাতা-১৫, ৭। শ্রীমনী ধর—৬ এণ্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-৯, ৮। শ্রীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—ঘোলা, দোলতলা, ২৭ পরগণা, ৯। শ্রীশ্যামসুন্দর চন্দ্র—২৭, রামানন্দ চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ১০। শ্রীভবতোষ দত্ত—১২১।জি, রায় বাহাদুর রোড, কলিকাতা-৩৪, ১১। শ্রীকৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়—পি, ২৯।এ, অনাথনাথ দেব লেন, কলিকাতা-৩৭, ১২। শ্রীঅমিতাভ বসু—৮০।১।৩, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ১৩। শ্রীব্রহ্মানন্দ—২৬, বটতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭, ১৪। শ্রীসুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—৩২, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬, ১৫। শ্রীঅধীরকুমার সাহা—৬৪, অধরচন্দ্র দাস লেন, কলিকাতা-৪, ১৬। শ্রীসরোজ বিশ্বাস—২৬, উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১১, ১৭। শ্রীরেখা ঘোষ—৭০, ডব্লু-ডি-পার্ক, ইছাপুর, ২৪ পরগণা, ১৮। শ্রীহিরণ্ময় চৌধুরী—১৩৩, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ১৯। বনানী মনসুর—৩।বি, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯, ২০। শ্রীসুন্দর ঘোষাল—৬৬, রাজকৃষ্ণ ঘোষাল রোড, কলিকাতা-৩১, ২১। শ্রীঅমিয়া ভট্টাচার্য্য—১।সি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলিকাতা, ২২। শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৪, আর. কে. ঘোষাল রোড, কলিকাতা-৩১, ২৩। শ্রীঋতেন্দ্রনাথ লাহা—১০, বৈঠকখানা ফার্স্ট লেন, কলিকাতা-৯, ২৪। শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩১, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা-৯, ২৫। শ্রীরণজিৎকুমার রায়—৪৬।৩, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা, ২৬। শ্রীবিনিতা সেন—টি১৫৪।বি, রেলওয়ে কলোনী, বেলগাছিয়া-৩৭, ২৭। শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ—৯৬।ই, পিয়ারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা-৬, ২৮। শ্রীঅনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়—২।ডি, ঘোষাল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯, ২৯। লাইব্রেরীয়ান, হার্ভার্ড ইউনিভারসিটি, যুক্তরাষ্ট্র, ৩০। শ্রীসমীরেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী—১, মন্মথনাথ গাঙ্গুলী লেন, কলিকাতা-২, ৩১। শ্রীঅমরনাথ ঢোল—২৯, নিমচাঁদ মৈত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৩৫, ৩২। শ্রীতৃষ্ণা সাহা—৪৫।১।বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৩৩। শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী—বঁড়িশা, কলিকাতা-৮, ৩৪। অঞ্জলি বসু—১২।বি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৩৫। শ্রীহরিপদ দত্ত—১৩, গ্রান্ট লেন, কলিকাতা-১২, ৩৬। শ্রীপ্রতিমা প্রামাণিক—২২০, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, ৩৭। শ্রীসৌম্যেন দে—৭২ মাখলা গভর্ণমেণ্ট কলোনী, হুগলী, ৩৮। শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস—৬, কংগ্রেস একজিবিশন রোড, কলিকাতা-১৭, ৩৯। শ্রীপুষ্প দত্ত—১৩,

মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪, ৪০। শ্রীনিখিলকান্ত চট্টোপাধ্যায়—৬৩এ, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ৪১। শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ঘোষ—১, কামারডাঙ্গা রোড, কলিকাতা-১৫, ৪২। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র হালদার—২৩।১এ, জেলিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৪৩। শ্রীশশী রায়—২০৪।৫, রসা রোড (সাউথ) সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-৩৩, ৪৪। শ্রীদয়াময় সাধুর্খা—৩।১৩, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪, ৪৫। শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—২, দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৩, ৪৬। শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায়—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১, ৪৭। শ্রীঅমিয়া মজুমদার—২৯।এ, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৩, ৪৮। শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—তামলি পাড়া, হুগলী, ৪৯। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাইন—৮।১এ, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ৫০। শ্রীতপতী দেব চৌধুরী—ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা, ৫১। শ্রীশীতাংশু-কুমার বসু—১৪, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৫২। শ্রীবি করনেশ—বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-৯, ৫৩। শ্রীরামেন্দু দত্ত—৮২।এ, বেলতলা রোড, কলিকাতা-২৬, ৫৪। শ্রীপ্রতিমা মুখোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতন, বীরভূম, ৫৫। শ্রীকরবী বসু—১২, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা-৪, ৫৬। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বাগ—৩২।৪, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৫৭। শ্রীরবীন্দ্রশেখর সেনগুপ্ত—পি ২৬বি, মতিঝিল, কলিকাতা-২৮, ৫৮। শ্রীছবি মুস্তফী—৩, ডালিমতলা লেন, কলিকাতা-৬, ৫৯। শ্রীহারাণচন্দ্র রায়—৫০।১, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯, ৬০। শ্রীবেবা মুখার্জী—৪ তারক বসু লেন, কলিকাতা-২, ৬১। শ্রীসুরেশ-চন্দ্র সেন—২০৩ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-৩৫, ৬২। শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বারাসাত, ২৪ পরগণা, ৬৩। শ্রীশিপ্রা চক্রবর্তী—২১, চক্রবাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৬৪। শ্রীশ্যামলকুমার সিংহ রায়—১৮, যুগোলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা, ৬৫। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—১০, রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ৬৬। শ্রীমাণিকলাল মুখোপাধ্যায়—১, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১, ৬৭। শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী—৫ গাঙ্গুলিপাড়া লেন, কলিকাতা-২, ৬৮। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চাকলাদার—খালপাড়া রোড, কলিকাতা২৮, ৬৯। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—আগরপাড়া, ২৪ পরগণা, ৭০। শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়—৯৯।১বি, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিঃ, ৭১। শ্রীশঙ্করী বন্দ্যোপাধ্যায়—৭, বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা-৩, ৭২। শ্রীপ্রতিমা বিশ্বাস—৫২।২৫, শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৩৬, ৭৩। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ নিয়োগী—১৫৩।৩এল, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ৭৪। শ্রীযামিনীকান্ত শাসমল—৪, গঙ্গাধর বাবু লেন, কলিকাতা-১২, ৭৫। শ্রীজ্যোতির্ময় ধর—ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা, ৭৬। শ্রীকিশোর সিংহ—ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা, ৭৭। শ্রীউৎপল ভাদুড়ী—৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৮। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ কুণ্ডু—২৯, সাহিত্য-পরিষৎ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৭৯। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ—২৩।২, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮০। শ্রীরমা চৌধুরী—৩, ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮১। শ্রীশ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়—১০৮, বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮২। শ্রীজ্যোৎস্না গুপ্তা—স্টেশন রোড, বারাসাত, ২৪ পরগণা, ৮৩। শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত—১৩৩, প্রফুল্ল নগর বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা, ৮৪। শ্রীগোপালকুমার ভাদুড়ী—

৪১, জাগ্রত পল্লী, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা, ৮৫। শ্রীমীরা পাল—পি৫, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮৬। শ্রীসুধাকর সর্বাধিকারী—শাঁখরাইল, হাওড়া, ৮৭। শ্রীভারতী সেন—৬৯।১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪, ৮৮। শ্রীনীলিমা মণ্ডল—৭১বি, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ৮৯। শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস—১৬৪, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১ ৯০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহ—৪, মন্মথ দত্ত রোড, কলিকাতা-৩৭, ৯১। শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—কদমতলা, হাওড়া, ৯২। শ্রীসোমেন বসু—২৩বি, বেথুন রো, কলিকাতা-৬, ৯৩। শ্রীশিখা চট্টোপাধ্যায়—২১২এ, ফকির দে লেন, কলিকাতা-১২ ৯৪। শ্রীপ্রণবকুমার রায়—১৭, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা-৪, ৯৫। শ্রীবৈদ্যনাথ দে—৪৮, হিদারাম ব্যানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ৯৬। শ্রীশিবানী সরকার—১৮।বি, মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪ ৯৭। শ্রীঅনুরাধা সেনগুপ্ত—পি৫৫, সি-আই-টি রোড, কলিকাতা, ৯৮। শ্রীগীতা বসু—রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া, ৯৯। শ্রীপুলিনবিহারী দাস—২৮৮।বি, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ১০০। শ্রীবিমলেন্দু দাস—১২৪, নেতাজী কলোনী, কলিকাতা-৩৬, ১০১। শ্রীশতদল ঘোষ—১৭।এফ, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা, ১০২। শ্রীতুষ্টচরণ চক্রবর্ত্তী—বন্দীপুর, হুগলী, ১০৩। শ্রীলীলা রায়—৫।৩এ, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০, ১০৪। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরদার—৪৭, মীর্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা, ১০৫। শ্রীরমাপ্রসাদ ঘোষ—২১।এ, অ্যাণ্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-৯, ১০৬। শ্রীকমলেশ ঘোষ—৯৯।১।এম, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ১০৭। শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৪।১।৭, তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা-৩১, ১০৮। শ্রীরেবা সরকার—পি১০৬।ই, নিউ আলীপুর, কলিকাতা-৩৩, ১০৯। শ্রীরোহিনীরঞ্জন চৌধুরী—৩০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ১১০। শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায়—৮৩।বি, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা, ১১১। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক—৬।১, ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন স্ট্রীট, কলিকাতা, ১১২। শ্রীবিশ্বনাথ লাহিড়ী—২৭, মহারাজ নন্দকুমার রোড, কলিকাতা, ১১৩। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত—১৪৩, কাশীনাথ দত্ত রোড, কলিকাতা-৩৬, ১১৪। শ্রীমীরা গুহ—১১৮, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, ১১৫। শ্রীপত্রলেখা দেবী—২৪, শ্যামাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-২, ১১৬। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী—১৯।এস।১।১এক্স, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৭, ১১৭। শ্রীসুধা বসু—২৯, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯, ১১৮। শ্রীকৃষ্ণা ঘোষ দস্তিদার—৫।৪এল, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০, ১১৯। শ্রীপরিতোষ দাস—৯০।২সি, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৩০, ১২০। শ্রীসুনীতেন্দ্রমোহন ঠাকুর—১৭৭।এ, সি. সি. ও. এস, কলিকাতা-২ ১২১। শ্রীপশুপতি দে—৭, শ্রীমানীপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৬, ১২২। শ্রীসুবোধ রায় চৌধুরী—২।১, রাস বাগান লেন, কলিকাতা, ১২৩। শ্রীনমিতা বসু মজুমদার—৫।১ডি, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা, ১২৪। শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়—সুভাষনগর, মেদিনীপুর, ১২৫। শ্রীবন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়—৩১, ষষ্ঠীতলা রোড, কলিকাতা-১১, ১২৬। শ্রীঅর্চ্চনাদেবী মুখার্জ্জী—১।সি, প্যারী রো, কলিকাতা, ১২৭। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরকার—৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৬, ১২৮। শ্রীঅর্চ্চনা গাঙ্গুলী—পি ২২, নারিকেলডাঙ্গা মেন

রোড, কলিকাতা-১১, ১২৯। শ্রীপুষ্প চক্রবর্ত্তী—২৮।৪এ, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩, ১৩০। শ্রীশঙ্করকুমার রায়চৌধুরী—১২।২, হরিপাল লেন, কলিকাতা-৬, ১৩১। শ্রীনিবেদিতা সেনগুপ্তা—৩।এফ, খাসমহল রোড, কলি-৬, ১৩২। শ্রীঅজয়হৃদয় মিত্র—১৪৩, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলিকাতা-১০, ১৩৩। শ্রীবলের রিঙ্ক—১৪, সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৪। শ্রীসুভাষকুমার মিত্র, ১৮১।৬ডি, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ১৩৫। শ্রীগীতা সেনগুপ্তা—৫৮, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ১৩৬। শ্রীইউরি সোরোজভ—১৪, সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৭। শ্রীসত্যজিত দাস—পি৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা, ১৩৮। শ্রীচণ্ডীচরণ চৌধুরী—১।বি, হালদার বাগান লেন, কলি-৪, ১৩৯। শ্রীহাসি সিংহ—৩।বি, গোরাচাঁদ বসু রোড, কলিকাতা-২৬ ১৪০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস—২৮, এস. আর. দাস রোড, কলিকাতা-২৬, ১৪১। শ্রীমানিকলাল পালিত—১৩৩, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ১৪২। শ্রীছবিরাণী সরকার—৮০।১২।এ, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৪৩। শ্রীছায়া সান্যাল—৩, চৌধুরীপাড়া প্রথম বাই লেন, হাওড়া, ১৪৪। শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায়—৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা, ১৪৫। শ্রীঅজিতকুমার কুণ্ডু—৩৭।১এ, সিমলা রোড, কলিকাতা, ১৪৬। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ—রমনা, ঢাকা, ১৪৭। শ্রীশিবরাণী গাঙ্গুলী—১৫৫।৮।এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ১৪৮। শ্রীজগদ্বন্ধু মিশ্র—১এ, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা, ১৪৯। শ্রীসুহাসকুসুম মজুমদার—৬১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৫০। শ্রীশচীন্দ্রনারায়ণ গুহ—২৬, গোপাল বসু লেন, কলিকাতা-৯, ১৫১। শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ—১২, নীরোদবিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা, ১৫২। শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, —৮, উজির চৌধুরী রোড, কলিকাতা-৪, ১৫৩। শ্রীঅর্চ্চনা সেন—৫১।এ, হিদারাম ব্যানার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ১৫৪। শ্রীঅনন্তলাল মিত্র—৩৯।১১, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭, ১৫৫। শ্রীরত্না গঙ্গোপাধ্যায়—২৬, ক্রীক রো, কলিকাতা-১৪, ১৫৬। শ্রীকালাচাঁদ সাহা—৮১।১সি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ১৫৭। শ্রীসবিতা ভৌমিক—১১১, অখিল মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা-৯, ১৫৮। শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—১৩৩, আপার সার্কুলার রোড, কলি-৬, ১৫৯। শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার—১৯০, বি. টি. রোড, কলি-৩৫, ১৬০। শ্রীশীতাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়—১০, হরিপদ দত্ত লেন, কলিকাতা-৬, ১৬১। শ্রীশচী বিশ্বাস—২৫৫, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া, ১৬২। শ্রীসুধীরকুমার দে—৬৮।৭এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৬৩। শ্রীঅজিতকুমার বসু—৪৫।১বি, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা-৪, ১৬৪। শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত—বারাসাত, ২৪ পরগণা, ১৬৫। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সিংহ—৯, ওল্ড পোস্ট আফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১, ১৬৬। শ্রীবিজিতকুমার দত্ত—সি. আই. টি. বিল্ডিং কলি-৭ ১৬৭। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাইন—১০০, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ১৬৮। শ্রীভবেশচন্দ্র ঘোষ—ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা, ১৬৯। শ্রীদেবব্রত ভৌমিক—১২৪।২।১।১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ১৭০। শ্রীসুজাতা গুহরায়—৩৪, চক্রবেড়িয়া লেন, কলিকাতা, ১৭১। শ্রীসুশীলকুমার বসু—১৪১।এ।১এ, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা। ১৭২। শ্রীঅমল

চক্রবর্ত্তী—৩।বি, লালাবাগান রোড, কলিকাতা ৬, ১৭৩। শ্রীইরা সান্যাল—২।বি, রাখাল মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৫, ১৭৪। শ্রীসুকুমার মিত্র—১৫।১বি, রঘুনাথ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ১৭৫। শ্রীদীনেশকুমার পালিত—২৪।১, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ১৭৬। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাইতি—৯০, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৭৭। শ্রীনিখিলরঞ্জন দে—২৪৭।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬, ১৭৮। শ্রীবলাই মজুমদার—৪৬, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-১১, ১৭৯। শ্রীমায়া মল্লিক—১৩১।১, বি. কে. পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫, ১৮০। শ্রীকৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য—সোদপুর, ২৪ পরগণা, ১৮১। শ্রীপ্রণব গাঙ্গুলী—৩১৩।বি আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৫, ১৮২। শ্রীঅমিতাভ ঘোষ মজুমদার—১৫, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা, ১৮৩। শ্রীঅমূল্যধন শ্রীমানী—১৩।বি, যোগীপাড়া বাই লেন, কলিকাতা, ১৮৪। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—১৯৫, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ ১৮৫। শ্রীগীতা ভাদুড়ী—১৬১, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০, ১৮৬। শ্রীবিনোদবিহারী শীল—১৯, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৮৭। শ্রীঅমলেন্দু দে—৮।সি, দরগা রোড, কলিকাতা-১৭, ১৮৮। শ্রীনৃত্যলাল বসাক—৮৯।বি, নবকৃষ্ণ ঘোষাল রোড, কলিকাতা-৩১, ১৮৯। শ্রীপার্শ্বনাথ দে—২৩১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, ১৯০। শ্রীনীলিমা ইব্রাহিম —১১৮, সত্যেন্দ্র দাস রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা, ১৯১। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—৭৪, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ১৯২। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন—২০৩, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-৩৫, ১৯৩। শ্রীজয়গোপাল বসু—২২৮।এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, ১৯৪। শ্রীসুরভী রায় চৌধুরী—১৫৭।২বি, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬।

পঞ্চষষ্টিতম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের তালিকা

সভাপতি ঃ শ্রীসুশীলকুমার দে—১৯।এ, চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪।

সহকারী সভাপতি ঃ শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ—৪২, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৪; শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—২৮।৩।বি, সাহানগর রোড, কলিকাতা-২৬, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—পি ২৫৬, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯; শ্রীনরেন্দ্র দেব—৭২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯; শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু—৩৭।এ, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—গোলকুঠি, আদমপুর, ভাগলপুর, বিহার, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—২২৭।২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০; শ্রীসজনীকান্ত দাস—৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭।

সম্পাদক ঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পি, ৭০ সি. সি. ও. এস. কলিকাতা-২।

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীকুমারেশ ঘোষ—৪৫।এ, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯ ; শ্রীত্রিদিবনাথ রায়—১৯।এ, শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, দমদম, কলিকাতা-৩০ ; শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী—১৯।এস।১।১ এক্স, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৭ ; শ্রীপ্রবোধকুমার দাস—৭।১, ঈশ্বরঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬।

গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত—২৬, পীতাম্বর ঘটক লেন, আলিপুর, কলিকাতা-২৭।

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীপুলিনবিহারী সেন—৫৪।বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯।

পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—২৪।১, ভূপেন্দ্রবসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪।

চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী—৩০২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯।

কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ—৫৯, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-২।

কাঃ নিঃ সঃ সদস্য ঃ শ্রীঅমল হোম—১৬৯।বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ৪ ; শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—১২৮।১২, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬ ; শ্রীআমিনুর রহমান—৪৫, দিলখুসা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭ ; শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—৩৩।৫।১ সি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯, রেভাঃ ফাদার এ দোঁতেন—সেণ্ট জোসেফ চাচ, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা, শ্রীকামিনীকুমার কর রায়—৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ ; শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৫০।৮০।সি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪ ; শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য—৩৫, স্কটস লেন, কলিকাতা-৯ ; শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০ ; শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—৩০২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯ ; শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত—৯।ই, যোগোদ্যান লেন, কলিকাতা-১১ ; শ্রীমনোমোহন ঘোষ—৯২।এ, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ কলিকাতা-৪, শ্রীমন্মথনাথ সান্ন্যাল—৪০।বি, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-১১ ; শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯ ; শ্রীলীলামোহন সিংহরায়—১।১।এ, উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ; শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—৪৩, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ; শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়—৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯ ; শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা—৭, নন্দলাল বোস লেন, কলিকাতা-৩ ; শ্রীসুশীল রায়—১৩।বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯।

শাখা-পরিষৎ পক্ষে ঃ শ্রীঅতুল্যচরণ দে—পঞ্চাননতলা, নৈহাটী, ২৪ পরগণা ; শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়—পি-৮, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০ ; শ্রীমাণিকলাল সিংহ—বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ ; শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—মোক্ষদা কুটীর, আটগাঁও, গৌহাটী, আসাম।

পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি ঃ শ্রীকানাইলাল দাস—৫৫।বি, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

পঞ্চষষ্টিতম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বিগত ৮ শ্রাবণ ১৩৬৫ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬৭ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্যসেবী, মনীষী এবং সদস্য পরলোক গমন করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের স্মরণ করিতেছি।

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বিগত বৈশাখ মাসে পরলোকগত হইয়াছেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যরূপেও তিনি কয়েক বৎসর পরিষদের সেবা করেন।

(খ) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ দ্বারা এবং পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ('অনাদিমঙ্গল ও 'শ্রীধর্ম্মপুরাণ') সম্পাদন করিয়া পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

(গ) অমিয়লাল মুখোপাধ্যায় প্রায় ১৫ বৎসর আজীবন সদস্যপদে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে, ভোট-পরীক্ষকরূপে এবং আয়-ব্যয়-সমিতির সভ্যরূপে ও অন্যান্য নানা ভাবে পরিষদের কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

(ঘ) পরিষদের অন্যতম হিতৈষী এবং বিশিষ্ট-সদস্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

(ঙ) শুভেন্দু সিংহ রায় পরিষদের পুরাতন হিতৈষীদিগের মধ্যে অন্যতম। সতের বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরিষদের সাধারণ-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন এবং কিছুকাল পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ-রূপেও কাজ করেন। জীবিত কালেই তিনি তাঁহার সংগৃহীত অধিকাংশ প্রত্নবস্তু ও পুথিসংগ্রহ পরিষৎকে দান করেন। তাঁহার সংগৃহীত এবং প্রদত্ত 'বাশুলীমঙ্গল' পুথিটি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

(চ) বিধুশেখর শাস্ত্রী পরিষদের প্রথম যুগের কর্ম্মী এবং সদস্য ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সম্পাদনায় 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' গ্রন্থটি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী কালে তিনি পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন।

(ছ) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং মন্মথনাথ ঘোষও পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য ছিলেন॥

(জ) বিজ্ঞানাচার্য্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও প্রত্নবিৎ স্যার জন মার্শালের মহাপ্রয়াণও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

(ঝ) পরিষদের সাধারণ-সদস্য গোবিনচন্দ্র ঘোষ, প্রবোধকুমার দত্ত এবং সিদ্ধেশ্বর দে আলোচ্য বর্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন।

এই সকল মনীষী ও পরিষদের হিতৈষীদের বিয়োগে দেশের এবং পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে।

আনন্দ সংবাদ

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাসখণ্ডে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় লেখক-সম্মেলনে ভারতীয় লেখকগণের মুখপাত্র হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু ভারত সরকারের ডিরেক্টর অফ অ্যানথ্রপলজি (Director of Anthropology) পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভ্য শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল উপাধি এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বর্ত্তমান সভ্য শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার রচিত 'বাংলার বাউল' গ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের সকলকেই আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

(খ) পরিষদের চিত্রশালা ও গ্রন্থাগারের নূতন সংযোজন একটি বিশেষ সংবাদ। পরিষদের পরলোকগত সভ্য শুভেন্দু সিংহ রায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী লীলাবতী দেবী তাঁহার স্বামীর সংগৃহীত অবশিষ্ট প্রত্নবস্তু ও পুথিগুলি পরিষদের চিত্রশালায় ও পুথিশালায় দান করিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিকেলের কর্ত্তৃপক্ষ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ব্যক্তিগত কাগজ ও খাতাপত্র দান করিয়াছেন। অন্য আচার্য্য রায়ের যে চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাও বেঙ্গল কেমিকেল-কর্ত্তৃপক্ষ দান করিয়াছেন। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীঅজিত ঘোষ মহাশয় পরিষদের চিত্রশালার জন্য একটি প্রাচীন ব্রোঞ্জমূর্ত্তি এবং শ্রীসুনীলবিহারী সেনশর্ম্মা মানভূম জেলা হইতে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন মূর্ত্তি দান করিয়াছেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গ্রন্থসংগ্রহ, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগণেশপ্রসাদ ত্রিবেদী এবং দৌহিত্র শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায় ও শ্রীজয়দেব রায়ের সহায়তায় পরিষৎ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন।

(গ) ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার পরিষদের বহু আকাঙ্ক্ষিত কোষ-গ্রন্থের জন্য আপাততঃ ৩৯,৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ও উভয় সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া একটি প্রস্তাব প্রেরিত হয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকার আপাততঃ উক্ত অর্থ প্রথম কিস্তিতে দান করিয়াছেন। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশ করিতে অন্যূন দুই বৎসরকাল সময় লাগিবে ও প্রায় এক লক্ষ আশী হাজার টাকা খরচ পড়িবে। এই বিষয়-কোষটি 'ভারত-কোষ' নামে প্রকাশের আয়োজন করা হইতেছে ও ইতিমধ্যে প্রাথমিক কার্য্য কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছে। এই কোষ-গ্রন্থ সংকলনের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য একটি উপদেশক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে ও দেশের জ্ঞানী-গুণীদের সক্রিয় সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইব না, এইরূপ আশ্বাস আমরা তাঁহাদের অনেকের নিকট হইতে পাইয়াছি। ইতিমধ্যে

তাহাদের কয়েক জনের সহিত একটি পরামর্শ-সভায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি ও কতকগুলি মূল সূত্র স্থির করিয়া লইয়া শব্দ-সংগ্রহের কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি।

(ঘ) অর্থকৃচ্ছ্র—তাবশতঃ আমরা আমাদের গ্রন্থাগারের উন্নতিবিধানে এতাবৎ বিশেষ সক্ষম হইতে পারি নাই। আলাপ আলোচনার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৯-এর এপ্রিল মাস হইতে একজন লাইব্রেরীয়ান ও তিন জন সহকারী লাইব্রেরীয়ান ও একজন হিসাব-রক্ষকের নিয়োগ সরকার-অনুমোদিত বেতন ও ভাতার হারে মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সকল নূতন কর্ম্মচারীদের বেতনাদির অর্দ্ধেক সরকার দিবেন ও বাকি অর্দ্ধেক পরিষৎকে বহন করিতে হইবে। গুরুভার হইলেও পরিষৎ সরকার-প্রস্তাবিত এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন ও ইতিমধ্যে দুই জন সহকারী লাইব্রেরীয়ান ও একজন হিসাব-রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন ও বাকি দুইটি পদের জন্য সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

(ঙ) রকফেলার ফাউন্ডেশন্ সোসাইটি একটি পুরাতন ইংরাজী টাইপ-যন্ত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

পরিষদের বান্ধব ও বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণ

বান্ধব : রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

বিশিষ্টসদস্য : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত্যু, মাঘ ১৩৬৫), শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

আজীবন-সদস্য : ১। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৩। শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৪। শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৫। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৬। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ৭। শ্রীহরিহর শেঠ, ৮। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ৯। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১০। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র সিংহ, ১১। শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১২। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৩। শ্রীবীণাপাণি দেবী, ১৪। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৫। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৬। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ১৭। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, ১৯। ত্রিদিবেশ বসু, ২০। শ্রীজগন্নাথ কোলে, ২১। শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, ২২। শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, ২৩। শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সেন, ২৪। শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীসুধাকান্ত দে, ২৬। শ্রীবিভূভূষণ বসু, ২৭। শ্রীঅজিত বসু, ২৮। শ্রীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী, ২৯। শ্রীআর্থার হিউজ, ৩০। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ, ৩১। শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায়।

অধ্যাপক-সদস্য : বর্ষশেষে ৬ জন।

সহায়ক-সদস্য : বর্ষশেষে ৬ জন।

সাধারণ-সদস্য : কলিকাতাবাসী ৮৯৯ জন এবং মফঃস্বলবাসী ৪৮ জন = মোট ৯৪৭ জন।

দীর্ঘকাল চাঁদা বাকি পড়ায় ১১৫ জনের নাম সদস্যতালিকা হইতে বাদ গিয়াছে।

বর্ষমধ্যে ৮৫ জন সদস্য নানাবিধ অসুবিধা হেতু সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৩ জন সদস্যের আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু হইয়াছে।

পঞ্চষষ্টিতম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

সভাপতি : শ্রীসুশীলকুমার দে। সহকারী সভাপতি : শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সম্পাদক : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সহকারী সম্পাদক : শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীত্রিবিদনাথ রায়, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (পদত্যাগ—২৫ পৌষ, ১৩৬৫), শ্রীপ্রবোধকুমার দাস। কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ। গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীপুলিনবিহারী সেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য

শ্রীঅমল হোম
শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীআমিনুর রহমান
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
রেভাঃ কাদার এ. দোঁতেন
শ্রীকামিনীকুমার কর রায়
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীমনোমোহন ঘোষ
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা
শ্রীসুশীল রায়

শাখা-পরিষৎ-পক্ষে :

শ্রীঅতুল্যচরণ দে
শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়
শ্রীমানিকলাল সিংহ
শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

পৌরসভার প্রতিনিধি : শ্রীকানাইলাল দাস

পরিষদের বিবিধ কার্য্যকলাপের বিবরণ

১। পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের সহায়তার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায়, আলোচ্য বর্ষেও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, ছাপাখানা, গ্রন্থপ্রকাশ, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হয়।

২। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক সংশোধিত নিয়মাবলী বিগত ২৪ মাঘ ১৩৬৫ তারিখের সাধারণ সভায় উপস্থাপিত ও অনুমোদিত এবং ২২ ফাল্গুন ১৩৬৫ তারিখের সাধারণ সভায় পুনরনুমোদিত হইয়াছে।

৩। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এবং সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত ও অনুমোদিত পরিষদের ন্যাস-রক্ষকগণের নাম অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। ন্যাসরক্ষক নিয়োগের অন্যান্য ব্যবস্থা করা হইতেছে।

৪। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিষদের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছে।

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—(১) কমলা বক্তৃতা সমিতি—শ্রীসুশীলকুমার দে, (২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা সমিতি—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

(খ) নিখিল ভারত ইতিহাস কংগ্রেস—ত্রিভান্দ্রম—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

(গ) ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্টের মনোনীত পুস্তকগুলি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের জন্য পরিষদের প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছে।

(ঘ) নিখিল-ভারত লোকসংস্কৃতি সম্মেলন—এলাহাবাদ—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

(ঙ) ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অনুরোধক্রমে তাঁহাদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নব শিক্ষিতদের পাঠোপযোগী পুস্তকগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য পরিষৎ কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণ: (১) শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, (২) শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, (৩) শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, (৪) শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল।

৫। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিক জন্মোৎসব: এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি পসমিতি গঠিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পরিষৎ, দেশের বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্রনাথের সম্যক্ পরিচয় ও তাঁহার আদর্শের ব্যাখ্যা দ্বারা দেশের মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য একটি অভিনব কার্য্যসূচী পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষৎ এই উৎসব সুষ্ঠুরূপে পালনের জন্য (ক) একটি সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান এবং (খ) রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময় পর্য্যন্ত দেশের সমসাময়িক মনীষীদের তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত অভিমতগুলির সংকলন-পুস্তক প্রকাশ।' পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীর সহিত পরিষৎ এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। পরিষদের প্রথম প্রস্তাবটি সম্বন্ধে সরকার এখনও কোন মতামত দেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া, উপরন্তু নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐরূপ আর একখানি পুস্তক পরিষৎকে দিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব তাঁহারা করিয়াছেন।

৬। All India Law Teachers' Conference-এর কলিকাতা অধিবেশনের দারভাঙ্গা হলের প্রদর্শনীতে আইনের বাংলা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত বোম্বের Audit Bureau of Circulation-এর প্রদর্শনীর জন্য কতিপয় বাংলা সাময়িক পত্রের আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়।

পরিষদের অধিবেশন

১। ৬৪ বার্ষিক অধিবেশন ও ৬৫ প্রতিষ্ঠাদিবস ৮ শ্রাবণ, ১৩৬৫।

২। প্রথম মাসিক অধিবেশন ৬ ভাদ্র, ১৩৬৫।

৩। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন ৩ আশ্বিন, ১৩৬৫।

৪। জগদীশচন্দ্র বসু ও বিপিনচন্দ্র পালের জন্মশতবর্ষ উৎসব পালন উপলক্ষ্যে বিশেষ অধিবেশন ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত কর্তৃক গ্রন্থিত 'আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য' নামে একটি পুস্তিকা প্রচারিত হয়। ভারত সরকারের Film Division কর্তৃক প্রেরিত 'জগদীশচন্দ্র' ফিল্ম প্রদর্শিত হয়।

৫। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫।

৬। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২৫ পৌষ, ১৩৬৫।

৭। বিশেষ অধিবেশন –২৪ মাঘ, ১৩৬৫।

৮। বিশেষ অধিবেশন ১০ ফাল্গুন, ১৩৬৫। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর গ্রন্থ-সংগ্রহের দ্বারোদ্ঘাটন এবং আচার্য্য যদুনাথ সরকার, আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, অনুরূপা দেবী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়।

৯। বিশেষ অধিবেশন ২২ ফাল্গুন, ১৩৬৫।

১০। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন ২১ চৈত্র, ১৩৬৫।

১১। ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬।

১২। মধুসূদন দত্তের সমাধিস্তম্ভে মাল্যদান ১৪ আষাঢ়, ১৩৬৬।

গ্রন্থপ্রকাশ

(ক) পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৯৭ সংখ্যক নূতন পুস্তক 'কেশবচন্দ্র সেন' (যোগেশচন্দ্র বাগল-রচিত) প্রকাশিত হইয়াছে। এই চরিতমালার ৬৬ সংখ্যক পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে। শুভেন্দু সিংহ রায় ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত মুকুন্দ কবিচন্দ্রের 'বাশুলীমঙ্গল' প্রকাশিত হইয়াছে। 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র ২য় সংস্করণ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত বাংলা পুথির বিবরণের ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র একটি নূতন (৩য় সংস্করণ) মুদ্রণ চলিতেছে।

(খ) ঝাড়গ্রাম-তহবিল হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ৫ম সংস্করণ ও 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'র ৫ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। বিগত বর্ষে আয়োজিত 'নবীনচন্দ্র সেনের রচনাবলী' ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড 'আমার জীবন'(মূল গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত)-এর নূতন পরিষৎ-সংস্করণ মাসাধিক পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য খণ্ডগুলির মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে।

(গ) লালগোলা-তহবিল হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে।

(ঘ) চণ্ডীদাস-পদাবলীর একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব পরিষৎ গত বৎসরে গ্রহণ করিয়াছেন ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার সম্পাদনার কার্য্যে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন। আশা করিতেছি, তাঁহার সম্পাদনাকার্য্য শীঘ্রই শেষ হইবে ও আগামী বর্ষে পুস্তকটি প্রকাশিত হইবে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই তহবিল হইতে ২৪৬৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকার ৬৫ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংখ্যার মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে। এ বৎসর পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার জন্য ব্যয়ও উল্লেখ-যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিজ্ঞাপনের আয় বৃদ্ধি পাইলে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে বর্দ্ধিত হারে সাহায্য পাওয়া গেলে পত্রিকা বর্দ্ধিত আকারেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইতে পারিবে।

গ্রন্থাগার

পুস্তকতালিকা সংকলনে রত কর্ম্মীরা এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থাদির কার্ড প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা যথারীতি কার্ড-কেবিনেটে রক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতিরেকে বিদ্যাসাগর-সংগ্রহের যাবতীয় পুস্তকাদির কার্ড প্রস্তুত ও কেবিনেটে রক্ষিত হইয়াছে। ৩১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত মোট ৯,৪৪৮ খানি পুস্তকের কার্ড তৈয়ারী ও সেগুলির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা যথাযথরূপে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাধারণ পুস্তকাগারের পুস্তক সংখ্যা, ইংরাজী ২০০৫, বাংলা ৩৯০৯, সংস্কৃত ২৬১, বিদ্যাসাগর-সংগ্রহের ইংরাজী ২৯৪৩, বাংলা ৩৩০।

সাধারণ-সংগ্রহের পুস্তকাদির জন্য ৩০টি ড্রয়ারযুক্ত আরও দুইটি কেবিনেট তৈয়ারী হইতেছে।

পরিষদ্-গ্রন্থাগার বৃহস্পতিবার ছুটির দিন ব্যতিরেকে প্রত্যহ বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। আলোচ্য বর্ষে প্রতিদিন গড়ে ৯০ জন পাঠক ও গবেষক পরিষদের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত পুস্তকাদির সংখ্যা : ক্রীত ১০৫ খানি, উপহৃত (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-সংগ্রহ) প্রায় ১২০০, পশ্চিমবঙ্গের Registrar of Publication-প্রদত্ত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদির সংখ্যা প্রায় ৭৫০, এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত ৯৪ খানি = মোট ২,১৪৯ খানি।

গ্রন্থাগার : বিষয়-সূচী (Subject Catalogue), গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) ও গ্রন্থসূচী (Catalogue) ও প্রতীক-সংখ্যা বা অক্ষরে (Notation) তৈয়ারীর জন্য বাংলায়

সর্ব্বজন-স্বীকৃত কোন বিধি-বিধান নাই। এই সকল কার্য্য শুধু বিদেশী পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা সম্ভবপর নয়। দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সহযোগিতায় একটি বিধি (Code) গঠন করিয়া লইতে পারিলে সকলের কাজের সুবিধা হয়। এ বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি॥

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে ভাগলপুর, মেদিনীপুর, শিলং, বিষ্ণুপুর, নৈহাটী—এই কয়টি শাখায় অধিবেশনাদি হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে পরিষদের নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে ভাদ্র, ১৩৬৫ তারিখে।

চিত্রশালা

পরিষদের চিত্রশালার মূর্ত্তিগুলির কাষ্ঠের পাদপীঠগুলিসহ চিত্রশালার গৃহটি সম্পূর্ণ রঙ করান ও নূতন ভাবে সাজান হইয়াছে। চিত্রশালার সুষ্ঠু পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধনাদির জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের নিকট হইতে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। আশা করিতেছি যে, সরকারের সাহায্য আগামী বর্ষে আমরা পাইব।

পুথিশালা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গৃহে যে সকল পুথি সঞ্চিত ছিল, ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগণেশপ্রসাদ ত্রিবেদী ও দৌহিত্র শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায় ও শ্রীজয়গোপাল রায় আলোচ্য বর্ষে সেগুলি পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তন্মধ্য হইতে ৮১ খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ ১০ খানি এবং শ্রীএস সি ব্যানার্জ্জী একখানি পুথি দিয়াছেন। এইরূপে বর্ষমধ্যে ৯২ খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে বাংলা পুথি ২৮ খানি ও সংস্কৃত পুথি ৬৪ খানি। এই পুথিগুলি তালিকাভুক্ত হইয়া বর্ষশেষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে—বাংলা পুথি ৩,৩৪৯, সংস্কৃত পুথি ২,৫৪০, তিব্বতী পুথি ২৪৪, ফার্সী পুথি ১৩ খানি=মোট ৬,১৪৬ খানি।

আলোচ্য বর্ষে বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ (৩য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে ১,৩৩১ হইতে ১,৬৩৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত ৩০৪ খানি বাংলা পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা লিখিত হইয়াছে। পরিষদের সদস্য ও গবেষণারত পণ্ডিতগণ পরিষদের পুথিশালায় বসিয়া ৮২ খানি পুথি ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বরোদার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটকে রামায়ণ সম্পাদনকার্য্যে সাহায্য করার জন্য দুইখানি রামায়ণের পুথি ধার দেওয়া হইয়াছে।

আর্থিক অবস্থা

পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের নিয়মিত দান, গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয়ের জন্য কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক দান এবং সদস্যগণের দেয় চাঁদা ও পুস্তক বিক্রয়ের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া, চারিটি প্রধান বিভাগ সহ পরিষদের কার্য্যালয় সাধারণের জন্য খোলা রাখা এবং অনুসন্ধিৎসু ও গবেষকদিগের প্রয়োজন মিটান যে কত কঠিন, তাহার কিছু আভাস আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের কার্য্যবিবরণে দিয়াছি। আলোচ্য বর্ষে এই কাজ কঠিনতর বলিয়া মনে হইয়াছে। কয়েকজন নূতন কর্ম্মচারীর নিয়োগ, পুস্তক-তালিকা সংকলন এবং পুস্তক বাঁধাইয়ের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়া, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ইতিমধ্যে ১৮৯৬৩ টাকা পরিষদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ইহাতে পরিষদের কিছু সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যয়ের অপর অর্দ্ধাংশের জন্য পরিষৎকে সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। তথাপি নানা দিক বিবেচনা করিয়া পরিষৎ এই ঝুঁকি লওয়াই স্থির করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে গচ্ছিত তহবিলগুলিতে কিছু লাভ হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ তহবিলে ব্যয়ের পরিমাণ আয় অপেক্ষা অধিক। চিত্রশালার জন্য প্রায় তিন হাজার টাকা এবং পত্রিকার মাত্র দুই সংখ্যার জন্য প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি এবং আলো, পাখার উন্নততর ব্যবস্থার জন্যও খরচ কিছু অধিক হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার পরিষৎকে তাঁহাদের নিয়মিত বাৎসরিক সাহায্য (পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশের জন্য দুই হাজার টাকা এবং গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য এক হাজার দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। পরিষদের গ্রন্থতালিকা সংকলন এবং গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি বাঁধাইবার ব্যয়ের অর্দ্ধেক বহন করিতে সম্মত হইয়া রাজ্যসরকার ইতিমধ্যেই পরিষদের হস্তে যথাক্রমে ৬৫০০ এবং ১২৪৬৩ টাকা দিয়াছেন। পরিষদের কার্য্যে কয়েকজন নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগের অর্দ্ধেক ব্যয়ভারও তাঁহারা বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষৎ ভবন ও রমেশ ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। তাঁহাদের দেয় বার্ষিক সাহায্য (দুই বৎসরের) ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের প্রথমেই পাওয়া গিয়াছে। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীহেমরঞ্জন বসু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য প্রাপ্ত ভোটপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া উহার ফলাফল নির্ণয়ে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীসরলকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষদের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকে এবং পরিষদের অন্যান্য হিতৈষী এবং সাহায্যকারীদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

উপসংহার

গত বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনে সরকারের সর্ব্বপ্রকার সহায়তা ও সহযোগিতা কামনা করিয়া পরিষদের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ শেষ করিয়াছিলাম। এ বৎসরে তাঁহাদের সহায়তা ও সহযোগিতা আমরা কিছু কিছু লাভ করিয়াছি, কিন্তু এই সহায়তা সর্ত্তহীন নহে। সরকার যে দান মঞ্জুর করিয়াছেন বা যাহা ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক পরিষৎকে বহন করিতে হইবে। এই সকল সর্তাধীন দান গ্রহণ করিয়া অপরার্দ্ধ পূরণ করিবার মত যথেষ্ট শক্তি আমাদের আছে কি না, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় ছিল। কিন্তু যে প্রাণশক্তি এই পঞ্চষষ্টি বৎসরকাল ধরিয়া আমাদের সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতিই সেই প্রাণশক্তি। ইহার সহিত আমাদের পূর্ব্বগামী সাধকদের আশীর্ব্বাদ যুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে। এই গভীর বিশ্বাস লইয়া আমরা এই সমস্ত গুরুভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। পরিষদের সকল সদস্য ও দেশের সুধীসমাজ যদি আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের এতাবৎকালের অস্তিত্ব সার্থকতা লাভ করিবে।

৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৬

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাদির তালিকা

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ত্রয়ী, শরৎচন্দ্রের দেশ ও সমাজ, যাত্রা, রাশিয়ার কবিতা, বিহারী সতসই , **শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়** ঃ ব্রহ্ম সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন , **শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য** ঃ কালীঘাটের ঐতিহাসিক কথা (১ম খণ্ড) , **Govt. Press, Madras :** Report of Museum 1955-56 , **শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী** ঃ উছল সবুজ, মধুবাগ , **শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী** ঃ ছায়াবিহীন , **শ্রীসন্তোষকুমার বসাক** ঃ শিশুভারতী, বিষের তীর, সত্যের পথ, আহভ্যান হো, কাউণ্ট অফ মণ্টিক্রিস্টো, আরব বেদুইন , **শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়** ঃ কুশপুত্তলিকা , **শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী** ঃ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন শতকম, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ কৃপাকটাক্ষ, শ্রীমহাপ্রভু গ্রন্থাবলী, প্রার্থনা, উদ্ধব সন্দেশ, হংসদূতম্, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম, শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণম, নিত্যক্রিয়া, স্মরণ মঙ্গল, নবরত্ন, ভক্তিরস তরঙ্গিণী, ভাগবত ভাষা, গ্রন্থরত্ন, শ্রীপ্রেমসম্পুট , **শ্রীহরিদাস জ্যোতিষার্ণব** ঃ জন্মমাস বিচার , **শ্রীবিজয়কৃষ্ণ প্রামাণিক** ঃ পরমাত্মতত্ত্ব , **শ্রীসুবোধ বসু** ঃ মহুয়া, Golden Treasury , **শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত** ঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় , **শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী** ঃ মঞ্জরী ভবাণীমঙ্গল, পল্লীকবি রসিকচন্দ্র, সোনা রায়ের গান, মাণিক্য মিত্রের কথা, প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, ভারতীয় সভ্যতা , **শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য** ঃ বাংলা ছন্দ , **শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু** ঃ Bengali Self Taught, Coins of India, কলাভূমি কলিঙ্গ, ডিঙ্গি , **শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য** ঃ সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ , **শ্রীপ্রভাময়ী দেবী** ঃ আখ্যায়িকা কাব্য , **শ্রীকুমারেশ ঘোষ** ঃ ম্যানিয়া, নতুন মিছিল, ব্যঙ্গ কবিতা, সালোমে, কটাক্ষ, ফ্যাসন টেনিং স্কুল, চক্র, ফাঁকিস্থান, স্বামীপালন পদ্ধতি , **শ্রীগোবর্দ্ধন দাস** ঃ শ্রীশ্রীব্রজধাম (১ম) , **শ্রীসুখেন্দুশেখর সরকার** ঃ লালু , **শ্রীবামাপদ বসু** ঃ মধ্যম ব্যায়োগ, স্বপ্ন বাসবদত্তা , **শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য** ঃ বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস , **শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়** ঃ নীলকণ্ঠ , **National Publishers :** With Nehru in China , **ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস** ঃ মেঘদূত, রাজগাথা , **বেঙ্গল পাবলিশার্স** ঃ পঞ্চতন্ত্র, আরোগ্য নিকেতন, জাগরী, জঙ্গম, শ্রেষ্ঠ গল্প, যৌন জিজ্ঞাসা ; **ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড** ঃ রত্নমালা, সৃষ্টি, স্ব-নি-গল্প (তারাশঙ্কর), বিজ্ঞানের চিঠি, **শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী** ঃ উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য , **শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** ঃ India (Govt. of India Pub.) , **শ্রীসুশীলকুমার দে** ঃ কাব্যরশ্মি, পদ্যপুষ্পাঞ্জলি, খাদ্যকথা, ভগবৎ প্রসঙ্গ, ভাবরূপা, পতাকা প্রকাশ, রৌদ্রজ্যোৎস্না, নরেন্দ্রনাথের জীবনকথা, সারদা-রামকৃষ্ণ, ভারত মহিলা, পঞ্চপ্রদীপ, মন্দার ও মালঞ্চ, তপস্বিনী , **বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ** ঃ ধর্ম্মজীবন সাধনা, বেদান্তের প্রস্থান , **মন্মথ রায়** ঃ

জীবন মরণ, গুপ্তধন, জটা গঙ্গার বিধি, লাঙ্গল, মুক্তির ডাক, দেবাসুর, **সারদারঞ্জন পণ্ডিত**ঃ মহাপ্রভু, **Chinese Bhuddhist Asson** : A record of the Bhuddhist Countries, **Smithsonian Inst.**: Araucanlan Child life, **শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়**ঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, **শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ**ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (২য়, ৩য়), **শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য**ঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, **রেজিস্ট্রার অফ পাবলিকেশন (পঃবঃ সরকার)**ঃ ঘরে বাইরে, ধর্ম্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, দৈনন্দিন, উপবাগ, সোভিয়েট নাট্যমঞ্চ, গোদান, অভিজ্ঞান, হিন্দু রসায়নী বিদ্যা, আত্মজ্ঞান, সরল ধাত্রী শিক্ষা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিস্মরণী, শ্রীশ্রীলীলাতত্ত্ব কুসুমাঞ্জলি, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস ৩য়, বাংলার নবযুগ, মুক্তি সংগ্রামে জনসেবা, পবিভাষাবৃত্তি, এই দেশেরই মেয়ে, হাওয়ার নিশানা, নতুন পাঠমালা, তবুও মানুষ, বন জ্যোৎস্না, সূর্য্য সারথি, কল্লান্ত, আত্মপরিচয়, উনপঞ্চাশী, নবীনচন্দ্র দাস, ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ, শিল্পীর নবজন্ম, শ্রীশ্রীভক্তিরত্নহার, বাংলা দেশের সোনার ছেলে, অভিযান, কমিউনিষ্টের জবাব, শতদল, অহিংস ও গান্ধী, ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি, আমার জীবন (চেকভ), দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, নোয়াখালির পটভূমিকায় গান্ধীজী, গল্পভারতী প্রথম বার্ষিকী, কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, আজো ওঠে চাঁদ, বাংলা সাহিত্যের কথা, জাগ্রত দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া, ত্রিকাল, পুতুলনাচের ইতকথা, স্বর্ণনদী, রক্তরাখী, জাতবেদা, মল্লিকা, কাব্যবিচার, রাজধানী, যে দেশে জন্মেছি, সাহিত্যের পথে, মায়ের ডাক, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সোভিয়েট দুনিয়া, লবেন্সের গল্প, দি ইনভিজিবল ম্যান, বেদের মেয়ে, আমার ধ্যানের ভারত, নিকিতের শৈশব, সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা, বায়তের কথা, বৈদিক দেবতা, মুক্তাগড়, শতাব্দী, মহামানব মহাত্মা, শিবানন্দবাণী (২), এই কলকাতায়, স্মৃতিচিত্র, দেশীয় প্রজা আন্দোলন, বিশ বছর আগে, মৃত্যুর পরপারে (২), শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত (৬), শাক্তপদাবলী, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ, অনেকরকম, শ্রীশ্রীসদ্গুরু সঙ্গ, স্বর্গের সিঁড়ি, শ্রীশ্রীরামায়ণ গান, অবতারতত্ত্ব, বিচিত্র প্রবন্ধ, চিত্রা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, জীবন মৃত্যু, বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ, ভারতের কবি, কথা শিল্প, ডন নদীর গতিপথে, নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, বেআইনী জনতা, শিল্প ও সংগ্রাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতন্ত্র, শ্রুতিস্মৃতি, মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী, কল্লোল রাজগৃহ ও নালন্দা, বেদান্তরহস্য, রামদাস ও শিবাজী, মাটির কান্না, সমালোচনা সংগ্রহ, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (২), বহ্নিবলয়, প্রগতিশীলা, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, মাটির ঘর, বিশ বছর আগে, মহাকবি ইকবাল, রাশিয়া ১৯৪৫, একতারা, জতুগৃহ, কালকল্লোল, শ্রীমতী, কল্পনা, রাজযোগ সাধন, জনগণের রবীন্দ্রনাথ, দার্জিলিং সাথী, উদয়াস্ত, রাজসিংহ, কালোপাঞ্জা, জনৈকা, বাংলা কাব্যে প্রাক রবীন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত, বাস্তহারা, মেরা বচপন, রাষ্ট্রসংগ্রামের এক অধ্যায়, বিচিত্র মণিপুর, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, শতাব্দীর সূর্য্য, সাহিত্য সংকলন, সেরা লিখিয়েদের সেরা গল্প, রঙরুট, কল্পনা, ভারততীর্থ, পদার্থবিদ্যার নবযুগ, রসাঞ্জন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, উপনিষদের আলো, মাস্টারদা, দ্বীপ ও দ্বীপান্তর,

বিশ্বশান্তি, নটীর পূজা, আত্মকথা, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, আমরা আবার বাঁচব, সাহিত্য প্রবাহ, জীবনকথা, প্রেম ও কামনা, অভিষেক, স্রোত বহে যায়, দাবী, আরোগ্য, বুদ্ধবাণী, বেদান্তদর্শন, বুভুক্ষু মানব, বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, দিনদুপুরে, তীর্থরেণু, দামোদর পরিকল্পনা, মাহেশমঙ্গল, নক্সী কাঁথার মাঠ, শিবরামের সেরা গল্প, শেলী, ফাঁসীর আশীর্বাদ, অদৃশ্য শত্রু, জীবনপ্রভাত, মেসমেরিজম, টাকার বাজার, অপরাধ বিজ্ঞান (৪), অমূল তরু, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, শ্যামলী, শ্রীমদ্ভাগবত, পরিচিতা, মেঘনাদবধ কাব্য, প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রবন্ধ সংগ্রহ (১), যোগচতুষ্টয়, বেদান্ত ও সুফীদর্শন, উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ, সোনার তরী, অভিনব ঐতিহাসিক গল্পগুচ্ছ, জীবনের গতি, সরল পৌরবিজ্ঞান, প্রায়শ্চিত্ত, গল্পের ফোয়ারা, অবশ্যম্ভাবী, রুদ্রাক্ষ, যুগ-শংখ, হিপনটিজম, ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি, গীতপঞ্চাশিকা, আনন্দমেলা ও মণিমেলা ১৯৫২, কাব্যে শকুন্তলা, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, রাগ ও রূপ, পুরাণো কথা, বাঙ্গালা নাটক, চলচ্চিত্র (১), পথের পাঁচালী, গীতা ও হিন্দুধর্ম, পুতুলনাচের ইতিকথা, অর্থশাস্ত্রের রূপরেখা, জীবনের বসন্ত, আত্মচরিত, মানিক গ্রন্থাবলী, সরস গল্প, বড়দের হাসিখুসী, নরেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, রবিরশ্মি (২), রসেন্দ্রসার সংগ্রহ, চিত্রোৎপলা, জীবন ও মরণ, বিংশতি মহামানব, সাগরিকা, একদম বাধকে জানানা, অশোক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠগল্প, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, কাব্যজিজ্ঞাসা, সদগুরুসঙ্গ, উষসী, দুরন্ত দুপুর, পুনর্জন্মবাদ, রমণের আবিষ্কার, পৃথিবীর পথে, আজাদহিন্দ ফৌজ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতাবলী, চলন বিল, কবি সার্বভৌম, মুক্তির উপায়, শিক্ষা ও শিক্ষানীতি, কঠোপনিষদ্ সপ্তসাগর, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ত্রিকাল, মহামানবের জীবনকথা, পূর্ণকুম্ভ, শ্রীঅরবিন্দ, আজাদহিন্দ ফৌজ দিবসে গুলিবর্ষণ, পণ্ডিত রসিকমোহন, গালি ও গল্প, ধারাবাহিক, হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা, যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি, অসমীয়া কথাসাহিত্য, কৃষাণ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (২), রক্তকরবী, ভারত ও যুগসঙ্কট, বিল্বদল, মায়াবতীর পথে, মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি, তরুণের স্বপ্ন, মধুরাতি জাগর, রেফারীস চার্ট, কাজল, স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম, নরেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রহাসিনী, বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশ প্রেম, শেষ লেখা, আমার বন্ধু সুভাষ, রিক্সাওয়ালা, হিতোপদেশের গল্প, মুকুন্দদাসের যাত্রা, সাহিত্যের স্বরূপ, বন্দনার বিয়ে, যুগেযুগে, বাংলার রায়ত ও জমিদার, ভারতের রাসায়নিক শিল্প, প্রফুল্ল চাকী, চৈতালি, আরণ্যক, প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন, বহ্নিবলয়, সমাজ ও সংস্কৃতি, তারুণ্য, চিতা-বহ্নিমান, বাংলার জনশিক্ষা, কালান্তর, দূরেক্ষণ, ব্যাধির পরাজয়, উড়িয়া সাহিত্য, বিভক্ত ভারত, সাহিত্য প্রসঙ্গ, দেহ ও দেহাতীত, ছিন্নমস্তার খড়্গ, ধূলিকণা, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, চট্টগ্রামের বিদ্রোহের কাহিনী, বাঙলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদবিদ্যা, বঙ্গসাহিত্যে নারী, সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী, রুদ্ধকারার দিনগুলি, বিজলীর কীর্তি, বেদ-পরিচয়, বিড়লাবাড়ীর রহস্য, সারিপুত্ত ও মোগ্‌গাল্লায়ন, প্রশ্নোপনিষৎ, শ্রীশ্রীচণ্ডী, বিরস নাটক, প্রাচীন বাংলার গৌরব, শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়, শুশ্রূষা বিদ্যা (৩), আমাদের খাদ্য, ভারতীয় রাজনীতি ও

ডায়লেকটিক, ধীমতির আর্থনীতি, ডননদীর গতিপথে, আণবিক বোমা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কম্যুনিস্টের জবাব, মা, স্বয়ংসিদ্ধা (২), ব্রহ্মচর্য্য ও ছাত্রজীবন, বাঙ্গালা সাহিত্য (২) শ্লোক, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন, ত্রিস্রোতা, বুভুক্ষু দুনিয়া, জনান্তিক, ভারতে মাউণ্টব্যাটেন, আমাদের শিক্ষা, মহামানব জাতক, পুণ্যপুথি, অনুশ্রুতি, হাফিজ, গান্ধীজীর রাষ্ট্র পরিকল্পনা, কাণ্টারবারি টেলস, রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস, যারবেদা মন্দির হইতে, যে কথা আজ সবাই ভাবছে, বাপুকী জীবন কহানী, ভারতমাতা, দক্ষিণের বিল, ছায়া মিছিল, শারদোৎসব, লাস্ট অব দি মিহকানস্, ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত, বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, শেষরক্ষা, ছায়া পথিক, শ্রীশ্রীচণ্ডী, মৃত্যুহীন প্রাণ, অরণ্যের ক্ষুধা, যে গল্পের শেষ নেই, দামোদর পরিকল্পনা, কাব্যালোক, দস্যু মোহন, শিশু ভোলানাথ, ফটো শিক্ষা, পথের কড়ি, সারিপুত্ত, ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থনীতি, শিল্পভারতের প্রতিরোধ, দূরেক্ষণ, জয় যাত্রার গান, বেদান্ত দর্শন, হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনা, প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ বিদ্যা, অভিব্যক্তি, শিক্ষাপ্রকল্প, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ, রঞ্জনদ্রব্য, যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি, উপনিষদ (৩), প্রধূমিত বহ্নি, আমেরিকা, ভারতের পণ্য, নবযুগের রূপকথা, পদার্থের স্বরূপ, হাউই, রূপবতী, আকাশপ্রদীপ, উপনিষদের আলো, সত্যের সন্ধানে, কবি রবীন্দ্র, রবীন্দ্র কাব্য, শরীর পরিচয়, নৃত্য, ঋতুসম্ভার, বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, জপ-সূত্রম (২), বাংলা সাহিত্যের কথা, লরেন্সের গল্প, কংগ্রেস বিপ্লবের পূর্ব্বাভাষ, বর্ষায়, গোর্কির তিনটি গল্প, দিনের পর দিন, মর্ত্ত্যের স্বর্গ, ঝালাপালা, ভবঘুরের বিলাতযাত্রা, মুস্লিম-প্রতিভা, গোধূলি লগ্ন, জিজ্ঞাসা, বিজ্ঞান ও দর্শন, জাগরী, মহাকাশ, মোহন সিংহের ফাঁসী, আলোর পিপাসা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা (২), বৈষ্ণব পদাবলী, খণ্ডিত ভারত, বিস্মরণী, ভাষা পরিচ্ছেদ, মৈমনসিংহ গীতিকা (১), কমিউনিজ্ম ও সোভিয়েট রাশিয়া, চক্রধারী, অপরাধবিজ্ঞান (২), নন্দিতা, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, গোর্কির ছোটগল্প, সুভাষ আলেখ্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বিবেকানন্দ স্মৃতি, কবিগুরু গ্যেটে, আচার্য্য বাণী (১), কথাপ্রসঙ্গ, অলঙ্কার চন্দ্রিকা, স্বরাজ ও গান্ধীবাদ, Hindu Temple II, Kol Tribe, Indian Succession Act, Tissue Remedies, Ain-i-Akbari, Eng. Materials III, Shah Alam, Longmans Misc. 4, The Legends of the Topes, Kama Sutra, Eng. Works of R. M. Roy III 3, 3rd I. S. C. Proceeding, Year Book R. A. S. 1944, Hist. of Mahishadal Raj Estate, I. E. Industries, Folk Art of Bengal, Clinical Methods in Surgery, The Limitation Act, Siva and Buddha, Bombay Pentangular, Russian Vignette, Manures and their application, Price Control, C. U. Calender 1946, Bengal tenancy act III, Recent Banking development, Nehru Your Neighbour, Principles of Philosophy, My Experience in Russia, Inter Physics, Royal Air Force, Poems of Kalidasa, Discovery

of India, Rise of the Sikh power, Old Cal. Cameos, Tall Trees Fall, Rabindranath, A Scholar in Clive Street, Trees of Calcutta, Toilet goods, Secrets of Achivements, What is Philosophy, Sayings of Ramkrishna, New Hist. of Indian People, Naked Nagas, Insurance Act, The Indian Insurance Fadaration, Attitude of Vedanta, The Annual Registrar, Songs of Love and Death, Land of Freedom, Marxism and the National Colonial Question. অবিনাশচন্দ্র সেন, দামোদর পরিকল্পনা, বিক্রমপুর, শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, ভারত সন্ধানে নেহরু, বসন্ত, প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি, রবীন্দ্র চিত্রকলা, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, শিক্ষাপ্রকল্প, অভিব্যক্তি, সম্প্রদায়িকতার গ্লানি, দক্ষিণেশ্বর (১), চীনা ইতিহাসের ধারা, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল লীলামাধুরী, সফল, নতুন চীনের নবীন জীবন, ঘরোয়া, জেলে ত্রিশ বছর, বেপরোয়া, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, কুমির, মাদার রাশিয়া, শ্রীশ্রীনাটক চন্দ্রিকা, ভারতীয় সভ্যতা, স্বরবিতান (২০), হলিউডের আত্মকথা, গাজী সালাহউদ্দীন, ষঠচক্র, রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, ভারতের রাজনৈতিক কার্য্যসূচী, ভারতের বনৌষধি, কবিকঙ্কণচণ্ডী, বাংলা কাব্য সাহিত্যের কথা, ষ্টালিন, কালোরক্ত, আর্ত্তনাদ, প্রকৃতির পরিহাস, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, পাতঞ্জল যোগদর্শন, বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহ, শ্রীগীতায় গুরুতত্ত্ব, বাংলার কুটীর শিল্প, সাহিত্যে প্রগতি, অহিংসা ও গান্ধী, বিদ্যুৎতত্ত্ব শিক্ষক, আপনি কী হারাইতেছেন, গান্ধীবাদের পুনর্ব্বিচার, মার্কসবাদ, শ্রীশ্রীবন্ধু লীলাতরঙ্গিণী, দোহাবলী, ঝান্সীর রাণী, বিশ্বামিত্র, সাহিত্য সংগমে, যোগচতুষ্টয়, ভাবীকাল, শাদা পৃথিবী, রঞ্জন দ্রব্য, মুসলিম সভ্যতায় নারীর দান, দেশমাতৃকা স্মৃতি, ছন্দাঞ্জলি, সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা, Calcutta I. S. C., Hinduism, Hindu Ideal of Life, Philosophy of Aurobindo, Printing Ink, Devaluation, Dhammapad, Mahabodhi Soceity, Thakers Directory, Indepedence and After, Gandhi-Nehru, Physical Chemestry, This Europe, Siddhanta Sekhera, Significance of Jataka, Indian War of Independence, Poems of Kalidasa, Eastern Frontier of Br India, Elements of Astronomy, Modern Age of India, Laughs by P. G., Satya & Ahimsa, In search of Truth, 50 ways of cooking, Cultural Hist. of Hindus, Basis of Pakistan, Call of the Land, Vivekanda, Asvaghosa, Budhaghosa, Indian Engineering Industries, Gita, Round the World, Hist. & Destiny, Gold in the Future, Cabinet Mission in India, Elements of Hindu Law, Excavations in Mayurbhunj, Modern Shakespeare, Political Thought of Tagore, Agricultural Econ. of Bengal Pt. I, The Murias & Their Ghotal, Gandhism, Rambles in Vedanta, Satyagraha, Vedic Culture, Vedic Selections, Food & Nutrition in India, Calender : Persian Correspondence, Ironies & Sarcasms, Netaji Bose, Bengal in

Agony, Delhi & its Monuments, Path of Realization, Notes of some Wanderings, Daniel Defoe, The Great Sentinal, Eastern Light of Sanatan Culture, Law of Evidence, The Investors Year Book, Developing Village India, Western Influence of Bengali Literature. Central Banking, White Dawns of Awakening, Blue Annals, Indian Philosophy, Masir-I-Alamgiri, Psychic Phenomena, Indian Mercantile Law, Remnisences, Controversy, Tolstoy & Gandhi, Jaina Philosophy, Revolution, Ancient Society, Voice of Silence, Entomology, Evolution of Human, Palitical Science, Religion as a quest for Values, At the Cross Roads, Ashoka and His Inscriptions, Unemployment, Economic Geography, Banking Theory, World Situation, While Waiting for Dawn, Agrarian Question, Inflation in India, Batanagar, World Understanding, Hindu Will, Industrialisation, Tropical Disease, Indian Company Manual, Indian Rly. Act, South Africa, Indias New Constitution, Jute Cultivation, Economic Planning, Burma Facts & Figures, Patents & Designs, Call of the Land, Wooden Age & India, Primary Education in India, Evolution of Human Institutions, Cultural Fellowship of Bengal, Dialectical Materialism, Exploration in Tibet, History & Destiny, Vedanta Philosphy, Rainbow Over Malaya, Political Science, Economic Geography of India, Tie Middle East, Sugar & Gur Industry, Economic Geography of Orissa, Rukmini Haran, Ancient Indian Civilisation, Evolution of the Khalsa.

ঢাকা বেঙ্গলী একাডেমী : সাহিত্য প্রকাশিকা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, Far India & Islam, চট্টগ্রামের ইতিহাস, বহ্নিবীণা, পরমাণু পরিচিতি। **বিশ্বভারতী :** স্বরবিতান ৫৬, পুথির পরিচয়। **মুহম্মদ শহীদুল্লাহ :** ইকবাল। **ডাঃ কবিতা রায় :** প্রেমানন্দ মহারাজ। **নরেন্দ্রচন্দ্র রায় :** সুন্দরী কাশ্মীর। **এ. সি. দে :** শরতের ফুল। **শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী :** ভক্তিভারতী। **প্রকাশকৃষ্ণ মিত্র :** অভাব ও পরিপূর্ণ, শান্তির পর্ব, বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের একমাত্র প্রণালী। **অমল হোম :** এক দুই তিন।

ষট্‌ষষ্টিতম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের তালিকা

সভাপতি ঃ শ্রীসুশীলকুমার দে—১৯।এ, চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪।

সহকারী সভাপতি ঃ শ্রীঅজিত ঘোষ—৪২, শ্যাম বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪; শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—২৮।৩। বি, সাহানগর রোড, কলিকাতা-২৬; শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—পি. ২৫৬, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯; শ্রীনরেন্দ্র দেব—১২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯; শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু—৩৭।এ, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩; শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহরায়—১৫, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২০; শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—২২৭।২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০; শ্রীসজনীকান্ত দাস—৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭।

সম্পাদক ঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পি. ৭০, সি. সি. ও. এস.-কলিকাতা-২।

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীকুমারেশ ঘোষ—৪৫।এ, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীপ্রবোধকুমার দাস—৭।১, ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীত্রিদিবনাথ রায়,—১৯।এ, শ্রীনাথ মুখার্জ্জী লেন, কলিকাতা-৩০।

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীপুলিনবিহারী সেন—৫৪।বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯।

পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত—২৬, পীতাম্বর ঘটক লেন, কলিকাতা-২৭।

চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস—৮, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯।

কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ—৫৯, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-২।

কাঃ নিঃ সঃ সদস্য ঃ শ্রীঅমল হোম—১৬৯।বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪; শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—১২৮।১২, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬; শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—৩৩।৫।১।সি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯; শ্রীকামিনীকুমার কর রায়—হরিদেবপুর, কলিকাতা-৪১; শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত—৪৫।১।বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬; শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৫০।৮০।সি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪; শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য—৩৫, স্কটস লেন, কলিকাতা-৯; শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—৩৫।১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০; শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য—৬৬।বি, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪; শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত—৯।ই, যোগোদ্যান লেন, কলিকাতা-১১; শ্রীমনোমোহন ঘোষ—৯২।এ, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪; শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল—৪০।বি, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-১১; শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীরজনীকান্ত রায়—৩।এ, হরঠাকুর স্কোয়ার, কলিকাতা-১৪; শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়—১।১।এ, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬; শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—৪৩, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬; শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়—৩২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

রোড, কলিকাতা-৯ ; শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা—৭, নন্দলাল বোস লেন, কলিকাতা-৩ , শ্রীসুশীল রায়—১৩।বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ , শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৯, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা-২৬।

শাখা-পরিষৎ পক্ষেঃ শ্রীঅতুল্যচরণ দে—পঞ্চাননতলা, নৈহাটী, ২৪ পরগণা , শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়—পি-৮, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০ , শ্রীমানিকলাল সিংহ—বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া , শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—মোক্ষদা কুটীর, আটগাঁও, গৌহাটী, আসাম।

পৌর-প্রতিষ্ঠান পক্ষেঃ শ্রীকানাইলাল দাস—৫৫।বি, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের নির্বাচিত পরিষদের সাধারণ-সদস্য তালিকা

১। শ্রীরেবা রায়চৌধুরী—৯।৬।১এ পিয়ারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা, ২। শ্রীসনৎ-কুমার বাগচী-৩।বি নন্দী স্ট্রীট, কলিকাতা, ৩। শ্রীশান্তনুকুমার ঘোষ-৮।১০ আলিপুর পার্ক রোড, কলিকাতা, ৪। শ্রীঅমল হালদার—১৮১।বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, ৫। শ্রীগৌরদেব মুখোপাধ্যায়—পি২৫৭ সি আই টি স্কিম ৪৭, কলিকাতা, ৬। শ্রীইন্দিরা গুহ—১৩৩।২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, ৭। শ্রীসুবোধকুমার মালাকার—৫।বি ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা, ৮। শ্রীদীপককুমার পাল—৪২।২ দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা, ৯। শ্রীতরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায়—৩ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা, ১০। শ্রীধীরেন রায়—১০।২ নীলরতন মুখার্জী রোড, কলিকাতা, ১১। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত—৪৬ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা, ১২। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১৬৫ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা, ১৩। শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত-৮৮ ভূপেন রায় রোড, কলিকাতা-৩৪, ১৪। শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ—৫৫।২এ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৫। শ্রীগীতা গঙ্গোপাধ্যায়—২১।১এ ফার্ণ রোড, কলিকাতা, ১৬। রফিকুল ইসলাম—ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান, ১৭। শ্রীরেণু লাহিড়ী—১৪।২।১ হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা, ১৮। শ্রীভোলানাথ ঘোষ—৮ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা, ১৯। শ্রীছায়া সরকার—৩০ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রীট, কলিকাতা, ২০। শ্রীরোহিণীচন্দ্র দেব—৩৬।৪।৩ বেনিয়া টোলা লেন, কলিকাতা, ২১। শ্রীকবিতা কুণ্ডু—৭ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, ২২। শ্রীনিতাইচন্দ্র গড়াই—৫০ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা, ২৩। শ্রীমমতাজুর রহমান তরফদার—Dacca University, পূর্ব পাকিস্তান, ২৪। শ্রীভারতী বসু—৫।১ সন্ন্যাসী পাড়া রোড, কলিকাতা, ২৫। শ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায়—১৩২।১এ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা, ২৬। শ্রীমঞ্জু চট্টোপাধ্যায়—২৭।৩ রাজা দীনেন্দ্র

স্ট্রীট, কলিকাতা, ২৭। শ্রীভূপতি মজুমদার—১।৮ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ২৮। শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়—৫৭ বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা, ২৯। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—জগদ্দল, ২৪ পরগণা, ৩০। শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য—২৪ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলিকাতা, ৩১। শ্রীদীপককুমার সেন—দমদম, ২৪ পরগণা, ৩২। শ্রীঅনিলা দাশগুপ্তা—আন্দুল, হাওড়া, ৩৩। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ—৬।২।w১এ উমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা, ৩৪। শ্রীমণীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—৩৫।এ মতিঝিল কলোনী, ২৪ পরগণা, ৩৫। শ্রীমনোমোহন দেবনাথ—১৭ স্কট লেন, কলিকাতা, ৩৬। শ্রীগোপীনাথ গিরি—পি ১৪ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা, ৩৭। শ্রীতপতী দেব চৌধুরী—ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা, ৩৮। শ্রীঅপর্ণা দত্ত—১৮।এ শাঁখারী টোলা স্ট্রীট, কলিকাতা, ৩৯। শ্রীকণকলতা ঘোষ—পি ৬৩ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা, ৪০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ—১২ রতনবাবু রোড, কলিকাতা, ৪১। শ্রীউমা মৈত্র—৭০ হরিপদ দত্ত লেন, কলিকাতা, ৪২। শ্রীপ্রণতি সিংহ—৬১ একডালিয়া রোড, কলিকাতা, ৪৩। শ্রীশিশিরকণা পাণ্ডা—১৫৫।৮এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা, ৪৪। শ্রীমিনতি মিত্র—৬০ যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, কলিকাতা, ৪৫। শ্রীঅনুপম সেন—৮০ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা, ৪৬। শ্রীজ্যোৎস্না সরকার—৩।এ আণ্টুনি বাগান লেন, কলিকাতা, ৪৭। শ্রীআশা দেবী—২২।এ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা, ৪৮। শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—২২।এ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা, ৪৯। শ্রীঅশ্রু পাল—২৫ ট্যাংরা রোড, কলিকাতা, ৫০। শ্রীপ্রসিতকুমার রায়চৌধুরী—রাজপুর, ২৪ পরগণা, ৫১। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—পানিহাটী, ২৪ পরগণা, ৫২। শ্রীশেখর দেব—৩৬।বি সিমলা রোড, কলিকাতা, ৫৩। শ্রীবিজয়কিরণ পাল-২৪৪।সি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা, ৫৪। শ্রীঅজয় চট্টোপাধ্যায়—চাকদহ, নদীয়া, ৫৫। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত—১৭২।২২ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ৫৬। শ্রীবাদলচন্দ্র দাস—২৪৩।৩ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা, ৫৭। শ্রীসুনীলকুমার সরকার—পীরপুর, হাওড়া, ৫৮। শ্রীঅখিলকুমার ঘোষ—৮১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, ৫৯। শ্রীকৃষ্ণনাথ মল্লিক—হেতেমপুর, বীরভূম, ৬০। শ্রীসুরঞ্জিতা চক্রবর্তী—২৬।এ নলিন সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা, ৬১। শ্রীকল্যাণী মুখার্জী—৫৫ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী রোড, কলিকাতা, ৬২। শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য—১০।২ ট্যামার লেন, কলিকাতা, ৬৩। শ্রীবনবিহারী গোস্বামী ২৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, ৬৪। শ্রীঅমলকৃষ্ণ সাহা—১১৪।২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, ৬৫। শ্রীমঞ্জু চট্টোপাধ্যায় ৪৫।সি মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা, ৬৬। শ্রীপ্রদীপকুমার কুণ্ডু—৭ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, ৬৭। শ্রীসুধেন্দুশেখর সরকার—১০৫ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, ৬৮। শ্রীজয়কৃষ্ণ লস্কর—৩২ চণ্ডী বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা, ৬৯। শ্রীআরতি মুখোপাধ্যায়—২২ অন্নদা ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা, ৭০। শ্রীনির্মল সরকার—৫৩ চাউলপট্টি রোড, কলিকাতা, ৭১। শ্রীব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মী—৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা, ৭২। শ্রীবীণা চক্রবর্তী—১১৪।বি হাজরা রোড, কলিকাতা, ৭৩। শ্রীপ্রভঞ্জনকুমার রায়চৌধুরী—২।এ ডাক লেন, কলিকাতা-৬, ৭৪। শ্রীনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়—

১৩২।১এ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৫। শ্রীঅরূপকুমার চট্টোপাধ্যায়—শ্যামপুর, বজবজ, ২৪-পরগণা, ৭৬। শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২ ৭৭। শ্রীআইভি রাহা—৬৭।১ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৮। শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—২৭ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৯। শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য—৮৭বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮০। শ্রীবীণা মৈত্র—৬৪।এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৬, ৮১। মুজাফ্ফর আহ্মেদ—২ কড়েয়া রোড, কলিকাতা, ৮২। শ্রীতারককুমার মল্লিক—২৮।৫ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, ৮৩। শ্রীসুনীলরঞ্জন দাশগুপ্ত—৪ নস্করপাড়া লেন, কাসুন্দিয়া, হাওড়া, ৮৪। শ্রীপ্রতিভাকণা বসু—৯৫ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫, ৮৫। শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫।১ স্কট লেন, কলিকাতা, ৮৬। শ্রীভবাণীচরণ দাস—লালা বাগান, চন্দননগর, ৮৭। শ্রীনির্মলেন্দু ভৌমিক—৭৮ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯, ৮৮। শ্রীগীতা মিত্র—২৬।৩।ই সিমলা রোড, কলিকাতা, ৮৯। শ্রীভক্তিপ্রসাদ মল্লিক—৭ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলিকাতা-৬, ৯০। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দেব—৩৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, ৯১। শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—২২ রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৭, ৯২। শ্রীপরীক্ষিৎচন্দ্র সাধুর্খা—১০ নিরোদবিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা-৬, ৯৩। শ্রীসুনীলকুমার দত্ত—২৭।৪ জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড, কলিকাতা, ৯৪। শ্রীঅরুণা রায়—সরস্বতী সদন, বি. এস. দাস রোড, পাটনা-৪, ৯৫। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১৯ গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ রোড, বাঁকুড়া, ৯৬। শ্রীকেদারনাথ সোম—৩বি গোরাচাঁদ বসু রোড, কলিকাতা, ৯৭। শ্রীঅরুণকুমার মিত্র—৩৩।১।এ বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩, ৯৮। শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—৮০।৮বি গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ৯৯। শ্রীদীপালি সেন—২৮ সুধীর চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ১০০। শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ—১৫৩।৫ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা, ১০১। শ্রীআশীষ সেনগুপ্ত—ডি ২৬ সি. আই. টি. বিল্ডিং কলিকাতা-৭, ১০২। শ্রীসরোজনাথ মিত্র - শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া, ২৪ পরগণা, ১০৩। শ্রীকমল সেনগুপ্ত—শান্তিনগর, রহড়া, ২৪ পরগণা, ১০৪। শ্রীস্বাতী ঘোষ—৮।১ কাশীঘোষ লেন, কলিকাতা, ১০৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়—১৯১ বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা, ১০৬। শ্রীবাসুদেব পাল—সখের বাজার, ভদ্রকালী, হুগলী, ১০৭। শ্রীসরোজকুমার দত্ত—৩।১ রামকৃষ্ণ দাস লেন, কলিকাতা-৯, ১০৮। শ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায়—১৩২।১এ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা, ১০৯। শ্রীরাসবিহারী গোস্বামী—৭৪সি শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ১১০। শ্রীগোপেশ শ্রীমানী—১৫ মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা, ১১১। শ্রীলিলি সেন—৬।৩৬ রাণী রাসমণি গার্ডেন লেন, কলিকাতা-১৫ ১১২। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ধর—বি ২০ সি আই. টি. বিল্ডিং, কলিকাতা-৭ ১১৩। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—২৫ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা-৬, ১১৪। শ্রীসমর ঘোষ—৪৭ডি গড়পার রোড, কলিকাতা-৯, ১১৫। শ্রীকেদারনাথ মাইতি—আর ৫০৬।এ দমদম এয়ারপোর্ট, কলিকাতা-২৮, ১১৬। শ্রীস্বামী সচ্চিদানন্দ—ভট্টনগর, হাওড়া, ১১৭। শ্রীপ্রদ্যুৎ সেনগুপ্ত—৬ডি রাজা অপূর্বকৃষ্ণ লেন,

কলিকাতা-২৮, ১১৮। শ্রীকৃষ্ণলাল চক্রবর্তী—১৯ গোপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা-৩, ১১৯। শ্রীপ্রতিমা প্রামাণিক—২৭৭ মহারাজা নন্দকুমার রোড নর্থ, কলিকাতা, ১২০। শ্রীচণ্ডীকুমার চট্টোপাধ্যায়—৩২বি সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২১। শ্রীউষা নাগ—২৫ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২২। শ্রীজয়শ্রী ঘোষ—১১৮।এফ নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা-১১, ১২৩। শ্রীসুনীলকুমার রায়—পি ৬৩বি. রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২৪। শ্রীসুকেশচন্দ্র মৌলিক—পি ৬৫ টালা পার্ক, কলিকাতা-২, ১২৫। শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—পি ৬৫ টালা পার্ক, কলিকাতা-২, ১২৬। শ্রীঅরুণ ঘোষ—৭ রসিকলাল ঘোষ লেন, কলিকাতা, ১২৭। শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য—৪৮বি কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২৮। শ্রীসনৎকুমার ভটাচার্য—৪৮বি কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২৯। শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়—১৩।এ বৃন্দাবন মল্লিক প্রথম গলি, কলিকাতা-৯, ১৩০। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—৪ রুস্তমজী পার্শী রোড, কলিকাতা-২, ১৩১। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী ৪।১ কুমারটুলী স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩১। শ্রীকৃষ্ণা মৌলিক—৪।৪এ যোগেন্দ্র বসাক রোড, বরাহনগর, ১৩২। শ্রীঅঞ্জলী ঘোষ—২২ গোপীনাথ সাহা স্ট্রীট, হুগলী, ১৩৩। শ্রীমানিকলাল নাথ—৮ডি রতন নিয়োগী লেন, কলিকাতা, ১৩৪। শ্রীকৃষ্ণপদ গোস্বামী—৫৩।এ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৫। শ্রীকমলা দাশ—৭।সি কারবলা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা, ১৩৬। শ্রীযোগানন্দ দাস—৫৭।১।১এ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ১৩৭। শ্রীভবানীপ্রসাদ চন্দ—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা, ১৩৮। শ্রীবীথিকা ঘোষ—৩১বি বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৯। শ্রীআরতি চক্রবর্তী—৫৮।এ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৪০। শ্রীদীপালি আচার্য—৬৮ মুর্গিমহল, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা, ১৪১। শ্রীইলা বন্দ্যোপাধ্যায়—৫২ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৪২। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ ঘোষ—১নং তেলীপাড়া লেন, কলিকাতা-৪, ১৪৩। শ্রীঝর্ণা তরফদার—১৭৬ মানিকতলা মেন রোড, কালকাতা, ১৪৪। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ সেন—পি ৮৬ ব্যাঙ্ক কলোনী, কলিকাতা, ১৪৫। শ্রীকুমুদবন্ধু দেবনাথ—৯।২।১এ প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা-৬, ১৪৬। শ্রীকৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮।২ বাজে শিবপুর রোড, হাওড়া, ১৪৭। শ্রীউষা সেন—৫৭।১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৪৮। শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য—৩৬ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ১৪৯। শ্রীবিমলহরি দাস—৪২ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলিকাতা-১০, ১৫০। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়—১৬১।৮ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা, ১৫১। শ্রীজ্যোৎস্না ঘোষ—১৫ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা, ১৫২। শ্রীজীবনরঞ্জন দে—৮।১ গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪, ১৫৩। শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ—১৬৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ১৫৪। শ্রীস্বর্ণকমল রায়চৌধুরী—২বি নর্থ রেঞ্জ, কলিকাতা-১৭, ১৫৫। শ্রীগীতা চৌধুরী—৩৮।৩৫ এস. কে. দে রোড, কলিকাতা-২৮, ১৫৬। শ্রীচম্পা দাশগুপ্ত—নিমতা, জনকল্যাণ, ২৪ পরগণা, ১৫৭। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৮৯ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া, ১৫৮। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়—১২৩।১।১

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা, ১৫৯। শ্রীমিহির বসু—৮৩ বাবুরাম ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০ ১৬০। শ্রীবীণা পালিত—১১৪ রিজেন্ট এস্টেট, টালিগঞ্জ, ১৬১। শ্রীকমল সরকার—৫২।১৫ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলিকাতা, ১৬২। শ্রীশিবনাথ রায়—ই।১৮ সি আই টি বিল্ডিং, মদন চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৭, ১৬৩। শ্রীবৈদ্যনাথ শীল—টাকী গভর্নমেণ্ট কলেজ, ২৪ পরগণা, ১৬৪। শ্রীপুষ্প কর—৫ইসমাইল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৪, ১৬৫। শ্রীগৌর সরকার—৯।৩ অমৃতলাল বোস ষ্টিট, কলিকাতা, ১৬৬। শ্রীঅরুণা বাগচী—৪, রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৬৭। শ্রীঅজয়কুমার বসু—১৬।বি ডালিমতলা লেন, কলিকাতা, ১৬৮। শ্রীবীরেন নাগ—৩৩।বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৬৯। শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী—৩১ হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা, ১৭০। শ্রীঝরণা সেন—কাঁচড়াপাড়া টি বি হাসপাতাল, ২৭ পরগণা, ১৭১। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ কর্মকার—পোলের হাট, ২৪ পরগণা, ১৭২। শ্রীবিকাশরঞ্জন দে—২৪৯।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬, ১৭৩। শ্রীসোমেন্দ্র-মোহন কর—১৯ যোগীপাড়া রোড, কলিকাতা, ১৭৪। শ্রীনীলিমা দত্ত—১৭ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৭৫। শ্রীবাণী হালদার—২৬।১ শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৭৬। শ্রীশচী ঘোষ—১৭।১ নীরদবিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা, ১৭৭। শ্রীবহ্নিকুমারী দেবী—২০।১।এন বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলিকাতা, ১৭৮। শ্রীঅরবিন্দ গুহ—পি ৪৬ দক্ষিণ বেহালা রোড, কলিকাতা, ১৭৯। শ্রীভক্তি ঘোষ—৫ হাজী জ্যাকেরিয়া লেন, কলিকাতা, ১৮০। শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য—শান্তিনিকেতন, বীরভূম, ১৮১। শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক—বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৮২। শ্রীপ্রমথচন্দ্র দত্ত—All India Radio, Calcutta, ১৮৩। শ্রীসলিল গঙ্গোপাধ্যায়—৭৫ পাঠকপাড়া রোড, কলিকাতা, ১৮৪। শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র—৫৬।১এ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা, ১৮৫। শ্রীরবীন্দ্র গুপ্ত—২৩ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৮৬। শ্রীগৌরলাল দত্ত—৩৩।২ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৮৭। শ্রীজ্যোৎস্না মিত্র—২৪।বি কুমারটুলি স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৮৮। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ—বারাসত ২৪ পরগণা, ১৮৯। শ্রীমোহনলাল মিত্র—৭৫।বি মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা, ১৯০। শ্রীকৃষ্ণা দেবী—২৮।৩, মহেন্দ্র শ্রীমাণী স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯১। শ্রীপ্রতিভাকান্ত মৈত্র—২২।৩ এল শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, কলিকাতা।